সান্ত্বনা হোম

(উপন্যাস)

ডাঃ মতিলাল দাশ এম, এ , বি, এল ; পি-এইচ, ডি

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

ভূমিকা

আজ সুধীবর স্বর্গত প্যারীমোহন সেন গুপ্তের কথাই বারংবার মনে পড়িতেছে। এই উপন্যাস খানির নূতনত্ব তাহাকে একান্তভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি আজ বাঁচিয়া থাকিলে বড়ই আনন্দ হইত। নিজের পুস্তকের সমালোচনা করিতে বসিব না, শুধু এই কথাটি বলিতে চাই যে ইহার ভাষা কাব্য-ধর্ম্মী। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতাকে ইহা গদ্যছন্দে এক অসীমতার মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছে সেই অন্তর্নিহিত মূর্চ্ছনাকে না ধরিলে ইহাকে ঠিকভাবে আস্বাদন করা হইবে না। বঙ্গবাণীর চরণে এই দীনতম অর্ঘ্য আনন্দহীন জাতির জীবনে মধু ও সুধা ক্ষরণ করুক, এই প্রার্থনাই করি!

বাসন্তী সপ্তমী
২২শে চৈত্র, ১৩৫৫

নিবেদক—
শ্রীমতিলাল দাশ

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত কলিঙ্গ নাথ ঘোষের করকমলেষু।

ভাই কলিঙ্গ!

এই জীবনের চলার পথে, নিত্য দিনের ধূলি
লুকিয়ে রাখে বুকের তলে অসীম লোকের বুলি।
তুচ্ছ যারে উপেক্ষাতে রাখি অনেক দূরে
ভরছে সে যে জীবন মোদের নানান রঙীন সুরে।
সেই কথাটি এঁকে দিলাম নূতনতর ভাষায়,
ধন্য হব, হৃদয় তব ক্ষণিক যদি মাতায়।

ইতি—

গুণমুগ্ধ

শ্রীমতিলাল দাশ

সান্ত্বনা হোম

(১)

সান্ত্বনা হোম।

সুরভি পুষ্পসারের গন্ধ।

শরতের আলোক-দীপ্ত প্রভাত।

শেফালির গন্ধ-মদির অঙ্গন হইতে বাতাস স্নিগ্ধ আলিঙ্গন বহিয়া আনে।

শারদ কাব্যের এই অনিঃশেষ আয়োজন।

না, চোখ মুছিয়া লইলাম।

জংলির উপর রাগ হইল।

সে কার চিঠি আনিয়া বসিল ?

সুন্দর সুদৃশ্য খাম—। কারু সজ্জা অধিক নয়, অথচ মনকে সে হরণ করে—এমনই মনোহরণ লেফাফা।

ভিতর হইতে আসে পুষ্পসারের মধুর গন্ধ।

শারদীয়া মাসিক কাগজে বেঙ্গল কেমিকেলের বিজ্ঞাপন মনে পড়ে।

মন অতীতে ভাসিয়া চলে।

অজন্তার নৃত্য।

তরুণীর অঙ্গরাগের আয়োজন।

বিস্তৃত বিরাট অবকাশের আনন্দ উচ্ছল হইয়া উঠে।

ত্রিস্রোতায় ময়ূরপঙ্খী নৌকা ভাসে—।

কুঁচ-বরণ কন্যা তার, মেঘ-বরণ চুল।

না, খোলা মন—একি এলোমেলো চিন্তা করে!

সান্ত্বনা হোম!

ভাবিতে বসি।

এ নাম অত্যাধুনিক নয়! যাহারা নব্য কবিতার চর্চ্চা করে—সান্ত্বনা তাহাদের নয়, সান্ত্বনা কাহাদের?

কথাটি অভিধানে আছে।

অতএব অনাধুনিক।

আলট্রা-মডার্ণ যাহারা তাহারা আলট্রা-ভায়োলেটের উপাসনা করে।

কিন্তু বেদে পুরাণে সান্ত্বনা নাই।

একখানি মলাট-ছেঁড়া জীবন চরিত কোষ আছে---তাহাতে সান্ত্বনা নাই।

কোষ খুলিবার প্রয়োজন নাই।

আমি জানি—

নিশ্চিত জানি

সান্ত্বনা সেখানে নাই।

কোনও আখ্যায়িকার আবরণ তাহাকে ঘেরে না—কোনও রোমাঞ্চ তাহাকে রোমাঞ্চিত করে না—

সান্ত্বনা—

নহ কন্যা, নহ বধূ।

সান্ত্বনা চিরসুন্দরী উর্ব্বশী।

এ আমার কি হইল ?

পাগলামির বাতিক আমার আদৌ নাই।

আমি ধীর, স্থির।

কিন্তু গৃহতোরণে মধু মালতীর অজস্র বিলাস—

আর শারদ-দীপ্তির অনন্ত প্রকাশ—

আর—থাক, অলমতিবিস্তরেণ।

সান্ত্বনা হোম ! !

যে লিখিয়াছে, তার ঝর্ণা কলম দামী—কালিটিও সুন্দর—

এত বহিরঙ্গ—

তাব লিখিবার ছাঁচও কাব্যময়।

এই লিখন রীতি কি রৈবিক !

হাঁ, তা হতে পারে।

সমস্ত লেখার মধ্যে যেন সুসঙ্গত একটী শ্রী ফুটিয়া ঠিয়াছে।

সে যেন তপস্বী।

তপস্বী, কিন্তু তার তপশ্চর্য্যায় সুন্দর ব্যাহত নয়, সে সুন্দরকে যেন উপাসনা করিতেছে।

তাই তাহার কলমের রেখায় রেখায় গান,

তাহার রেখায় রেখায় ছন্দ,

আর সমস্ত নিয়া যেন ফুটিয়া উঠিল

শরৎ-প্রভাতের লীলা-কমল।

লীলা-কমল ?

কথাটি শুনি—

কোনও কোনও কাব্যেও পড়িয়াছি হয়ত,

কিন্তু উহার অর্থ কখনও অনুধাবন করি নাই।

উহার ভাবানুষঙ্গ জানি না।

তবু মন অকারণ খুসিতে ভরিয়া উঠিল,

বলিলাম—মনকে—কীর্ত্তনের সুরে সুরে

চীৎকার করিয়া বলিলাম—

এ যেন লীলা-কমল।

সান্ত্বনা হোম!!!

মনে জাগে বেদের নাম।

সোম কি সত্য না স্বপ্ন ?

কে জানে ?

সেই পানীয় আর ফিরিবে না।

এখন অনেক পানীয় জুটিয়াছে—

লাইমজুস, রোজ কর্ডিয়াল—ভ্যানিলা—

না, সব নাম মনেও থাকে না—

কিন্তু সে পানীয় আর সোম—তুলনা বিহীন।

এক অমৃতময়—মধুনিস্যন্দী সোম,

অন্য মরুজগতের মানবী পানীয়।

সান্ত্বনা যেন অমৃত—

যেন সুধা।

এ কি কাব্য রচনা করিতেছি ?

কে জানে ?

নিঃসঙ্গ জীবন।

জংলির অত্যাচারে—বোধ হয় সমস্ত সুকুমার বৃত্তি ছিল অবদমিত—

আজ তাহারা প্রতিশোধ তুলিতেছে।

মনের মধ্যে যেন শারদ-জ্যোৎস্নার আবহাওয়া—

যেন আমি নক্ষত্র-খচিত আকাশ পথের

প্রথম নায়ক—

আর সান্ত্বনা ?

প্রথমা নায়িকা ?

না, না, এ আমার কি অসভ্য মন ?

একান্ত অসামাজিক।

সংসারে বেপরোয়া চিন্তা চলে না।

সান্ত্বনা হয়ত বধূ—

হয়ত জননী,

হয়ত গৃহিণী—

হয়ত—অনেক কিছু, হয়ত।

কিন্তু ১৩৪৯ সালের এই শরৎ তাহা জানে না—

তাহার রৌদ্র-ঝলসিত দীপ্তি—

সে শুধু হাসে—

একান্তই হাসে

অবাধ্য ইতরের মত।

বর্ষার লিলি ফুল—এখনও দু একটি ফোটে।

গন্ধ ছোটে।

পাশে চষা ক্ষেত—

সূর্য্যমণি হিসাবী—সে পুতিবে আলু। স্বপ্নে দেখে দশ বার মণ আলু ফলিবে। আলু, মূলা, পালং, লাল শাক—আরও কত কি—কপি, ফুল কপি, বাঁধাকপি, ওলকপি।

শালগম, বীট, গাজর—

মনে ভাসে গ্লোব নার্শারির ছবি—

মনে পড়ে তাহাদের শারদীয় বিজ্ঞাপন।

কিন্তু সব ছাপাইয়া,

সব ভাসাইয়া,

হাসে উন্মাদের হাসি—

শরতের আলোর বাঁশরী।

১৩৪৯ সাল

যেন ৪৯ মরুতের লীলা-ভূমি।

মরুতের কথা আজ কালের মানুষ ভুলিয়াছে।

তাহাদের স্মৃতি প্রখর নয়—বিস্মরণ-শীলা—

তাহারা ভুলিয়াছে মরুতের লীলা।

জানিতে চাও,

বুঝিতে চাও,

খোলো ঋগ্বেদ।

পড় মন্ত্র—

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে।

হাঁ, বুঝিবে মরুতের প্রতাপ।

১৩৪৯ সাল—

পশ্চিমে বোমারু বিমান,

ট্যাঙ্ক, মেসিন গান ও কামান—

বিষ-বাষ্প—আর প্রলয়ঙ্কর প্রোপাগাণ্ডা—

সবই চলিতেছে পৈশাচিক অট্টহাসে,

নব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ!

শবাশন নয়,

তোমর, পরশু, ভিন্দিপাল

শেল, শূল, গদা, চক্র—

তাহাদের ভীষণতা আজ তুচ্ছতায়

একান্ত নগণ্য।

চলিতেছে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য মহোৎসব—

রুদ্রের মুখে বাজিতেছে বিষাণ—

হয়ত প্রলয় ঘটাবেন নটরাজ ঈশান।

এই ১৩৪৯ সালে

বাংলা ১৩৪৯ সালে—

আর সেই রুদ্রের প্রলয় নাচনে—এল সান্ত্বনার চিঠি।

স্থান—চুঁচুড়া সহর।

ইতিহাসের লীলা নিকেতন।

বালুতীর কাঁপাইয়া বহে গঙ্গার জলধারা।
আর্য্য, মোগল, পাঠান,
ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী—
সবারই অতীত মিলিয়াছে এই আশ্চর্য্য সহরে।
শ্যাম তৃণ-ভূমির পাশে
শোভে দীর্ঘতম ব্যারাক,
আজ সেখানে সৈন্যের কলকোলাহল নয়,
চলে কোন্দল পরায়ণ নরনারীর মোকদ্দমা—
দেওয়ানী, ছোট আদালত, ফৌজদারি,
আর ক্ষুদে ক্ষুদে হাকিমদের
বিজয় আস্ফালন—।
এপারে কলেজ—
সেখানে আজ নৃত্যের আয়োজন নাই—
কেবল চলে বিদ্যার্থী ও বিদ্যার্থিনীর ভিড়—
তরুণীদের এলায়িত অঞ্চলে—
কদাচিৎ হয়ত মধুকর চঞ্চলে—
কদাচিৎ হয়ত পথবর্ত্তী বিলাতী অশোকের গুচ্ছধারার অর্ঘ্য
আত্মবিস্মরণে প্রণয়ের অর্ঘ্য দানে।
আর এক পাশে
দীর্ঘ নারিকেল শ্রেণী—
অন্যপাশে হের গঙ্গার এলায়িত বেণী—
সর্পিল, তরঙ্গ-ব্যাকুল ব্যাকুলা গঙ্গা—

একান্ত অন্তরঙ্গা—।

এই সুন্দর চুঁচুড়া সহরে,

বাংলা ১৩৪৯ সালে।

স্থান বলিলাম,

কাল বলিলাম,

এবার ছন্দের মত স্থান, কাল, পাত্র,

বলিব।

পাত্র—আমি।

ইহার চেয়ে সুন্দরতম উত্তর কোথায় ?

আমার পরিচয় আমি—

ইহাই দার্শনিকতার চরম—বৈজ্ঞানিকতার চরম—জ্ঞানের পরমস্থিতি।

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।

আমি অফিসিয়েটিং মুন্সেফ।

মতি দাদার উপর রাগ হয়—তিনি কবি, লেখক, গ্রন্থকার, নারীজাতির স্তাবক—নিত্য নবপথে ভ্রামক—তিনি ছুটি নিয়াছেন—গিয়াছেন সস্ত্রীক মন্দার-পাহাড়ে—আর সেই শৃঙ্খলে বিশৃঙ্খল আমি আবর্ত্ত রচনা করি—মল্লিকের দ্বিতল গেহে !

নাম, অভিধান, গোত্র, পদবী ?

একসাথে এত প্রশ্ন বাণ—?

অধীর পাঠিকার চঞ্চলতা বুঝি—কিন্তু গ্রন্থকার আমি নই—

সাত জন্মে আমি কবিতা লিখি নাই—

নারীকে যিনি শ্রদ্ধা করেন—

যিনি প্রিয়া কাব্য লেখেন

সে অঞ্চললাঞ্ছন মতি দা—

আমি একান্ত বেরসিক

রসিক লাল হড়—

কলম পিষি, রায় লিখি, শ্যামের ধন রামকে দেই—আর জজসাহেবের স্তোত্র গান করি—

আমি অরসিক রসিক।

এ যেন জাপানী কবিতা।

সত্যেন দত্তই বোধ হয় অনুবাদ করেন

"অতিবড় গরীব আমি একটা,

আমিই আবার কুড়িয়ে পেলাম মনিব্যাগটা

চাঁদের আলোতে দেখি হা হা হা,

এ যে শুধু ব্যাঙ চ্যাপ্‌টা।"

অরসিক রসিকের হাতে এল—

সান্ত্বনা হোমের গন্ধ-মদির চিঠি।

প্রকৃতির চূড়ান্ত রসিকতাই বটে—

'সান্ত্বনা হোম, চুঁচুড়া।

যাহারা ডাকঘরে চিঠি Sort করে, তাহারা নিশ্চয়ই বুদ্ধির যাদুকর।

এ চিঠি তাহারা কেন আমাকেই দিল

অরসিক রসিকের খবর তাহারা কিরূপে জানিল ?

ভাবিলাম—ইহা জংলির জংলিপনা—

না, পোষ্টকার্ড ঝলমল করছে—

একপাশে জি, পি, ও—একপাশে চুঁচুড়া—

ভুল করিবার নয়।

Redirect করিলে ল্যাঠা নিঃশেষ। কিন্তু কোথায় রিডাইরেক্ট করিব ?

সান্ত্বনা—বোধ হয় মতিদার কোনও আত্মীয়া—কোনও—

না ভাবিতে পারি না—

শরতের রৌদ্র ঝলসিয়া ওঠে—।

শালিকগুলি কিচির মিচির করে।

মাঝে একটি দোয়েল শিস দিয়া পালায়—

আর আমাব রায় লেখার কাগজের পাশে—হাসে

সান্ত্বনার চিঠি—দূরবগাহ—রহস্যময়—দুর্জ্ঞেয়, দুষ্পার।

পোস্টাফিসে ফেরত পাঠাইলে দুশ্চিন্তা শেষ হইত।

কিন্তু আগের রাতে একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িয়াছি।

দুই ভাইয়েব জীবনে একই তরুণী—তার রূপশিখা নিয়ে এল। ফলে একজনের মৃত্যু। সেই মৃত্যুরহস্যের মাঝে অপর ভাই প্রাণদণ্ড দেবে—পুলিস—তৎপর পুলিস, তাহাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাইলেই বাঁচে। কিন্তু প্রেম অসাধ্য সাধন করে—তরুণী প্রণয়াস্পদকে বাঁচাইল—ভাই মরেনি—হত্যার চাতুরী ও বুদ্ধি তাহারই।

লেখক ধড়িবাজ—শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে পড়িতে হয়। তারপর? তারপর এই জিজ্ঞাসার উত্তরের বাঁধুনি আশ্চর্য্য। বাংলা সাহিত্যে এমন চমৎকার ডিটেকটিভ গল্প পাওয়া যায় না।

মন তাই একটু মধুময়। মেয়েটির নাম বোধ হয় এলেনর—তাহার ছোঁয়াচ বোধ হয় গায় লাগিয়াছে—বাহির করিব কে সান্ত্বনা—কোথায় তাহার ধাম?

অনঙ্গ সহপাঠী।

এখন এখানের বিদ্যাবিতানের সহকারী শিক্ষক।

সে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে।

তারপর খদ্দরের পাঞ্জাবী আর এণ্ডির চাদর গায়ে দিয়া আমার বাসার সম্মুখ দিয়া যায়।

অনঙ্গ বরিশালের বাঙ্গাল।

গাল দিবার জন্য বলিতেছি না—সে ইহাতে পুলক অনুভব করে।

তাহার বিদ্যাসাগরী-চুল-ছাঁটা গোল মাথার উপর চৈতনের শোভা অপূর্ব্ব—

তাহার স্কুলের দুষ্ট ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না—

আমাদের মনেই বুদ্ধি গজায়—দুষ্টা সরস্বতীর কুমন্ত্রণা জাগে—

কিন্তু অনঙ্গ নির্ব্বিকার।

শুনি সে প্রত্যহ গীতা পড়ে—

কোনও দিন বা উপনিষদ্‌।

বুগোনভিলিয়ার ভায়োলেট ফুল।

মল্লিকের দ্বিতলে ফর্ম্মের বাক্সে মাটি ভরিয়া মতিদা পুঁতিযাছে।

তাহার সৌখীনতা সর্ব্বত্র।

ভায়োলেট ফুলের ফাঁকে অনঙ্গের ছায়া পড়ে।

টেবিল ছাড়িয়া উঠি।

"অনঙ্গ—অনঙ্গ—"

বেচারী বিরক্ত হয়—বলে—"কিছু কি দরকার ?"

"দরকার জরুরী"

চন্দন তিলক ভালে নয়—তথাপি অনঙ্গের চেহারা বিরূপ হয়—

আসিবা মাত্র ডাকি—"জংলি"

"কি চা ? আমি ত চা খাই না—"

অনঙ্গ প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য—তাহাকে বিষপান করাইব, এ ভরসা নাই—বলি—"চা নয়—দুধ—গরম দুধে আপত্তি কি ?"

"তা মন্দ নয়, কিন্তু এত সকালে দুধ পেলে কোথায়—"

"মাতদা গোরু রেখে গেছেন—"

"তাই পরের ধনে পোদ্দারি— ?"

না অনঙ্গকে লইয়া ভদ্রতা রক্ষা করা কঠিন। বেচারী আমার মর্য্যাদা জানে না—

কথঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া বলি :—চাকরের মাইনে আমার—খড় বিচালি আমার—

তবে গোরুর ভাড়া দেই না, একথা ঠিক—

ব্যবস্থাটি বণিকপুঙ্গব মল্লিক মহাশয়ের—

কাজেই একসাথে একনমিকস্—

ষ্ট্যাটিসটিক্স্—

চাণক্য এবং কার্ল মার্কস।

অনঙ্গের মুখে প্রসন্নতা জাগে।

সদ্য দোওয়া গো দুগ্ধে তাহার তৃপ্তি উদ্বেল হইয়া ওঠে।

সে সোফায় গা হেলাইয়া বলে—"আচ্ছা শিক্ষায় তোমরা মানুষ গড়তে চাও না নাগরিক গড়তে চাও?"

অনঙ্গের অদ্ভুত প্রশ্ন!

আমি কি তার্কিক? আমি ত কোনও সভাপতি পদের উমেদার নই—

তথাপি উহাকে খুসি করিবার জন্য বলি—'মানুষ গড়াই বোধ হয় আদর্শ হিসাবে ভাল।"

"আদর্শ!" অনঙ্গের বরিশালের ভাষায় সুর মধুর হইয়া ওঠে—সে বক্তৃতা জোড়ে—"এইখানেই কনফ্লিক্ট—সংঘর্ষ। মানুষ হিসাবে যারা বড়, তারা সবাই একসেন্ট্রিক—তারা ভদ্র সমাজে পাত্তা পায় না—তোমার যীশু যদি আজ আসে, খৃষ্ট সমাজে—সে পাবে না নাগরিকের অধিকার—এত আমার কথা নয় স্বয়ং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথা—"

"তুমি বুঝি রাসেল পড়ছ ?

"হাঁ কেন পড়মু না—?"

অনঙ্গ এখন সিরিয়াস—উহাকে ঘাঁটাইলে বিপত্তি— সে আজ পুত্রের পিতা, কন্যার জনক—তথাপি সে নিরঙ্কুশ। তাহাকে ঘাঁটাই, এ ভরসা আমার নাই।

কথান্তর পাড়িলাম।

বলিলাম—সান্ত্বনা হোমকে চেন ?

নামটী পুনরুচ্চারণ করিলাম।

অনঙ্গ বলিল—সান্ত্বনা গুহ এবার বাণীপীঠ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছে—সান্ত্বনা হক কবি আমিনুল হকের কন্যা—

কিন্তু হোম ?—এখানে ত কেউ হোম নেই—"

অনঙ্গের পরিচয় গণ্ডী বহু বিস্তৃত—তাই নিরাশ হই।

আমার বিষণ্ণতায় শারদ-প্রভাত ম্লান হয়।

অনঙ্গ সাড়া দিয়া ওঠে।

বলে—তার মাষ্টারী ভঙ্গীতে –

"সান্ত্বনা কে ?"

আমি নিরুত্তর।

অনঙ্গের রসিকতা বাড়ে, বলে—"তোমার বৌদি বলছিল সিনিয়র ডেপুটী কল্প ঘোষের মেয়ে কণিকা—বেশ সুন্দরী—নাচে গানে কবিতা রচনায়—"

উষ্মা বাড়িয়া যায়। রুষ্ট বচনে বলি—"ঘটকালি ব্যবসা ধরেছ কি ?

ও চটে, বলে—"ঘটকালি নয়, বন্ধুজায়ার অনুরোধ—জানি জানি সব শেযালের একই রা—একদিন মাথায় ঘোল ঢালবে—আজ হোক আর কাল—বলবে—ত্বমসি মম ভূষণম্‌

জয়দেব।

কে জানিত অনঙ্গ জয়দেব পড়ে?

আমি প্রসঙ্গান্তর আনিবার জন্য বলিলাম—"এখানে শিক্ষয়িত্রীদের···

"কেন এই সব কচিযৌবনাদের মনে ধরছে না, চাই বুঝি আমসী-মুখীদের—"

"আঃ তুমি অসভ্য হচ্ছ···"

"অসভ্য!—অনঙ্গ রাগিয়া যায়—

"ঐ যে তোমার কি নাম হেড মিষ্ট্রেস—সুরঙ্গমা সেন—গিয়েছিলাম দেখা করতে—দেখতে যেন মা কালী—বিদ্যাতেও সরস্বতী—এসেচিল Return ভিজিট দিতে?—অথচ যারা গাড়ী পাঠান, তাদের বাড়ী যান—আছে তার উচ্চ জ্ঞান—"

অনঙ্গের সুকুমার বৃত্তি আছে বলিতে হইবে।

সুরঙ্গমা সেন।

হয়ত শ্যামলী—কিন্তু তথাপি পূজার্হা।

বাঙ্গালকে রাগ ফলাইতে দিয়া কাজ নাই—বলিলাম—"তুমি বুঝি রাসেল পড়ছ—কেন গীতা কৃত্তিবাস?"

অরণ্যে দাবানল জ্বলিল।

"গীতা চাই জীবনের গভীর অন্তর্জ্ঞানে—রাসেল চাই

নব্য সভ্য সমাজে—তরুণীদের মন ভোলাতে চাই হ্যাভলক এলিস—ফ্রয়েড···”

কেঁচো খুঁড়িতে কেউটে বাহির হয়।

রহস্য করিয়া বলি—“এ বিদ্যা বুঝি শিখছ?”

“শিখমু···হঃ হঃ—অনঙ্গের উচ্চ হাসি···

আমি বেকুফ বনিয়া যাই।

হাসি থামিলে মল্লীনাথের টীকা···

“বৎস্যায়ন আছে কি করতে? আমরা পড়ব কোন কামে? পড়বে তোমরা···তোমরা যারা নারীকে দেখনি, শুধু তার নাম শুনেই মূর্চ্ছা যাও···কুড়িয়ে পাওয়া চুল রাখ এনভেলাপে···চিঠির টুকরা কর জীবনের সম্বল···” অনঙ্গের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

এমে ক্লাসে যে অজ্ঞ অনঙ্গকে নোট লেখাইয়া এমে পাশ করাইয়াছি···এ সে অনঙ্গ নয়। সে সভ্যতার চাপে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন করিলাম—“মতিদার সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?”

“না হে না, তোমাদের হাকিম টাকিমদের সঙ্গে আলাপ করতে আমরা ভালবাসি না···তোমরা পরগাছা···তোমরা খাচ্ছ ক্ষীরসর নবনী···আর আমরা দিনান্ত পরিশ্রম করি, আমাদের ভাগ্যে জোটেনা নুন আর ফেণ-ভাত।”

“আবার সোসালিজম চর্চ্চা করছ?”

অনঙ্গ কাঁধ হইতে এণ্ডি চাদর নামায়···“খাওয়ালে ত

বাবু এক কাপ দুধ···গোরুর দুধ—না আছে তার সাথে 'আবার খাব' সন্দেশ···না আছে রসোমালাই—তার বদলে এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে না···তোমরা হলে কৃপণের জাত···"

অনঙ্গ মর্ম্মেও আঘাত দিতে পারে।

ডাকিলাম···"জংলি···"

"কেন রসোমালাই আনাবে···আজ নয়, আজ লেট। বিস্বাদ লাগবে···যাই আমার নমাজ বাকি···"

"নমাজ ?"

"নমস্কার আর নমাজ একই···হিন্দু মুসলিম ঐক্যই হচ্ছে ভারতবর্ষের এক ও অদ্বিতীয় সাধন পন্থা···"

"ঐত সামনেই দোকান···যাবে আর ছুটে আসবে···

অনঙ্গ উঠিয়াছিল, বসিয়া পড়িল। জংলিকে একটী মুদ্রা বাহির করিয়া 'আবার খাব' ও রসোমালাই আনিতে বলিলাম।

অনঙ্গ ইতিমধ্যে চোখ বুজিয়াছে।

পায়ের চটি খুলিয়া সে নাম সাধনে ব্যগ্র।

চুপ করিয়া বাহিরে চাহিলাম।

আঢ্য মহাশয় হাটে চলিয়াছেন···।

প্রিয় ভৃত্য কম্বু বাঁক লইয়া চলিয়াছে। সপ্তাহের সমস্তই আসিবে। মল্লিক মহাশয় অর্থনীতি জানেন···

কলেজে অধ্যাপকতা পদ তাহাকে দিলে ভাল হইত।

কিন্তু যাহার যাহা প্রাপ্য, এদেশে তাহা জোটে না।

অনঙ্গের গলা ফুটিল···নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঙ্ করণে

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!

যাক, ইহাদের পরকালের রাস্তা খোলসা···সেখান দিয়া নয়াযুগের মোটর ইহাদের নন্দনে পৌঁছাইবে।

জংলি তেপায়াতে নক্সা কাটা চাদর মেলিয়া প্লেটে সাজাইয়া দিল খাবার—অনঙ্গ আর কিছু না জানুক, মিষ্টরস রসিক—সমস্ত গলাধঃকরণ করিয়া বলিল—"বেশ সামনের ফাগুনেই লক্ষ্মী লাভ হোক···"

আমি বলিলাম···"তার অনেক দেরী···ইতিমধ্যে জাপানী বোমা···"

"হাঁ ঐটে ভাবনার বিষয়, কিন্তু যতই ঘটুক, বিয়ে বন্ধ হবে না—দখিণা হাওয়া বইবে···বাঙ্গালীর মনও চঞ্চল হবে···আর তোমার মত হতচ্ছাড়ারাও পথে আসবে···কিন্তু একটা কথা বলি···বেশী স্বপ্ন দেখো না···কারণ জীবনটা ত কাব্য নয়···এটা নিছক ফার্ম···সান্ত্বনা হোম গল্প লিখবার পক্ষে ভাল···ঘরের পক্ষে কলাপ ঘোষের কন্যা কণিকা···নেহাৎ নাইবা হল ডানকাটা পরী···

"কেন বলেছিলে যে অপূর্ব্ব সুন্দরী···"

"সে ত আমাদের চোখে, তোমাদের ত ভাব বুঝি না··· তোমরা চোখের কতখানি প্যারাবোলাকে বলবে কটাক্ষ—শাড়ীর কতটুকু Integral calculas হলে তোমাদের মন মিলবে—তা দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা···" রসোমালাই অনঙ্গকে কবি করিয়াছে দেখি···।

প্রশ্ন করি ··"কলাপ ঘোষের কন্যা কি তোমার ছাত্রী ? ··"

"ভাই টুইসানি করি তাই মর্য্যাদা নেই···না না মেয়েছেলে পড়ানো বারণ···তোমার বৌদি সেকেলে···যাক আমি বেশী কথা বলতে পারব না···আজ আমার হাটে যেতে হবে—Her Majesty হুকুম করেছেন··· তোমরা আছ বেশ—দিব্যি খাও দাও···বেশ মাঝে মাঝে রসোমালাই যদি খাওয়াও, তবে তোমার লেখা কবিতা শুনতে রাজি আছি···"

বললাম—"তুমি বেশ হিউমার জান—"

"আরে হিউমার কোত্থেকে আসবে ভাই—পাই মাইনে পঞ্চাশটী টাকা ··লিখি খাতায় আশি···পাঁচটা টুইশনি···লোকে জানে একশ টাকা···পাই যে মাসে যা অভিরুচি তারপর ছেলেমেয়ে. . পঙ্গপালের বাথান···নুন আনতে পান্তা··· পান্তা আসতে নুন ফুরায়···কাজেই অন্ন চিন্তা চমৎকারা···

অনঙ্গকে আগাইতে যাই।

অনঙ্গ ভাবাবেগে চলে। তাহাকে উপেক্ষা করিলে সে অভিমান করে—তাহাকে উপেক্ষা করি না।

নাচে ফুটিয়াছে রক্তজবা।

অনঙ্গ বলে—"কতকগুলি নিয়া যাই. . পূজার সুবিধা হবে···"

এমে ক্লাসের অনঙ্গ আর আজিকার অনঙ্গ···

আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন।

কিন্তু ইহাই বোধ হয় কালের যাত্রার চিহ্ন···

আমার বয়স ২৯ বৎসর—বাংলা ১৩৪৯ সালে।

অনঙ্গ পাঁচ ছয় বছরের বড়।

কিন্তু ঊনপঞ্চাশৎ মরুতের প্রলয় নর্ত্তন সুরু হল আজ আমারই চিত্তে। অনঙ্গ ফিরিবার মুখে বলিল…"কাব্য ঠিক নয়, আসল হল বস্তু…সেই বস্তুলাভে অগ্রসর হও। নামের পরশে যার ঐচ্ছন হয়, না জানি অঙ্গের পরশে কিবা হয়—বুঝেছ…এই বয়স সকল দোষের… যৌবন প্রভুত্ব, অবিবেকিতা…বুঝেছ সর্ব্বনাশ করবার চতুষ্টয়…এখন মুক্তির উপায় কলাপ ঘোষের কন্যা…'

আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

চুচুঁড়া বৃহৎ সহর—ডিভিসনের হেডকোয়ার্টার্স—এখানে সবাইকে সকলে চেনে না! কোথায় কলাপ ঘোষের কন্যা কণিকা…আর কোথায় আমি…

"না অনঙ্গটা বড় ফাজিল…"

ফিরিব, এমন সময় আহ্বান আসিল,—"এই যে রসিক বাবু…যাবেন সন্ধ্যায়, আজ ব্রিজ খেলা হবে…"

আহ্বানকারী কলেজের পদার্থবিদ্যা…নাদুস নুদুশ গোপেশ সেহানবীশ—

পদার্থ-বিদ্যা বটে—

"আচ্ছা" বলিয়া বিদায় লইলাম।

পদার্থ-বিদ্যা…

মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে।

যে মন স্বপ্ন তৈরী করে—সে মন স্তব্ধ বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহে।

নিঃসীম আকাশ

লক্ষ লক্ষ জ্যোতির লীলায় স্পন্দিত আকাশ—

কি বৃহৎ কি বিরাট,—অসীম অনন্ত অপার দেশের আয়তন।

তাহারই এক কণিকা—এই বিপুলা পৃথিবী।

শস্যশ্যামলা নদী মেখলা পৃথিবী।

তাহারই ক্ষুদ্র নীড়ে আমাদের হাসি খেলার অভিনয়।

অভিনয়ই বটে।

অ্যাটম, ইলেকট্রন, রেডিয়েসান—ইথার

রিলেটিভিটি।

মাথা ঘোলাইয়া যায়।

গোপেশ সত্যই পদার্থ-বিদ্যা—

এমন করিয়া বুলি ঝাড়ে, যে অবাক হইয়া যাই।

তাহার ব্রিজের আড্ডা অবশ্য মনোরম।

তাহার চতুষ্কোণ পত্নীকে ধন্যবাদ।

খেলার মাঝে আসে ধূমায়িত চা—

খেলিতে আসেন ··

ধনগোপাল—ইংরাজী শাস্ত্রের অধ্যাপক···

চোখে পাঁসনে—হাতে চেরী কাঠের লাঠি—পায় পাম্পসু, গায় পাঞ্জাবী—

মুখে রসমধুর বাক্য···

কবিতাও মুখস্থ আছে

রচনাও করেন কিছু কিছু।

চমৎকার মানুষটী।

গদাধর শাস্ত্রী—আচার্য্য ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত যে গভীর জানেন তা নয়, তবে জানেন সেই রসায়ন, যার প্রয়োগে সমস্ত অমসৃণ মসৃণ হয়।

ভদ্রলোক আবার লেখক।

যান যত প্রাচ্য বিদ্যার আসরে—পড়েন কিছু কিছু।

কিন্তু সে থাকে প্রাচ্যবিদ্যার জার্নালে, আমাদের মত অজ্ঞ লোকের তা আসে না কাজে।

গিলে করা কোঁচানো ধুতি—তার সাথে গলাবন্ধ কোট·—কপালে তিলক—হাঁ অপূর্ব্ব দৃশ্য বটে।

অল্প বোঝেন—রসিকতায় একটু ক্ষিপ্ত হন—

তাই শ্যামাপদ তাঁহাকে ক্ষেপায়।

শ্যামাপদ বাংলা শাস্ত্রের অধ্যাপক—লম্বা ছিপ ছিপে চেহারা—না slim নয়—সে চেহারা তরুণী-লোভন নয়—সে অজীর্ণের পরিচয়। তথাপি দুষ্ট যকৃতকে দমন করিয়া শ্যামাপদ এই আসরকে হাসায়।

শ্যামাপদ বন্ধু—আমাকে সে শ্রদ্ধা করে।

আর আসেন গিরিজাপতি সান্ন্যাল।

ভদ্রলোক বৈষ্ণব। তরোরিব সহিষ্ণুনা—কীর্ত্তনগানে

মাতেন। দাড়ি মোচ কামাইয়া বৃদ্ধবয়সে কার্ত্তিক সাজেন।

আরও আসেন অনেকে—

কিন্তু সকলের রেখাচিত্রের স্থান কোথায়—

আর আমারও অবসর অল্প।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মুণ্ডকর্ত্তনে ধনগোপাল ও শ্যামাপদ ব্যস্ত!

গৌহাটিতে অরিয়েন্টাল কনফারেন্স।

শাস্ত্রী মহাশয় যাবেন।

"আপনি ডাকিনীদের বিশ্বাস করেন না বুঝি—বেশ এই যে মুন্সেফবাবু আসছেন—একেই জিজ্ঞাস করুন—কামাখ্যা আদৌ নিরাপদ নয়। আব তরুণদের চেয়ে বয়স্কদের ভেড়া বানাতে তারা খুব সুখ পায়।"

শাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করেন—"এসব গল্প আপনি বিশ্বাস করেন, রসিক বাবু!"

গম্ভীর হইয়া বলিলাম—যা সত্য, তা অবিশ্বাস করা চলে কি?

শ্যামাপদ বলে—"না গৌহাটী যাওয়া আপনার চলে না—আপনার গবেষণা বরং ছাপুন—এখানকার রয়াল প্রেসে—এইত আমাদের সমরের বাপের প্রেস, বেশী টাকা নেবে না···

"কিসের গবেষণা?"

ধনগোপাল উত্তর দেন···"যা তা নয়—কালিদাসের কাব্যে বীরাঙ্গনা···

মাথায় হাত দিয়া পড়িলাম।

গদাধর বলেন···"না না, এদের ঠাট্টা শোনেন কেন—

প্রবন্ধ হচ্ছে কালিদাসের কাব্যে বীর রসের পরিচয়…"

"আচ্ছা বলুন রসিক বাবু, বীরাঙ্গনা না থাকলে…"

"সে ত বটেই, বীররসের প্রকাশ করতে হলে চাই বীরাঙ্গনা…"

"এইবার আসুন শাস্ত্রী মহাশয়, আপনার লেখা হুঁকা ও নলচে দুইই বদলাতে হবে…"

আমি বলিলাম… "ওসব থাক, পদার্থ-বিদ্যা গেলেন কোথায়…এমন সন্ধ্যায় যদি দার্জ্জিলিং চার সুরভি কক্ষকে সুরভিত না করল…বিশেষতঃ কাজল নয়না তন্বী শ্যামার হাতে…

পদার্থ-বিদ্যা বিপদে পড়েন…"এরা ত কাজল পরে না…"

ধনগোপাল বলিল…"এদের কথা কে বলছে…সেটা হবে ডিফামেশান, কি বলেন রসিক বাবু, লাখটাকার ড্যামেজ সুট রসিকবাবুর পাওয়ারে কুলাবে না। এটা হল কাব্য স্বপ্ন—বিরহী মনের হা হুতাশ…"

গোপেশ ডাকেন ভৃত্যকে।

ব্রীজও সুরু হয়।

খেলার ফাঁকে প্রশ্ন করি…"সান্ত্বনা হোম মতিদার কেউ কি?"

ধনগোপাল বলেন…"সাহিত্যিক মানুষদের কথা ছাড়ুন, তাদের কত পত্র বান্ধবী—"

গদাধর হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকেন।

শ্যামাপ্রসাদ ব্যাখ্যা করে—"Pen-friend…আপনি যে

লেখেন তার রস পাবেন কোথায়—জোটান দু' একটী…এ না হলে কাব্য…যেমন চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী…পরকীয়া না হলে কি প্রীতির বিকাশ…"

গদাধর সিরিয়াস হইয়া জিজ্ঞাসা করেন…"আচ্ছা, এসব সংগ্রহ হয় কেমন ভাবে ?"

ধনগোপাল হাসেন, বলেন…"সেই হদিসই যদি দিতে পারব, তাহলে আমরাইত একটা কেষ্ট বিষ্টু হয়ে যেতাম…সাধনা করুন…লিখুন সম্ভাব্য তরুণীদের চিঠি …"

"কিন্তু যদি তারা সেই প্রণয়লিপি প্রকাশ করেন…"

"তাতে আর বেশী কি, ছাড়বেন কলেজের এই শ্ববৃত্তি… উড়বেন প্রেমের জেপলিনে…করবেন দ্বিগ্বিজয়…

"কিন্তু কাদের লিখব…?"

"আমরা বলি আর accomplice হয়ে সাজা পাই…"

গদাধর চুপ করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় রসের খনি।

দীর্ঘশ্বাসে আপন মনোবেদনা জানান।

ধনগোপাল বলেন ঃ—'এ আপনার শুভ লক্ষণ নয়, রসিক বাবু, মন আপনার শান্ত না—"

শ্যামাপদ পদ যোগ করে—তাইত খোঁজেন সান্ত্বনা…

"তা ঠিক" অনাদি আকর্ষণ—

"যৌবনময়ী তরুণী—নধর নিটোল গঠন, যার চাহনিতে বিদ্যুৎ—যার অঙ্গে বিদ্যুৎ—

গদাধর বলে···অর্থাৎ বিদ্যুল্লতা

আমি অপ্রস্তুত হই—আপত্তি জানাই, বলি,—"রসিকতায় অনুপস্থিত যারা, তারাই লক্ষ্য ভালো···"

গদাধর বলেন···"এ রস হল আদিরস—এখানে সবাই রস পায়, তাইত চিরকাল চিরদিন একই কথা···"

ধনগোপাল বলেন···"কিন্তু আপনার অনুসন্ধিৎসা কেন ?—"

নিরুপায় হইয়া বলি···"অহেতুক···"

পদার্থবিদ্যা এবার বিদ্যা ঝাড়েন···" সমস্ত জুড়ে চলেছে বিশ্বনর্ত্তন···ইথাবের অপরিবর্ত্তনীয় অনিঃশেষ স্পন্দন···

"যাক, যাক, এখানে পদার্থবিদ্যা চলবে না···এখানে চাই কাব্য···শুনবেন একটী আধুনিক কাব্য···এক ছিল তরুণী··· আর এক ছিল তরুণ···তাদের দেখা হল জীবনের পথে···তরুণ লিখল কবিতা···শুনুন···"

ধনগোপালের আবৃত্তি চমৎকার

"Down the long white road, we walked together.

Down between the grey hills and the heather.

Where the tawny crested

Plover cries.

You seemed all brown and soft, just like a linnet.

Your errant hair had shadowed sunbeams in it.

And their shone all April

In your eyes.

With your golden voice of tears and laughter

Softened into song : Does aught come after

Life" you asked "when life is

Laboured through ?

What is God and all for which we're striving Sweetest sceptic. We were born for living,

Life is love and love is

You, dear you."

"চমৎকার নয় কি, রসিক বাবু"

আমি উত্তর দিলাম···"সুন্দর..."

"তার কারণ এর উৎস সত্য···তরুণ গেল মারা গত মহাযুদ্ধে এই তরুণী এই কবিতা বার করেছে একখানি উপন্যাসে··· গদাধর উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠেন..."ইতিহাসে কি প্রয়োজন··· জীবন প্রেমের তরে, প্রেম তোমার জন্য···এমন কথা যারা বলতে পেরেছে, তারা অমর, এই সত্যিকার ভালবাসা আমাদের সাহিত্যে ফুটছে না···"

শ্যামাপদ খোঁচা দেয়—"তার কারণ আপনারা ভাল-

বাসতে শিখছেন না,—"

গদাধর ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চান।

শ্যামাপদ বলেঃ—তার কারণ আপনারা কি বার হয়েছেন···মনে করুন নিশীথজ্যোৎস্নারাতে গঙ্গার তরঙ্গে যখন মাণিক ছিটকে পড়ে···তখন ফুলের কেয়ারি করা কলেজের অলিন্দে···তুজনে হাত ধরাধরি করে···

"তা মন্দ নয়, প্রিন্সিপালকে কথাটা বলে রাখলে মন্দ হয় না···"

"তবেই হয়েছে—নিছক গদ্যভরা আপনার প্রাণ···হতে হবে আরব বেদুইন···"

"কিন্তু শাস্ত্রী-জায়া যদি না আসতে চান···"

"ওটা শিখতে হয়, খালি কাব্য পড়বেন···বিদ্যা তখনি সার্থক, যখনি তার প্রযোগ হয়—আরম্ভ করুন আজি···ধরুন পদপল্লবমুদারম, তারপর বলুন খাবেন বিষ···না হয় নিয়ে যান গোপেশের কাছ থেকে মর্ফিয়া এক ডোজ···

ধনগোপাল বলেন· ·"Nothing is unfair in love and war"

"কিন্তু ধরুন গোপেশ বাবু যদি যান···

"এইজন্যই ত হয় না···এসব হবে অনন্য অনুভূতি ··

গদাধর চুপ করেন · "আমাদের এঁরা বয়স্কা·· গোপেশের বরং আধুনিকী·· "

গোপেশ এইবার পাইয়া বসে···আমাদের সমস্ত গোপন

কথা আপনাকে বলি...সেদিন মহাশয় অন্ধকারে...তুজনে এলাম আমরা গঙ্গায় নৌকা বেয়ে...সে কি সুন্দর...কি উত্তেজনাময়...

"তা হবে আপনি অনেক সিনেমা দেখান..."

গদাধরের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

আমি বলিলাম..."পণ্ডিত মহাশয় তার জন্য দুঃখ করবেন না...মহালয়ার চেয়ে কোজাগরী পূর্ণিমা মন্দ নয়—যান একটা ওপাল কারে...গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড বেয়ে নিঃশব্দ নিশীথ অভিসারে..."

গদাধর এইবার আঘাত করেন—"আমাদের ত আর সান্ত্বনা নেই ?

বলিলাম..."চান না কি ?"

পণ্ডিত চুপ করেন।

ধনগোপাল বলেন..."চাই বই কি, আমাদের প্রেমহীন জীবন একান্ত নীরস...

শ্যামাপদ..."তারপর পরিবেশ একান্ত বিরস।"

ধনগোপাল বলেন...কে চাইবেনা বলুন একখানি সোনালি... কণ্ঠ, হাস্য ও কান্নায় অনুপম...কে চাইবে না বলুন সান্ত্বনার চিঠি ?"

গদাধর প্রশ্ন করেন..."চিঠিটা আমাদের পড়িয়ে শোনান রসিক বাবু...কোথায় পেলেন এমন রসিকা বঁধূ..."

গোপেশ হাসিয়া বলেন..."ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি বহিয়া যায়"

শ্যামাপদ বলে…সুডৌল গ্রীবা‥ নিখুঁত একেবারে—কুঞ্চিত কেশদামে সুরভি গন্ধ…বলুন না ধনগোপাল দা‥ ”

“আহা, আমাদের আর কেন ? আমরা পড়ি খালি বিলাতী বই‥ জানি বিলাতী মেয়েদের ভঙ্গী‥ আমাদের জীবনে আসেনি কোনও হেনা‥ কোনও রেবা·

আমি বলি “আজ কি খেলবেন না ?”

ধনগোপাল হাসিয়া বলে…“না, আপনি আজ ফিরিয়ে এনেছেন আমাদের ব্যর্থ যৌবন…আমরা সবাই আজ ক্ষণিকের স্বপ্ন দেখব ‥

“কিন্তু এ আপনারা ভুল পথে চলেছেন…আমি ত শুধু জানতে চেয়েছি একটী নাম · ”

“ওই যথেষ্ট…দুধারে অমানিশীথের অন্ধকার ঘেরা পাহাড়… আমাদের জীবনও তমিস্রাময়…সেখানে একটুখানিই যথেষ্ট…”

শ্যামাপদ বলে…আমরা অল্পের ব্যাপারী, তুচ্ছকে আমরা অবজ্ঞা করি না…”

হাসিয়া বলিলাম…কিন্তু এই ক্রন্দন আপনাদের গম্ভীর জীবনের পরিচায়ক নয়…আপনারা ভাবীযুগ নায়ক…আপনারা গড়বেন নবযুগ পুরোহিত…আপনাদের কণ্ঠে নব কালের ভাষা…

“ভুল একান্তই ভুল‥ ”

“আচার্য্যের তপস্যা যদি দেখতে চান, শাস্ত্রী মশায় আছেন…বনস্ত বিলাস চান, অথচ একেবারে নিষ্কাম যোগী…”

“আমায় উপহাস কেন ?”

"উপহাস মোটেই নয়, আচার্য্য গদাধরের অঙ্গুলি হেলনে তিনশত ছাত্র জীবন উৎসর্গ করতে পারে…সে কি গভীর সাধনা নয়…

আমি বলিলাম…"যথেষ্ট হয়েছে এইবার ব্রিজ ধরুন… আমি মাত্র একটা চিঠি Redirect করব, তাই প্রশ্ন করছিলাম…"

গদাধর রাগিয়া গেলেন…"আপনি একান্ত পাষণ্ড "

কেন ? ."

"আপনাদের মত বয়সে আমরা…"

আর সব উহ্য রহিল।

ধনগোপাল তাস তুলিয়া লইলেন…"খেলবেন শাস্ত্রী মহাশয়…

"না আমি এখন বাসায় যাব "

"কেন জয়দেবের অভিনয় করবেন ?"

"মন্দ কি…"বলিয়া শাস্ত্রী উঠিলেন।

শ্যামাপদ বলিল‥ আজ সিনেমায় ভাল একটা ছবি আছে…

শাস্ত্রী মহাশয়ের উত্তর শোনা গেল না।

তাস দেওয়া হইয়াছিল…কাজেই খেলা সুরু হইল।

(৪)

বাড়ীর সমুখেই থাকেন রায় সাহেব।

পূরা নামটি মনে নাই, কিন্তু রায় সাহেব বলিলে লোকে বোঝে।

রায় সাহেব কর্ম্মব্রতী। বাণীপীঠ তাহারই সাধনা··· বেদী···শুধু বাণীপীঠ কেন লোকহিতকর এমন কর্ম্ম নাই, যেখানে রায় সাহেব নাই।

তাহার উপর অসামান্য সৌজন্য।

"সরকারকে মাল

দরিযামে ঢাল।"

একথা অবশ্য প্রথম জীবনের কথা। বৃহৎ বাড়ী, বাগান, সুবৃহৎ ব্যাঙ্কব্যালানস্ এ সব সুকৌশলী P. W. D. Engineer রায় সাহেবের দূরদর্শিতার পরিচয়।

কিন্তু সেই পুরাতন ইতিহাসে কাহারও কোন প্রয়োজন নাই।

রায় সাহেব দেখা হইতে উল্লাসে সংবর্দ্ধনা করিলেন।

দেওয়ালে নানা যুগের নানা ছবি।

রায় সাহেব শিল্প রসিক।

বলিলেন—"বেশ পাশেই রয়েছেন। অথচ একদিন আসেন না···" বুঝিলাম আমার আগমনে রায় সাহেব খুসী হইয়াছেন।

ধীরে ধীরে বলিলাম···"নানান কাজে ব্যস্ত, তারপর ভাবি আপনি কাজের লোক···"

"কাজের লোক !!" রায় সাহেব উচ্চ হাস্য করিলেন··· যা বলেছেন, মরবার সময় নেই, কিন্তু তাই বলে কি সামাজিক আদর আপ্যায়ন···

"ওরে হরিয়া, যা বাবুর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আয়···"

আপত্তি করিলাম···"না, না, চা খেয়ে বেরিয়েছি···"

"তাতে হয়েছে কি ? আপনাদের এখন প্রথম যৌবন··· এখন···

অসমাপ্ত কথা অসমাপ্ত রহে। হরিয়া প্লেট আনিয়া দেয়। নিরুপায় হইয়া গলাধঃকরণ করি।

"বেশ, আপনাদের আদি নিবাস ?" উত্তর দেই···ঢাকা···

"ঢাকার জিলা··"

রায় সাহেব বেশ কৌতুক করিতে পারেন।

"ঢাকার একটা মেয়ে এসেছিল বাণী পীঠে চাকুরীর জন্য···

হাঁ বিক্রমপুরেরই···মেয়েটি খুব সেয়ানা একেবারে Post-war freedom···এসেই বিপ্লব বাধাল···

"কি নাম তার ?"

রায় সাহেব মাথা চুলকাইলেন···"হাঁ মনে পড়ছে, সান্ত্বনা সোম···হাইকোর্টের এডভোকেট গণেশ সোমের নাম শুনেছেন বোধ হয়—তারই দূর সম্পর্কের ভাইঝি···"

"কি করেছিল সে ?"

"সে এক ইতিহাস ··শুনবেন·· আচ্ছা বেশ···শুনুন··"

"না আপনার হয়ত কাজের ক্ষতি হবে···"

"ওঃ আপনারা একেবারে সাহেব হয়ে চলেছেন···ক্ষতি, ক্ষতি একটু করতে হয় বৈ কি,·· সমাজে মানুষ কি কেবল নিক্তি মেপে চলতে পারে ···

"তা নয়, তবে আজকাল সকলেরই অবসর কম..."

"ঐখানেই গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে..."

"কেন অবসর থাকবে না বলুন ? জীবন বড়, না অবসর বড ?"

"জীবনই বড"

"তবে—?"

রায় সাহেবের তবের অর্থ গভীর। অবশ্য কথাটি সত্য, বর্ত্তমান জীবনের চাঞ্চল্য মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সুন্দর, শুভ্র, স্বাস্থ্যকর জীবনই বড় কথা—কর্ম্ম, সম্মান, খ্যাতি বড নয় বড় জীবনের পরিপূর্ণতা...উপভোগের প্রাচুর্য্য—অবসরের মাধুর্য্য।

রায় সাহেবের অগাধ টাকা—মাথায় টাক পড়িয়াছে। ভুঁড়িটি বাড়িয়াছে—চাঁচা ছোলা মুখে মেয়েলি কমনীয়তা... হাতে লাঠিটি কেবল পৌরুষের চিহ্ন। আলাপে গাম্ভীর্য্য আছে—তবে তাহা নীরস কাংস্যধ্বনি নহে। তাহার মধ্যে সুবেলা সৌন্দর্য্য আছে।

আমায় নীরব দেখিয়া বলিলেন:—"সান্ত্বনা ছিল সোসালিষ্ট

"সোসালিষ্ট !"

"হাঁ বার্নার্ডশর Intelligent Women's guide to Socialism—ছিল তার বেদ ..বিয়ে হয়নি...আমার মনে হয় এই বিকৃতি অবিবাহের ফল—আপনি কোথায় বিবাহ করেছেন মিষ্টার ?"

বলিলাম···"বিবাহ হয়নি।"

"কেন ?"

"বোহেমিয়ান ভাব ত ? ও সব ভাল নয়···

বিবাহ একটা Biological necessity..ছেলে মেয়েরা যখন বিয়ে করে না, তখন তারা হয় ছিটগ্রস্ত···"

আতঙ্কিত হইলাম···বলিলাম..."সর্ব্বত্র কি ?"

রায় সাহেব মাথা দোলাইয়া উত্তর দিলেন···"সর্ব্বত্রই···"

"কিন্তু ধরুন···সার পি সি রায়···"

"হয়েছে, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই···সার পি সি রায় হতেন জগদ্বরেণ্য, যদি তিনি বিবাহ করতেন··তা হলে ওর প্রতিভা পেত পরিপূর্ণতার স্পর্শ···"

একথার উত্তর নাই। মৌনতাই শোভন মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রায় সাহেব বলিলেন···"এসব প্রচারের প্রয়োজন··· আমাদের দেশে ঋষিরা তপোবনে থাকতেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে নয়, গৃহী হয়ে। ভারতবর্ষ যেদিন সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রশ্রয় দিল, সেই দিন সে অধঃপাতে গেল··শীঘ্রই বিয়ে করে ফেলুন··· এখানে বৈদ্যবাটীর রাজা ঋষভনারায়ণের একটী সুন্দরী কন্যা আছে···"

অকৃতদারের বিপদ অনেক, কাজেই কথান্তর আনিবার জন্য বলিলাম···সান্ত্বনার কথা বলতে চেয়েছিলেন···"

"বেশ, সেইটেই শুনুন, সান্ত্বনা সোম বি, এ, বি টি···

দরখাস্তের লেখাটি কি চমৎকার, যেন মুক্তাপংক্তি— আজকাল আপনারা হাতের লেখা মক্স করেন না, যেমন তেমন লেখা হলে পাশ করা যায়। কিন্তু সান্ত্বনার সুন্দর হস্তলিপি যদি দেখতেন, তবে নিশ্চয়ই সুখী হতেন…তার দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রশংসাপত্র ছিল না, কিন্তু তবু তার চমৎকার হস্তাক্ষরের জন্য তাকে প্রথম স্থান দিয়ে ডেকে পাঠাই… হ্যাঁ যেমন লেখা তেমনই মৌলিক দরখাস্ত ··"

"সিলেক্‌সান কমিটিতে ছিলেন জুলস্ ব্রিটেন সভাপতি ·· মেযেটি তার ইংরাজী বলা কওয়ায় তাকে হতভম্ব করে… তাবপর সে ছিল অসামান্যা সুন্দবী"

রায বাহাদুর আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চকিত হাস্যে বলিলেন—"হাসছেন? আমি গল্প বলছিনে… আমাদের কমিটি রুমে সে এসেছিল উল্কার মত দীপ্তিতে… তার মুখে অসামান্য জ্যোতি—চলনে বিদ্যুৎস্পর্শ আর কথায় তড়িৎ-দ্যুতি। উল্কা যেমন সমস্ত আকাশকে নিষ্প্রভ করে—-সে তাব মহিমায তেমনই আমাদের অভিভূত করল—কমিশনার জুলস ব্রিটেন প্রশ্ন করেছিলেন—"তুমি কি বিয়ে করেছ?—"

সান্ত্বনা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল—'মনের মত পাত্র কোথায়? ভেড়ার দলকে আমি বরণ করতে পারি না—' দুঁদে কমিশনার জুলস সাহেব—কিন্তু তিনিও চুপ করে

গেলেন—আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না— কিন্তু কমিশনার বললেন—"সে একটা রত্ন—"

'যা বলছেন, তাতে সে অবশ্য এক রত্ন—'

রায় বাহাদুর শারদ মধ্যাহ্নের দীপ্ত আলোর মত প্রোজ্জ্বল হইয়া বলিলেন,—"একথা শতবার বলতে হবে—সান্ত্বনা সোম রত্ন ছিল— পাঠনাকে সে আর্ট হিসাবে জানত— তাই সমস্ত ছাত্রীরা সান্ত্বনা দিদিমণির গুণগানে মুখর—শিক্ষা দেওয়াটা আলাদা জিনিষ—বিদ্বান্ হলেই সে ভাল শিক্ষক—এ হাজার ক্ষেত্রে প্রমাণ হয় উল্টা, সান্ত্বনা জানত অধ্যাপনা—"

'তাহলে গোল বাধল কিসে?',

"তার সোসালিজম— এখানে সে একটা সাম্যসংঘ গড়ে তুলল— ঐ যে তোমাদের মুখার্জ্জী অধ্যাপক— সে হল তার সভাপতি—মুখার্জ্জী মৃতদার আর সান্ত্বনা অকৃতদার—কাজেই তাদের নিয়ে নানা কথা উঠল—অবশ্য আমি একথা আদৌ বিশ্বাস করিনি—কারণ সান্ত্বনা ছিল অগ্নি—সে সহজে পোড়ে না। কিন্তু লোকের কথা ক্ষুরধার—কাজেই তাকে ডেকে পাঠাতে হল—"

"সে আসল জ্বলন্ত উল্কার মত— বললাম— আপনার আচরণ সংযত করুন—"

সে কড়া জবাব দিল— "আপনি মাইনে দেওয়ার মালিক হতে পারেন, কিন্তু আমার আলাপ আচরণের নন—"

"সমাজে বাস করতে হলে—সাবধানতাই শ্রেয়"

সে কড়া জবাব দিল—"বুর্জ্জোয়া সমাজ চলছে বুর্জ্জোয়া মতে, এদের ভাঙ্গতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ —"

"বললাম, ভাঙ্গুন ক্ষতি নেই – কিন্তু লোকে যাতে—"

সে ক্ষেপিয়া উঠিল— 'লোকের কণ্ঠ বিষময়, কিন্তু আপনি কি এ সব Scandal বিশ্বাস করেন ?'

তাহার চোখ দুটি জ্বলিতে লাগিল।

বলিলাম—"বিশ্বাস করিনে তবু—"

"এই তবুর জন্য আমাদের সংগ্রাম— আমি কাজে ইস্তফা দিলাম—।"

তারপর দৃপ্তা সিংহিনীর মত সে বাহির হ'য়ে গেল। আমি নির্ব্বাক হয়ে বসে রইলাম..."

"তার আর সন্ধান পান নি ?"

রায় বাহাদুর নির্ব্বাক হইয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সুপ্তোত্থিতের মত চঞ্চল হইয়া বলিলেন—'না সন্ধান করি নি—কিন্তু সে সন্ধান করবার মত মেয়ে, আপনি ত বিয়ে করেন নি...দেখুন না...সেকালের রাজপুত্রেরা যেমন বার হতেন মানসীর সন্ধানে...তেপান্তরের মাঠের শেষে..."

রায়সাহেব কবি—রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় পড়েন, কিন্তু রূপকথার রাজপুত্র সাজিবার বাসনা ছিল না..ধীরে ধীরে বলিলাম—' কিন্তু এ সব বাঘিনীদের পোষমানানো সহজ নয় ত !"

রায়সাহেব হো হো করিয়া হাসিলেন, বলিলেন—"এই পৌরুষ নিয়ে আপনারা ভারতের স্বাধীনতা চান, জুলস্ ত বলছিলেন—ধরুন রায়সাহেব! আমরা না হয় স্বাধীনতা দিলাম—কিন্তু রক্ষা করবে কে?"

জটিল রাজনৈতিক তর্ক—রায়সাহেবকে হয়ত ঠকাইতে পারিতাম, কিন্তু পরমেশ দাদার কথা মনে পড়িল—"পলিটিকস ব্যসন ও নিয়ে রসিয়ে লাভ নেই"

পরমেশ দাদা কৌশলী—পাঁচবৎসর জজিয়তী করিয়া অবসর নিয়া আজ রাববাগানের মাঝে মাঝে গল্প ওঠে...তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, কাজেই দাদার কথা মানিয়া চলি।

রায়সাহেবকে প্রশ্ন করিলাম..."কিন্তু সান্ত্বনা হোম বলে কাউকে চেনেন কি?"

রায়সাহেব চুপ করিয়া স্মৃতি আলোড়ন করিয়া বলিলেন—"চুঁচুড়াতে কোনও হোম উপাধি বলে কেউ নেই—সরকারি চাকুরিয়া কেউ এসেছেন, তাও জানিনে—কি প্রয়োজন বলুন, খোঁজ করব না হয়?"

বলিলাম—"তার প্রয়োজন নেই, সান্ত্বনা হোমের নামে একখানি চিঠি পেয়েছি"—

"তাহলে মতিবাবুকে লিখুন, ভদ্রলোকের কত কি নিয়ে কারবার, বুঝেই পাইনি—"

"তাই লিখব ভাবছি—"

"খুলে দেখতেও পারেন—"

'মেয়েদের চিঠি, ধরুন যদি কোনও গোপন কথা থাকে—

'তা বটে, আজকাল চিঠিতে প্রেম চলে, আমাদের সময় এসব বালাই ছিল না, ভালই ছিলাম—কল্যাণীয়া সেবিকাদের আমরা যে চিঠি দিতাম, তাতে দখিণ পবন জ্যোৎস্না কিছুই থাকত না—থাকত বুঁচির অসুখ কেমন—পুঁটি কবে শ্বশুরবাড়ী যাবে—এবার কাসুন্দী করেছ কি না—আর এখন—"

রায়সাহেব চমৎকার অভিনয় করিতে পারেন। সেকালের আর একালের ব্যবধান, তার ভঙ্গিমায় প্রস্ফুট ও সুব্যক্ত হইয়া উঠিল।

বলিলাম—"এখন তাহলে আসি—"

"আসবেন—আরে বসুন—বসুন, হ্যা বৈদ্যবাটীর কথা যে বলছিলাম—রাজা ঋষভনারায়ণের মেয়ে, জয়জয়ন্তী—হাসছেন—ওরা বনেদি লোক, ওদের বাড়ীতে ক্লাসিকাল সঙ্গীতের খুব আদর—তাই রাগ রাগিণীর নামে—ওদের নামকরণ—বলেন ত এক শনিবারে গিয়ে—

"আমরা বঙ্গজ—এদেশে আমাদের বিয়ে হবে না—"

"কেন? আপনারা শিক্ষিত হয়েও যদি এই সব বাঁধন মানেন, তাহলে ভারত উদ্ধারের প্রশ্ন বিফল—"

"আমার নিজের কোনও প্রেজুডিস নেই তবে মা আছেন—"

"না, না, এ সব পাগলামি ঠিক নয়, মা বোনদের দোহাই দিয়ে কতকাল এই সব সঙ্কীর্ণতা পুষবেন—জয়জয়ন্তীর ছবি বোধ হয় আমাদের বাসায় আছে—বলেন ত গিন্নীকে বলি খুঁজে বার করুন।"

রায়সাহেব নাছোড়বান্দা—

বলিলাম—"এখন বিয়ে হবে না—"

"বুঝেছি কোনও রোমান্স—সান্ত্বনা হোমই তার নায়িকা, বেশ বেশ মজা করবেন—আমাদের সময় এ সব বালাই ছিল না—এ সমস্ত স্বেদ পুলক কম্প…আমাদের ভুগতে হয় নি—আমরা যাকে পেয়েছি ঘরে, তাকেই পাওয়ার সাধনা করেছি—পেয়েছি কিনা বলা মুস্কিল · কিন্তু চলে গেছে একরকমে,—"

রায়সাহেবর এ যেন স্বগতোক্তি।

আমারও মনে কবিতা যেন জাগে…

"নারীকে যারা সহজে পায়, তারা তাব মর্য্যাদা দেয় না, পাওয়ার জন্য চাই সাধনা—আমাদের সমাজে প্রেম নাই, তাই আমাদের নভেলগুলি পানসে, কিন্তু ওদের নভেলগুলি কেমন সজীব, কেমন জীবন্ত—।"

এই ভাবোচ্ছ্বাস থামিয়া গেল মোটরের শব্দে—

চাহিয়া দেখি দরজায় কার থামিল—আব কার হইতে নামিলেন বর্ষিয়সী নারী—

নাম না জানিয়াও মনে হইল সুরঙ্গমা সেন।

"বসুন, আমাদের হেডমিষ্ট্রেসের সঙ্গে আপনার আলাপ করে দেব—ইনি সুরঙ্গমা সেন কবিভারতী—

আমি বলিলাম—"আমি না হয় যাই—"

"না না যাবেন কেন, মিস সেন খুব আলাপী—"

মিস সেন, ভাবনায় পড়িলাম। জীবনে যাহারা বস পায় নাই—সেই সব শুষ্ক মহিলারা যে আলাপী হইতে পারেন না—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস—কিন্তু হিলতোলা জুতার খট খট শব্দ ক্রমশঃ নিকটতর হইল, পলায়নের পথ রহিল না।

উঠিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিলাম।

প্রতিনমস্কার বর্ষিত হইল, স্নিগ্ধ দৃষ্টি—যাক্ রায়বাঘিনীর মত চেহারা হলেও তাহাতে কমনীয়তা আছে।

সুরঙ্গমা সেন।

নামটি কোথায় যেন শুনিয়াছি, বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের নাটকে। কিন্তু এই নাটকীয় নাম আর যাহারই মানায় বাণীপীঠের হেডমিষ্ট্রেস মিস সেনকে মানায় না—এ কথা বোধ হয় সকলেই বলিবে।

মহাকালীর তত্ত্বব্যাখ্যা নানা পড়িয়াছি।

এখানে সে তত্ত্ব যেন খানিক সুস্পষ্ট হইল। কালো রঙের এমন জৌলস আর দেখি নাই। শুষ্ক কাষ্ঠ বলিলে মনে যে ভাব হয়, সুরঙ্গমাকে দেখিলে তেমনই মনে হয়—রসহীন ব্যর্থতার এ যেন চরম উদাহরণ।

অবশ্য স্বভাব যে রূপ দেয়নি,, মিস সেন সজ্জা ও প্রসাধনে তাহাকে পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু যে ফুল ফোটে না—সে ফুল ফোটে না—এই শাশ্বত কথাই তাহার চেহারায় প্রতিপন্ন।

রায়সাহেব বলিলেন—"ইনি মিঃ হুড এম এ, পি আর এস—পি এইচ ডির থিসিসও লিখছেন—আমাদের এখানে মুন্সেফ। আর ইনি মিস সুরঙ্গমা সেন এম এ, কবিভারতী-বাণীপীঠের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।"

পুনরায় নমস্কারের পালা চলিল।

"আপনি বুঝি মতিবাবুর জায়গায এসেছেন?"

"হাঁ—মতিদার সঙ্গে বুঝি আপনার পরিচয় ছিল—"

"পরিচয়, না, তিনি ত মোটেই মিশুক নন—তবে তার কবিতা পড়েছি—কিছু—কিছু—"

কথা চালাইবার জন্য বলিলাম—"দাদার কবিতা কেমন লাগে আপনার?"

"চলনসই—তবে মডার্ণ নয়, তার মনের মধ্যে বাস করছে স্রেফ সনাতন—

প্রশ্ন করিলাম—"কেন?"

"ধরুন তার প্রিয়া কাব্য—উৎসর্গের লাইনগুলি না হয় শুনুন—

লজ্জা কি তায় অয়ি লজ্জাশীলে,
এই ত খেলা যুগে যুগান্তরে,
ভালবাসা তুমি আমায় দিলে,
তৃপ্তি দিলে কাঙাল হিয়া ভরে,
নিখিল নারীর প্রাণের কথা সে যে,
নিখিল নরের নিত্য দিনের চাওয়া,
আমার বুকে উঠল তারা বেজে,
তাই ত তাদের নিখিল পানে ধাওয়া।"

এর সার্থকতা কি বলুন ত ? নিখিল নারী ত আর প্রিয়া নয়—তার মধ্যে রয়েছে কুমারী, ত্যাগব্রতা—যারা বৃহৎকে আদর্শ করেছেন—"

শুষ্ক বোতলে যে এতখানি রস তাহা কে জানিত ? বুঝিলাম অবদমিত যৌবন আপন খেলা খেলিতেছে।

"তা ঠিক, কবিরা অন্ধ, তাই আপন প্রেমকে তারা নিখিলের করতে চান !"

রায়সাহেব প্রশ্ন কারলেন—"কি জন্য দেখা করতে চেয়েছিলেন—"

"সেই Extension lecture scheme সম্বন্ধে—আপনি বলেছিলেন, সপ্তাহে সপ্তাহে শিক্ষাব্রতীদের ডেকে মেয়েদের বক্তৃতা শোনাবেন—

"ওঃ প্রিন্সিপ্যালকে ধরেছি—তার শীঘ্র সময় হবেনা—

মিসেস ব্রিটেন গার্লসগাইড সম্বন্ধে এক সপ্তাহে বলবেন বলেছেন—হাঁ ভাল কথা মিঃ হড়, আপনি বলুন-না একদিন—”

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিলেন—‘আপনার গবেষণার বিষয় কি ?’’

‘Education as a factor in social life..’

‘‘সামাজিক জীবনে, শিক্ষার স্থান—বিষয়টি চমৎকার—আপনি গোটা দুই বক্তৃতা দিন তাহলে—”

আমি বলিলাম—“আমি একান্ত লাজুক—তারপর মেয়েদের সভায়—”

সুরঙ্গমা হাসিলেন—‘‘না না. এটা আপনার Inferiority complex . আপনি ত বেশ স্মার্ট—আপনি বেশ বলতে পারবেন—’’

রায়সাহেব বলিলেন—“আপত্তি কি ? শিক্ষিত আপনারা, আপনাদের জ্ঞানের ফল যদি আমরা না পাই—”

কালির বোতল ইহাতে সায় দিলেন।

কাজেই নিরুপায় হইয়া সম্মতি দিতে হইল।

সুরঙ্গমা বলিলেন—“আপনি বাণীপীঠ দেখেন নি···”

বলিলাম—“না, আমিত এখানে নূতন...”

“তা ঠিক, রায়সাহেব আজ বিকালেও গাড়ীটা যদি দেন তাহলে মিঃ হড়কে একবার স্কুলটা দেখিয়ে দেই—”

রায়সাহেব পশু নন, নারীর অনুরোধে তিনি গাড়ী দিলেন। সকালে দিয়াছিলেন, বিকালেও দিলেন।

সুরঙ্গমা মায়াবী। জয় করিতে সে জানে—তাহার পৌরুষের ধন্যবাদ।

নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।

সুরঙ্গমা বলিলেন,—"আজ ত ছুটি, ঠিক চারটের সময় আসবো, আমার ওখানেই চা খাবেন।"

ইহাই কি বশীকরণ? কে জানে?

চারিটা বাজিলে গাড়ী আসিল—আমি সজ্জিত হইয়াছিলাম। মতিদার বাগানের গোলাপ তুলিয়া কোটের উপর লাগাইলাম। এসেন্সে রুমাল সুরভি করিলাম। চেরী কাঠের লাঠিটি লইয়া বাহির হইলাম।

সুরঙ্গমা মোটর চালাইতে জানেন, আমায় পাশে বসিতে বলিলেন।

আমি সে অনুবোধ পালন না করিয়া পিছনে গিয়া বসিলাম।

গাড়ী চলিল··

সবুজ ক্ষেত্র চক্রাকার হইয়া ওঠে··

ইহাই গতি—

ইহাই প্রগতি—ইহাই আরোহণ ও অবরোহণ।

নিঃসঙ্গ নারীজীবনের শুষ্কতা সরল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চায়

তাই দেখিলাম সুন্দর পরিস্থিতি···

ড্রয়িংরুমে দোদুল্যমান চাইনীজ ও জাপানী ছবি···

ভাবের ও রসের জীবন্ত পরিচয়।

দেওয়াল জুড়িয়া নানা রঙের নানা ছবি...

সর্ব্বোপরি একটী সুন্দরবনের 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার'—কোমলতা এমন করিয়া হয়ত শক্তির শ্রদ্ধা করে।

আমি বলিলাম—"চলুন স্কুলটা দেখে আসি।"

"সে দেখবেন বক্তৃতার দিন, আজ আসুন নিরিবিলি একটু চা খাওয়া যাক, আপনার মত মহাপুরুষদের দর্শন ত কালে ভদ্রে মেলে "

এ কি কৌতুক না উপহাস?...কালির বোতলে কি এতখানি সঞ্চিত রস, কে জানে?

চুপ করিয়া বসিয়া পড়ি।

চা আসে—গরম গরম ভাজা লুচি, মাংস, মিষ্টান্ন, সুরঙ্গমা সেন হঠাৎ এত আত্মীয়তা করেন কেন বুঝি না।

সুরঙ্গমা প্রশংসা করেন—'আপনি সান্ত্বনার খোঁজ করছিলেন...

"ঠিক খোঁজ নয়, এমনই সন্ধান নিচ্ছিলাম"

"একই কথা, সান্ত্বনার ঠিকানা আমি জানি না, জানলে আপনাকে দিতাম—এমন একটি মেয়ে সংসারে দুর্লভ, অথচ তার ইতিহাস যেমনই করুণ তেমনই দুঃখজনক—

আমি আগ্রহ দেখাই না। নারীকে আমি ভয় করি, তাহার জীবনের করুণাময় ট্রাজেডি শুনিয়া লাভ নাই—

না আছে পৌরুষ যে দুঃখ দূর করিব—না আছে কাব্যশক্তি যে তাহার জন্য শোক করিব—।

সুরঙ্গমা যেন গল্পিক—তিনি গল্প সুরু করিলেন, কাজেই সৌজন্যের খাতিরে শুনিতে হয়—

"ওর আসল নাম সান্ত্বনা নয়, সে সোমও নয়,—"

"কিন্তু কি বলছেন তার বি, এ, বি, টির সার্টিফিকেট কি জাল—?

"ওর যে নাম তা জানার প্রয়োজন নেই, তবে ওর সার্টিফিকেট এক হিসাবে জাল নয়, কারণ সে সত্যিই বি এ বি, টি—

"কিন্তু নাম ভাঁড়াবার কি প্রয়োজন ছিল?"

"প্রয়োজনমনুদ্দেশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে—"

সুরঙ্গমা সেন সংস্কৃতও জানেন—চুপ করিয়া রহিলাম।

"কই কিছুই খান না যে, খান সবই ঘরের তৈরি—মেয়েদের বিরাট দুঃখটা আপনারা দেখেন শুধু কাব্যে, কিন্তু সত্য কল্পনার চেয়ে কঠিন, এই ধরুন সান্ত্বনা—বংশ, আভিজাত্য, রূপ, শালীনতা, কিছুই তার অভাব ছিল না—অথচ জানি না সে সংসারের আবর্ত্তে শুধু ভেসেই চলছে কি না—"

আমি সন্দেশ মুখে তুলিয়াছিলাম, সেটা নিঃশেষ করিয়া বলিলাম,—"যদি আপনার দুঃখ হয়—"

"দুঃখ, বেদনা, শোক সবই হয়—"

"তাছাড়া একজন ভদ্র মহিলার জীবনের গোপন ইতিহাস···"

"কিন্তু আপনি শুধু শুনবেন গল্প, আপনি জানবেন না সত্য···"

"বলুন।" না—বলিবাব পন্থা কোথায়?

"সান্ত্বনা জন্মেছিল বনেদি ঘরে ওব বাপের মনে ছিল অসহ দাম্ভিকতা···পৃথিবীতে তারাই শ্রেষ্ঠ বংশ, আর সব মানুষ পদলেহন কববে—এই ছিল তাব মনোভাব···সান্ত্বনা শিক্ষায় ও দীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোক, এই ছিল তার বাপেব একমাত্র কামনা—তাই ছোট বয়স থেকেই সংস্কৃতিব আবহাওয়ায় সে পুষ্ট হয়েছিল

কিন্তু সান্তনার পিতা একমাত্র তনয়াকে সমস্ত সুযোগ দিয়াছিলেন···

কেবল তাকে বন্দী রেখেছিলেন--কিন্তু বন্দিনী আধুনিকা বন্ধনের আড়ালেও নবজীবনের সন্ধান পেযেছিল· আব পিতাকে লুকিয়ে তার বান্ধবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছিল. সে বন্ধুর নাম বলবার প্রয়োজন নেই, জীবনে আজ তিনি পদস্থ···"

"এই অন্তরঙ্গতাকে কি আপনি সমর্থন করেন?"

সুরঙ্গমা তাহার আয়ত নয়নছুটি তুলিয়া আমার দিকে বিক্ষুব্ধ চিত্তে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"যা সনাতন তাই কি সত্য রসিকবাবু, নর ও নারী বন্ধু হয়ে

সমাজে যে আনন্দ ও রস ছড়াতে পারেন তার মূল্য যথেষ্ট—অবশ্য এর ফল কোথাও কোথাও হয়ত খারাপ হবে—কিন্তু সেই ক্ষতির চেয়ে লাভের মূল্য অনেক...”

বলিলাম—‘এই কোথাও কোথাও নিয়েই গণ্ডগোল...’

সুরঙ্গমা বলিলেন, আমার সেই শ্লোকটা মনে পড়ছে

ন কালিন্দীনীরং নচ নবঘনং নাপি নলিনং
বয়স্যাং শ্যামাভাং পিকমধুকরৌ গঞ্জনভিয়া।
দৃশোরগ্রেহকুর্ব্বন্ তদপি সখি মর্ম্মান্যবিরতং
ননন্দুদৃর্গ্ভঙ্গী শিব শিব ভুজঙ্গী দহতি মাম্।

রাধা তার সখীকে বলছেন, সখি! আমি ননদিনার গঞ্জনাভয়ে কালিন্দীর কালোজল দেখি না। শ্যামল মেঘের পানে তাকাই না, নীল পদ্মের দিকেও দৃষ্টিপাত করি না, শ্যামাঙ্গিনী সখিদেরও দেখি না, কোকিল বা মধুকরের দিকেও তাকাই না। সখি! তথাপি ননদিনার নেত্রভঙ্গী ভুজঙ্গীর মত আমার মর্ম্মদাহন করছে ··

বলিলাম—আপনার এই দীর্ঘ ভাষণের তাৎপর্য্য কি?

সুরঙ্গমা ক্রোধান্বিত নয়নে মনে মনে গর্জ্জিয়া বলিলেন, সনাতন সমাজ আড়াল ও মানা অনেক মানছে, তবু কি তার মাঝে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার সহস্র ইতিহাস নেই?

“সহস্র না থাক, কিছু আছে এটা অস্বীকার করি না।”

“আপনি সব জানেন না রসিকবাবু, আমাদের চোখের

আড়ালে যা ঘটে ঘটুক, বাইরে ধোপদস্ত থাকলেই হল এই হচ্ছে আমাদের মৃতসমাজের রূপ"

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—'আপনার গল্প কিন্তু মাঠে মারা গেল'

সুরঙ্গমা হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ আপনি যা বকান...এই অন্তরঙ্গতার ফলে সান্ত্বনা গর্ভবতী হল···তার প্রণয়ী ছিল ভিন্‌জাতের, সে সাহসী যুবক। সে এসে সান্ত্বনার পাণি-প্রার্থনা করল। সান্তনার পিতা তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিলেন···সান্তনার প্রণয়ী সান্তনাকে পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে বলল···কিন্তু খাঁচার পাখী সহসা মন স্থির করতে পারল না···অবশেষে সব ব্যবস্থা ঠিক করে সে যখন আসছিল তখন মোটর চাপা পড়ে অজ্ঞান হয়ে সে হাঁসপাতালে গেল সেখানে সে ছয়মাসের উপর অসুস্থ ছিল। এদিকে সান্তনার দুরবস্থার কথা তার বাড়ীতে জানা জানি হল তখন তার দুর্বৃত্ত পিতা তাকে একবস্ত্রে বাড়ী থেকে বার করে দিল। আপনি হলেও বোধ হয় তাই করতেন ?"

"কি করতাম, বলতে পারি না, কিন্তু ওর বাপের পক্ষেও সমাজের মধ্যে থেকে অন্য উপায় কি ছিল ?"

"পূর্ণগর্ভা সান্ত্বনা···চিরদিন আদরে পালিতা কন্যা···তাই তাড়িতা হল এক রাত্রে···ঘনান্ধকার নিশীথের কালিমা এই দানবিকতা দেখে বোধ হয় আরও কালো হয়ে উঠল···"

সারাদিন পথে পথে ঘুরে ভোররাত্রে সে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের দ্বারে ভুল করে ঘুমিয়ে পড়ল···পরদিন আপন চুড়ি বিক্রি করে সেখানে সে ভর্ত্তি হল···এখানে তার একটী পুত্রসন্তান হয়···ডাঃ রায় খুব দয়ালু লোক—তিনি ব্যাপারটী অনুমান করে সান্ত্বনার খুব যত্ন নেন···ছেলেটি বাঁচে নি, আশঙ্কা ও ত্রাসে সান্ত্বনা বহুদিন ভুগছিল, তাই জন্মমাত্রই সে জননীকে মুক্তি দিল···ডাঃ রায় সুস্থ হওয়ার পরে তাকে কয়মাস আশ্রয় দেন···এখান থেকেই সে আপন প্রিয়সখীর নাম নিয়ে এই স্কুলে কাজে আসে···”

বলিলাম—“তাঁর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলে কি তার কাণ্ডজ্ঞান হওয়া উচিত ছিল না? কিন্তু সান্ত্বনা এখানে এসেও যা করলেন···”

“আপনি ভুল শুনেছেন···সান্ত্বনা কোনই অপরাধ করেন নি···?”

“কেন অধ্যাপক মুখার্জ্জির সঙ্গে এই ধরণের অবাধ মেলামেশা···”

“কিন্তু সেটা একেবারে অমূলক দুজনের মধ্যে কাজের পরিচয় ছাড়া বন্ধুত্ব পর্য্যন্ত ছিল না···”

আমি বলিলাম—“কিন্তু লোকে কি মিথ্যা কাণাঘুষা করেছে···”

“একেবারে মিথ্যা এখানকার স্কুলের মেম্বার জগৎপতি বসুর ছেলে বারের উকিল···তিনি সান্ত্বনাকে আয়ত্ত করতে

চেয়েছিলেন…কিন্তু সান্ত্বনা আমল দেন নি—তাই ষড়যন্ত্রের ফলে…”

“একথা কেন আপনারা রায়সাহেবকে বলেন নি ?”

“বলিনি সত্য, কিন্তু বললেও ফল ভিন্নরূপ হত তা মনে করি না, কারণ, জগৎপতিবাবুর কথা রায়সাহেব ফেলতে পারতেন না।”

বলিলাম—“রায়সাহেবের মুখে ত অনুরূপ শুনেছি”

“তা শুনেছেন, ব্যাপারটি আকস্মিক, কারণ সান্ত্বনা ছিল বহ্নিরূপা…সে অন্যায় সহ্য করতে পারে নি…আমাদের সাথে পরামর্শ না করেই সে পদত্যাগ করে চলে আসে…”

আমি চুপ করিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগিলাম

আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার।

প্রদোষেই সেদিন চন্দ্রালোক ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সুরঙ্গমা উঠিয়া বলিল—“চলুন, আপনাকে রেখে আসি—”

গঙ্গার তীর।

চাঁদের আলোকে তরঙ্গে মাণিক ঠিকরিয়া পড়ে।

সুরঙ্গমা বলিল…“একটু হাওয়া খেয়ে আপনাকে রেখে আসব…”

এবার সুরঙ্গমার অনুরোধে সুরঙ্গমার পাশে বসিয়াছি।

গতি—প্রচণ্ড গতি।

মোটর খুব চলিয়াছে…

জনবিরল তরুছায়াশ্যাম পথে পড়িয়া গতি শ্লথ হইল···

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল···"আপনি কি সান্ত্বনাকে বিয়ে করতে পারেন ?"

রহস্যময়ী, কৌতুকময়ী সুরঙ্গমা।

মনে জাগে সমস্যা।

শতাব্দীর সংস্কার মনে আঘাত দেয়।

অনাঘ্রাত কুসুমই দেবপূজায় লাগে।

দেহ ও মনেব শুচিতা প্রয়োজন।

আমাদের মন শুচি নয়।

কায়িক ব্যভিচার না করিয়া থাকি, মানস ব্যভিচার করি নাই···একথা হলপ করিয়া বলিতে পারি না।

কিন্তু তথাপি দেহের শুচিতা···

না পারি না, সংস্কারে বাধে।

শত শতাব্দীর সতীত্বের ধারণা···

শত শতকের আদর্শ।

নিশ্চুপ আমাকে সুরঙ্গমা প্রশ্ন করেন···"পারেন না, কেমন ?"

পাশে গঙ্গা হাসে—তার তরঙ্গের নাচে।

উপরে আকাশে তারকা হাসে,

পাশে আলোছায়া নাচে।

বলি করুণ কম্পিতকণ্ঠে—পারিনা···

"পঞ্চকন্যা যাদের নিত্য স্মরণ করেন, তাদের নাম জানেন ?...

ঠিক জানিতাম না...চুপ করিয়া রহিলাম...

সুরঙ্গমা প্রশ্নবাণ এড়াইয়া সহাস্যে বলিলেন...জানেন না নিশ্চয়ই,

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

সুরঙ্গমা দৃপ্তা সিংহিনীর মত।

আমি নিস্তব্ধ বিস্ময়ে তাহার পৌরুষের স্পর্শ অনুভব করি।

বলি..."তাৎপর্য্য কি ?"

"যাদের প্রত্যহ স্মরণ করবেন, তাদের কেহই দৈহিক সতীত্বে সতী নন...অহল্যার দেহ অশুচি, দৌপদীর পঞ্চ স্বামী, কুন্তীর কানীন পুত্র, তারা ও মন্দোদরী দেবরকে বিবাহ করেন।..."

মুস্কিলে পড়িলাম।

নারীর সঙ্গে এই সমস্ত কঠিন বিষয় লইয়া আলোচনা দুষ্কর।

কিন্তু সুরঙ্গমা বেপরোয়া।

তাহার আড়ষ্টতা নাই...

তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির দীপ্তিতে সে যেন চলিতেছে...

আমি গঙ্গাবক্ষে চাহিয়া থাকি।

নৌকা চলে···

তরঙ্গে পাল গুলি দোলে

সুন্দর, চারুদৃশ্য।

মনে হয় পৃথিবীর এই সমস্ত দুশ্চিন্তা ভাসাইয়া দিয়া যদি ওই স্বচ্ছন্দগতি নৌকার মত নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইতে পারি, মন্দ হয় না।

পাশে কোথায় ছাতিমের ফুল ফুটিয়াছিল,

বাতাসে তাহাদের গন্ধ ভাসিয়া আসে।

কিন্তু সকলকে ছাপাইয়া সুরঙ্গমার প্রশ্ন জাগে···"বলুন এখন, পারেন কি ?"

সুরঙ্গমা যেন নিয়তির মত নিষ্ঠুরা।

সে দুঃসাধ্যকে মানিবে না—সে অনির্ব্বচনীয়কে মানিবে না—সে যাহা সাধ্য নয়, তাহার সমাধান যাচ্ঞা করিবে···

ভাবিতে বসি···

গল্পটি কি সত্য ?

গল্পের সান্ত্বনা কি সুরঙ্গমা নিজেই ?

অপাঙ্গে তাহার দিকে তাকাইয়া লই।

চাঁদের আলোকে তাহার শ্যামা দেহকান্তি রহস্যময় হইয়া ওঠে···বয়স তাহার অধিক নয়, ত্রিশের কাছাকাছি ; এ জীবনে কি সে এখনও ঘর বাঁধিতে চায় ?

সে কি আমাকে বাঁধিতে চায় ?

এক সঙ্গে মনে জাগে কামাখ্যার কথা।

যাই নাই ব্রহ্মপুত্রের পারে।

নীলাচলের নীল কান্তি পড়েনি চোখে···

কিন্তু ডাকিনীদের গল্প ত শুনিয়াছি।

ডাকিনী, মায়াবিনী ছলনাময়ী সুরঙ্গমা কি তাহাদেরই দলের ?

সন্দেহ হয়···

এত অল্প পরিচয়ে এই সব গল্প সে কেন করে ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর সে কেন চাহে ?

আমার মন তিক্ত হইয়া ওঠে।

সুরঙ্গমার দিকে চাহিয়া দেখি···সে হাসে···

সে হাসি ক্রূর মনীষা দীপ্ত বিজয়িনীর হাসি···

আমি সভয়ে চোখ বুজি।

কিন্তু চন্দ্রালোক দিগন্ত ছাপাইয়া হাসে···

উলঙ্গিনী নারীর মত মোহময়ী হাসি।

আকাশে তারা হাসে।

নদীতে কল কল্লোল—

তাহার সাথে শিক্ষিতা তরুণীর প্রশ্ন যেন মেশে না।

নূতন করিয়া ভাবনা ভাল।

কিন্তু কয়জনে আমরা নূতন করিয়া চিন্তা করিতে পারি ?

সত্য ও ঋত।

চমৎকার দুইটী কথা।

কিন্তু পরিবেশ—তাহার প্রভাব, তাহার অচলায়তন।

শক্তিমান্ তাহারা···নমস্য তাহারা যাহারা বেড়া ডিঙ্গায়।

কিন্তু তাহারা অসাধারণ।

আমরা যারা সাধারণ।

তারা চেনা ও জানার মাঝে বাস করে···দুঃসাহসের অভিযানকে আমরা হয়ত শ্রদ্ধা করি—তাহাদের বীরত্বকাহিনী পড়িতে ভালবাসি।

কিন্তু কাব্যকে জীবনে আনিতে পারি না···

আমাদের ঘোড়া লাটিমের মত—পরিবেশের দড়ি যে গতিবেগ দেয়, তাহার বাহিরে চলিবার সাধ্য আমাদের নাই।

যাহারা মহাপুরুষ, তাহারা হয়ত উল্কাগতি,

তাহারা হয়ত অবন্ধন।

আমি ধীরে ধ'রে বলিলাম···'আমি সাহসী নই···

সুরঙ্গমা হাসিল।

চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় সে যেন লিলি ফুলের হাসি···

তাহার গন্ধ ছড়াইয়া যায়—

সে হাসি যেন জীবনকে গন্ধ মেদুর করে।

বলিল···"আপনি বিয়ে করবেন একথা বলি নি...পারেন কিনা ঐ প্রশ্নই করেছি···"

স্বস্তির নিঃস্বাস ছাড়িয়া বলিলাম···"ওঃ এটা আপনার Problem of Probability···"

Probability.

মনে নানা প্রশ্ন জাগে।

লজিক, ফিজিক্স, দর্শন, বিজ্ঞান সব যেন জট পাকাইয়া আসে।

সম্ভাবনার জালে কত কি লুকাইয়া আছে।

ও যেন ভূতের মত—মনে জাগায় সম্ভ্রম ও ত্রাস।

সেদিন এডিংটনের একটা বইয়ে কি যেন পড়িয়াছি··

মানুষ কতটুকু—

অনন্ত সৌরলোকের অগ্নিলীলায় কত ক্ষুদ্র মানুষের পৃথিবী···কত ক্ষুদ্র মানুষের অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ।

বলিলাম···"সান্ত্বনার জীবনের ট্রাজিডি খুবই করুণাময়,

কিন্তু ওকে গ্রহণ করতে পারবে তারাই যারা বীর। যারা অচলায়তনের গণ্ডী পার হয়েছে···

সুরঙ্গমা ক্রূর বেদনায় বলিল···আপনাদের মত ভেড়া যারা···

সে বাক্য শেষ করিল না···

মোটর ঘুরাইয়া লইয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল···

তাহার কেশসুরভি দুরন্ত বাতাসে বহিয়া আসে।

গৃহের আলোগুলি গতিবেগে মালা হইয়া দেখা দেয়।

নিঃশঙ্ক গতির উল্লাসে সুরঙ্গমা বহিয়া চলে।

বলিলাম···"আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন···

সে উত্তর দিল না···।

মোটর চলিল···

গঙ্গার তীর—বাড়ী, নৌকা আকাশ, সব যেন ছন্দে মিলিতেছে না।

একজন দুর্বোধ্য নারীর অভিমান কি পৃথিবীর সমস্ত রূপের সম্ভাবনাকে এমন করিয়া নিভাইয়া দেয়।

কে জানে?

কালই মতিদাকে একটা চিঠি দিব...ভাবিলাম মতিদা তাহার মনস্তত্ত্বজ্ঞানের গরিমায় সুরঙ্গমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন।

কিন্তু তাই কি ঠিক?

লেখকেরাও তাহাদের সৃষ্ট চরিত্রের গতিবেগে নাকি কূল হারাইয়া বসেন...সৃষ্টিশক্তি নাকি একটা অবর্ণনীয় শক্তি।

তাহার নিজস্ব গতিতে সে চলে।

লেখক যাহা ভাবে, তাহা ভুলাইয়া সে স্বকীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে।

কিন্তু আমি অতি সাধারণ বাঙ্গালী যুবক—বিবাহ করি নাই, ইহা বড় অপরাধ।

কিন্তু যখন করিব, তখন সুরঙ্গমাকে করিতে পারিব না, ইহা নিশ্চিত। তাহার শুষ্ক যৌবন...তাহার অবদমিত আশা ও আশঙ্কা তাহাকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে।

সে বান্ধবী হইবে এ দুরাশাও পোষণ করি না।

তথাপি তাহাকে দুঃখিত করিতে কষ্ট বোধ হয়।

তাহার সযত্নরচিত আহারীয়ের কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে তাহার স্বাদু, সুরম্য আবাস। না আমার

মাথায় কি পাগলামি চাপিতেছে—আবাসকে স্বাদু বলিতেছি কি কারণে?

অবশ্য কাব্যের ব্যাখ্যা একটা হয়ত হইবে।

কলেজ গেট···

আর দুপা গেলেই আমার বাসা।

সুরঙ্গমা সহসা মোটর থামাইয়া বলিল···"এইটুকু আপনি হেঁটে যেতে পারবেন···"

হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনি কি আমায় ক্ষমা করবেন না··

"ক্ষমা আপনিই আমায় করবেন···আমার কথাগুলি দুঃসাহসিক হয়েছে···"

গুডনাইট মিঃ হড়···"

গাড়ী আবার উধাও ছুটিল

সম্মুখে কৃষ্ণচূড়ার পত্রল বনস্পতি।

মনে পড়ে কবির গান···

"গন্ধে উদাস হাওয়ার মত উড়ে তোমার উত্তরী
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী···

কিন্তু এত ফাল্গুনের গান···আজ শরৎ, ফাল্গুনের ত অনেক দেরী···জীবনে কি ফাল্গুন আসিবে?

কে জানে?

দুপা চলিতে গিরিজাপতি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ···

"কোথায় গিয়েছিলেন গাড়ীতে?'

ইহাদের চক্ষু ঘোলাটে নয় দেখিতেছি। অধ্যাপনায়

এত সতর্কচক্ষু থাকিলে ছাত্রেরা হয়ত উন্নতি করিতে পারিত, কিন্তু সরকারী কলেজের ইহারা অধ্যাপনায় কৃতিত্বের আশা ছাড়িয়াছেন…ইহারা জানেন উন্নতির মন্ত্র অন্যবিধ।

প্রিন্সিপ্যালের ওখানে সেই তপস্যা সাধন করিয়া ফিরিতেছিলেন।

গিরিজাপতির সতর্ক চক্ষুর দৃষ্টিতে তাই উষ্ণ হইয়া উঠিলাম।

কিন্তু উষ্ণতা এখানে শোভন নয়—ইহারাই সহরের গেজেট…ইহাদের গল্পবস্তু হওয়া নিরাপদ নয়, তাই নিজেকে সামলাইয়া কহিলাম, এমনই একটু বেড়াতে…

গিরিজাপতি বলিলেন…"দেখিলাম বন্ধু নয় বান্ধবী… তা মন্দ কি রসিকবাবু, আপনাদের ভরা যৌবন…চাঁদের আলো আর তরুণী বান্ধবী…"

গা জ্বলিয়া উঠিল. বলিলাম,—"কার্ত্তন অনুরাগে আপনি সর্ব্বত্রই অভিনয় দেখেন…"

গিরিজাপতি বলিলেন…"সেই শ্লোকটাই মনে পড়ছে…

যেষাং শ্রীমদ্ যশোদাসুত পাদকমলে নাস্তি ভক্তি নরানাং
যেষামাভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনেনানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলালুলিত গুণকথাসাদরৌ নৈব কর্ণৌ

ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান কথয়তি নিতরাং
কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গ।

আবেশে গিরিজাপতির চোখ যেন বুজিয়া আসে।

ভাবগদ্গদ্ সমাধি শেষ হইলে কীর্ত্তনের ভাবে বলেন… "অহো, শ্রীমৃদঙ্গ কি বলছেন…"

তিক্ত উপহাসে বলিলাম…"শ্রীমৃদঙ্গ ছাড়ুন, আমরা অরসিক বৈষ্ণব…

"না, না এমন কথা বলবেন না…যশোদা-সুতের পদকমলে ভক্তি রাখুন…যাদের নেই, তাদেরই শ্রীমৃদঙ্গ বলছেন…ধিক্ তান্ ধিক্ তান্…"

"সে ধিক্কার আমাদের প্রাপ্য…"

"আহা চটেন কেন? শুনুন বাক্যামৃতটি…শ্রীমৃদঙ্গ বলছেন—শ্রীকৃষ্ণে যাদের ভক্তি নেই, গোপীপ্রিয় হরির গুণ-কীর্ত্তনে যারা অনুরাগী নয়, শ্রীকৃষ্ণলীলার ললিত কথায় যাদের কর্ণ সমুৎসুক নহে, তাদের পুনঃ পুনঃ ধিক্… শ্রীমৃদঙ্গের এই আক্ষেপ শুনলে কার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়…"

ইহার কতখানি ন্যাকামি, কতখানি ভক্তি বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহি।

বাহির হইতে দেখি জংলি সমস্ত ঘরে আলো জ্বালিয়া আলোর দীপালী সাজাইয়াছে।

অনর্থক খরচে আমার অতৃপ্তি।

তাই দ্রুত পা চালাইয়া গৃহগমনে সমুৎসুক হইলাম।

গিরিজাপতি বলিলেন…"যাবেন না আজ মজলিসে ?…"

সংক্ষেপে বলিলাম…"না"

"তা যাবেন কি করে ? আজ অভিসার লীলায় ক্লান্ত হৃদয়…"

রাগ হইল, বলিলাম…"আপনার জিহ্বা শ্লথ—"

গিরিজাপতি হাসিলেন—"তা একটু হয়, আপনারা লীলা করেন, আমরা লীলাকীর্ত্তন করি…"

কথা না বলিয়া বাসায় ঢুকিয়া পড়িলাম।

মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিলাম—গিরিজাপতির কণ্ঠে কি বিষ উদ্গীরণ করিবে কে জানে ?

লিখিতে বসিলাম…প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ।

বারান্দাতে ফুলের পরিবেশ—বেড়ার ওপাশে মল্লিক মহাশয় পত্নীকে সদুপদেশ দেন। তাহা কাণে ভাসিয়া আসে।

"ভাঙ্গা বাসন, ছেঁড়া কাপড়, ঘরঝেঁটো আবর্জ্জনা,
কাপড়ের পাড়, টুকরো সুতো, অকেজো এর একটীও না।
দেশালায়ের বাকসগুলি, কাঠিগুলি খরচ হলে,
যতনে জমিয়ে রেখো, দিও না সহসা ফেলে।
পুরাণো তেঁতুল, পুরাণো গুড়, মধু আর পুরাণো ঘৃত,
একয়টি বড় দরকারী…রাখিও ঘরে সঞ্চিত।
সামান্য জিনিষে যদি না শেখ করিতে কেয়ার,
ভবিষ্যতে পারবে নাকো বড়ই হতে হুঁসিয়ার।"

মন বিস্মিত হইয়া ওঠে।

অর্থনীতির ঘোলাট আবহাওয়ার কথা ভাবিতে বসি

সঞ্চয় !

ক্যাপিট্যালিজমের মূলমন্ত্র ত এই একটি কথায়।

মল্লিক মহাশয় ধনিক···

শ্রম না করিয়া অর্জ্জন করেন—বেশ সুখে আছেন।

তাহার নিকট সঞ্চয়নীতি প্রশংসনীয়।

কিন্তু এই সঞ্চয়ের আবেগেই পৃথিবীর বর্ত্তমান দুর্ব্বিষহ অত্যাচার ও অপমান।

লেনিনগ্রাদে নরহত্যার যে আয়োজন চলিয়াছে—দিনের পর দিন যে নরমেধ যজ্ঞ চলিয়াছে—তাহার মূল বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে।

কিন্তু না, মনকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিব না।

শিক্ষার কথাই ভাবিব।

লিলি ফুলের সুবাস ভাসিয়া আসে।

অকালের লিলি—হেমন্তেও আপন সৌরভ বিলায়।

লিখিতে লাগিলাম।

"অতীতে শিক্ষা হয়েছে মানুষের পবিবেশের ফলে নিয়-ন্ত্রিত—রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে, ধর্ম্মমতের প্রয়োজনে আড়ষ্ট ও ব্যাহত। শিক্ষার এই অচলায়তন ভাঙতে হবে—গড়তে হবে নূতন আদর্শ।

এই নব পরিকল্পনা সকল মানুষকে করবে নির্ভীক, সত্য-

বাদী ও সত্যপন্থী। তাদের মনে দেবে উৎসাহ, তাদের কাজে দেবে প্রেরণা, তাদের চলায় দেবে ছন্দ।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে কি দেখছি? সেখানে হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্য—মানুষ কেবল পরস্পরকে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করছে। চারিদিকের এই অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিদ্বেষ আমাদের হতাশ করে তুলছে। আমরা ভাবছি এই তিমির-যবনিকা যেন আর উঠবে না।

না, এ হতাশায় ডুবলে চলবে না, মানুষের বাঁচবার পন্থা আছে। তাদের জীবনে আশা, আনন্দ ও গানের স্থান আছে। মানুষকে দ্রোহের পথ থেকে ফিরাতে হবে মৈত্রীর পথে।

মৈত্রী, মুদিতা, করুণা, বুদ্ধের কথা মনে জাগে।

হোক, যা প্রাচীন, তাই অবাঞ্ছনীয় নয়।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন।

বিশ্বমানবের আত্মীয়তার অনুভব সেই মন্ত্র।

এই ঐক্য বোধই—এই ভ্রাতৃত্বের বাণী···এই বিশ্বপ্রেমই আনবে মানুষের নির্ধনগেহে লক্ষ্মীকে···

বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি, বিশেষ রাষ্ট্র—ভেদ ও ছেদের এই যে সহস্র গণ্ডী···ইহাকে না ভাঙলে চলবে না।

সব মানুষই যখন ভাববে এই বিশ্বমানবজাতি তার আপন···

তখন বাধবে না এই কুরুক্ষেত্রের মারণ-যজ্ঞ।

তখন বিজ্ঞান মানুষের জন্য মৃত্যুবাণ না এনে আনবে অমৃতভাণ্ড।

লেখায় বাধা পড়িল—কিশোরীর স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে।

চাহিয়া দেখি স্ফুটনোম্মুখ গোলাপ-কলিকা।

মল্লিকের কন্যাগুলি রূপসী।

দীপ্ত যৌবনশ্রী আপন প্রাচুর্য্যে তাহাকে মণ্ডিত করিতে বসিয়াছে।

লজ্জাতুর চাহনি।

'কাকাবাবু, মা পাঁচটা টাকা চাইলেন…'

মনে পড়িল কপালকুণ্ডলার কথা।

''পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?''

না, সে রোমাঞ্চ নয়।

নিছক তুচ্ছতম কথা।

সে লজ্জাতুর কণ্ঠে বলিল…''মার মাস কাবারের টাকা ফুরিয়েছে, পয়লা তারিখে আবার আমি দিয়ে যাব।''

অনুমানে সব বুঝিলাম।

মল্লিক মহাশয় পত্নীকে যে মাসহারা দেন, তাহাতেই সংসার চলিবে—আর অপব্যয় হইবার উপায় নাই।

উঠিলাম, বাক্স হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলাম।

''কাকাবাবু, আচার খাবেন ?''

সাহায্যের প্রতিদান—।

মানুষ এমন করিয়াই পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে—

দেনার হিসাব নিকাশ করে। বলিলাম—"দিও মা, যখন তুমি…"

"এখনই নিয়ে আসছি—অনেক আচার আছে আমাদের…"

আচার আসিল।

মল্লিকপত্নী নানাবিধ আচার করিতে জানেন।

সংসারের এই আর এক রূপ।

স্নেহ, কোমলতা, প্রীতি।

তাহার সাথে

মল্লিক মহাশয়ের অদ্ভুত বার্ত্তা-নীতি।

মন খুসি হইয়া ওঠে।

রূপসী কিশোরী শারদ-জ্যোৎস্নার মত আলোর ঝলক দিয়া সমস্ত পূর্ণ করিয়া দেয়।

অলস, মন্থর জীবন।

চোখে পড়ে রাজপথ।

কেহ চলিয়াছে স্নানার্থে গঙ্গাতীরে।

কেহ চলিয়াছে বাজারে।

রিকসায় ঘণ্টা বাজে।

ক্বচিৎ মোটরের হর্ণ বাজে।

লাবণ্য মোহময়।

ফুলের ল্যবণ্য—যৌবন লাবণ্য…

এই লাবণ্য একই পরিণতি চায়।

ফুল চায় পুষ্পবীজ, নারী চায় সন্তান।

জগতের এই কি রহস্যময় অনির্ব্বচনীয় গতি প্রবাহ।

বিস্ময়কর, রহস্যময় লাবণ্য।

মন কি আমার তরল হইয়া উঠিতেছে।

বৌদির পত্র পাইয়াছি,

তাহারা নিশ্চিন্ত নন—

জীবন-সঙ্গিনী আনিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

তাহাদের আগ্রহ অসীম।

হয়ত এবার ফাঁস পারিতে হইবে।

না, না, এ কি দুশ্চিন্তা।

পুনরায় কলম তুলিলাম।

এমন একটী বক্তৃতা করিব—যাহার যশোসৌরভে নগরী মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিবে আমার পানে—বিজয়ী বীরের মত অভিনন্দন করিবে।

বিক্ষিপ্ত মনকে একত্র করিয়া তপস্যালব্ধ চেতনায় নূতন সত্যের সন্ধান করিব।

বাহির হইতে মনকে ভিতরে আনিব।

থাকুক বাহিরে লিলি—

হাসুক অসামান্যা রূপসী কিশোরী।

পুনরায় লিখিতে বসিলাম—

"অবশ্য একটা প্রশ্ন করতে পারেন—এই যে শিক্ষার কথা বলছি, তা মানুষ গড়বে, না সভ্য নাগরিক গড়বে···নাগরিক-

তার একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে—সেই ছাপেই কি সমস্ত শিক্ষার্থীদের ঢালাই করা হবে? কথাটি সহজ নহে।

প্রত্যেক মানুষের রয়েছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব—সেই বিশেষ শক্তিকে, সেই বিশেষ প্রতিভাকে ফোটানোই হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সে সমাজের, রাষ্ট্রের ও ধর্ম্মমতের গণ্ডীর ছাপে মুদ্রিত হবে না।

এই নব শিক্ষায় তার দৃষ্টি হবে বিশ্বজনীন—সে নিজেকে ভাববে না জাতি হিসাবে, ভাববে মানুষ হিসাবে—তাহার সংস্কৃতিতে পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সব এক হয়ে যাবে—সে একসাথে মনু যাজ্ঞবল্ক্য, প্লেটো, আরিস্ততলের শ্রদ্ধা করবে—সে রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইনের সমস্বরে জয়গান করবে, করুণতার বারিসিঞ্চিত শুদ্ধ মনে সে এই সব সংস্কৃতির পুরোধাগণকে আপন জেনে আনন্দ পাবে—

সে তখন ভাববে না যে তার বেদ বড় নয়, তার বাইবেল বড়—সে দেখবে সকলই মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে বিজয়-প্রদীপ—তাদের প্রত্যেকের আলোকে সে নিজেকে আলোকিত করে নেবে।

এই বিশ্বজনীনতা বোধ আনবে বিশ্বরাষ্ট্রের স্বপ্ন···বিশ্বরাষ্ট্র আর বিশ্বজনীন শিক্ষা অভিন্ন হয়ে ফুটে উঠবে।

সভ্য ও সংস্কৃত মানুষ বিরোধকে বড় করে দেখবে না, সে দেখবে পরস্পরের সহযোগিতা। মানুষ সহযোগী ও সতীর্থ হয়ে বিশ্বযজ্ঞের উদ্বোধন করবে—সেই মহাপরিকল্পনার

দিন বর্ত্তমানের এই মহামারণ যজ্ঞের মধ্যেই মানুষের জাগবে।

বোমা, কাঁদুনে গ্যাস, বোমারু বিমান, সাবমেরিন, ডেষ্ট্রয়ার—এগুলি বড় কথা নয়। বড় কথা মৈত্রী-মধুর মানুষের নব জীবন, যেখানে এক নব বিশ্বরাষ্ট্রের সম্মানিত নাগরিক আমরা সবাই—

অতীতে যে অচলায়তন গড়েছি···

নর ও নারীর অধিকারের মাঝে গড়েছি চীনের প্রাচীর—

শাসক ও শাসিত, বিজেতা ও বিজিত এই যে জটিলতা এই যে Complex এর শেষ করতে হবে।

নূতন মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে—বিশ্বের সমস্ত সংবাদ পত্রে এই বিশ্বমৈত্রীর প্ররোচনা দিনের পর দিন মানুষের মনে আনবে নূতন অনুভূতি···

বুঝতে পেরেছি—আপনারা মাথা নাড়ছেন, বলছেন আজগুবি স্বপ্ন, কিন্তু এই স্বপ্ন কি সুন্দর! কি মধুর! কি আনন্দময়!—

সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা না থাকলে, প্রগতির কি উপায়?

বিশ্বরাষ্ট্র না হয় হল, কিন্তু শ্রীবৃদ্ধির পন্থা কি একেবারে রসাতলে যাবে না?···

না, সেই কথাই জোর গলায় বলতে হবে।

সমস্ত সৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণা প্রতিযোগিতা বিরোধ নয়।

সৃষ্টির চেতনা নিরপেক্ষ।

সে শক্তি আপন প্রয়োজনেই কাজ করবে।

সে থামবে না…

শুধু এই নবরাষ্ট্রের পরিকল্পনার জন্য চাই নব রথী,

নব নব চিন্তাবীর—যাদের মন উদার, যাদের চিত্ত বিপুল, যারা নূতনকে গ্রহণ করতে অপরাঙ্মুখ—।

অসম্ভব নয়।

এই সম্ভাবনাই বাঁচিবার, বাড়িবার পথ।

এই পরিকল্পনাই প্রচারের মন্ত্র।

ইহাই নবযুগের নূতন বেদ।

সেই তপস্যার বোধন সুরু হোক—গেহে, গেহে,

বিদ্যাভবনে, কলাপ্রতিষ্ঠানে এবং রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রে।

এ কি কাব্য স্বপ্ন ?

অরসিক রসিকের মনে এ কি প্রেরণা !

জংলি আসিল—আনিল চিঠি।

আফিসের হলুদ হলুদ লেফাফা গুলি আগে খুলি।

একখানি চিঠি A. G. B. লিখিয়াছে।

মল্লিক আর A. G. B.

চমৎকার সংযোগ।

আমাদের যিনি হিসাব রাখেন, তিনি একটু অস্থির চিত্ত—হিসাবে গোল বাধিয়াছে, তাহাই ঠিক করিতে হইবে।

হাইকোর্ট হইতে চিঠি আসিয়াছে—নূতন একটা সার্কুলার।

তাহা ছাড়া সমন—নানাদেশের নানা কোর্টের পদাতিক-

গণের নানা ভাবের ও ঢংয়ের জারির বিবরণ।

সব শেষ করিয়া চিঠি পড়িতে বসিলাম।

সাটনের একটী চিঠি—এবারও তাহারা ইংলণ্ডের বীজ দিতে পারিবে না, আমেরিকা হইতে সুন্দর বীজ আনাইয়াছে—তাহাই দিবে।

মতিদার নিকট চিঠি খানি পাঠাইতে হইবে।

একখানি সাহায্যের চিঠি।

আমাদের দেশের কোন্ ভট্টাচার্য্য আমার দানশীলতার পরিচয় পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কিছু ভিক্ষা যাচ্ঞা করিয়াছেন।

তারপর খামে একখানি চিঠি—

বা! এ যে মন্দার-পর্ব্বতের

মতি দা লিখিয়াছেন।

আগ্রহে খুলিলাম।

দাদা ছুটি ঘুরাইয়া দিয়া কার্য্যে যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন, হাইকোর্ট তাহা শুনিবে না।

ইহাদের বিচার বুদ্ধির জটিলতা…দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ ?

দাদা মন্দারপর্ব্বতের সুচারু বর্ণনা দিয়াছেন।

বৌদি যে হাতীর মত মোটা হইতেছেন তাহা লইয়া কৌতুক করিয়াছেন।

ওখানে এক চাটুয্যের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে—তাহার

সুরসাল বর্ণনা দিয়াছেন—তার পর একঝুড়ি প্রশ্ন—যাহার উত্তর চাহিয়াছেন।

জামাই-ঠকানো প্রশ্ন নয়, কিন্তু মানুষ কি এতগুলির উত্তর দিতে পারে—সাহিত্যিক হইলে কি সাধারণ বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হয় ?

দাদা যে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স না দিয়া ডিগ্রি দিয়াছিলেন—তলাপাত্রদের মোকর্দ্দমা, তাহার আপীলের ফল কি ? যদি রায় আসিয়া থাকে, তবে যেন তাহার নকল পাঠাই।

শ্যামাপদদের আড্ডা কেমন চলিতেছে···

তাহাদের প্রত্যেককে প্রীতিসম্ভাষণ ও কুশল জানাইতে হইবে।

দাদা হিসাবী লোক, ডাক ঘরে যতটুকু ওজনের চিঠি আসিতে পারে, হিসাব করিয়া ততদূর লেখা পাঠাইয়াছেন—পাতলা সুন্দর দামী কাগজ—সেদিকে খরচ হইয়াছে—কভারটিও উড়ো ডাকের—কিন্তু এই অতিব্যয় দাদা পোষাইয়াছেন কুড়িখানি চিঠি এক চিঠিতে সংক্ষিপ্ত করিয়া।

না, প্রশ্নপত্রের জবাব দিতে আমি অপারগ।

পরীক্ষামন্দিরে থাকে অনেক প্রশ্ন—কিন্তু পরীক্ষক তাহার সব উত্তর চান না।

আমি দাদাকে সংক্ষেপে চিঠি দিলাম—নেহাৎ ছোট কার্ডে, উপরে লিখিলাম লাল কালিতে—জরুরী।

"সান্ত্বনা হোম আপনার কে দাদা ? তার নামে একখানি

চিঠি এসেছে, সেটার কি গতি করব—আপনার বিস্তৃত পত্রের উত্তর চার পাঁচদিনের পর পাঠাব, কারণ অনেক তদন্ত এবং সন্ধান করতে হইবে—আমার প্রশ্নটি যেন পত্রপাঠ পাঠান—।

ঘড়িতে দশটা বাজিল—

উঠিতে হইবে—আফিস আর নিত্যদিনের কর্ম্ম।

কোর্টে নিত্যধনবাবুর সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়াছিল বলিলে হয়।

নিত্যধনবাবু মানুষটি মন্দ নয়।

গাউন তিনি কোনদিন পরেন না।

সমস্ত মোকদ্দমার সময় তিনি উৎসুক শ্রোতার মত বসিয়া থাকেন।

বসিয়া থাকিতে আপত্তি কি ?

আপত্তি তাহার ফোড়ন কাটার জন্য—সময় নেই, অসময নেই—তিনি উঠিয়া আদালতকে বিরক্ত করেন।

উপদেশ দিতে ভাল লাগে, কিন্তু শুনিতে নয়।

কাজেই নিত্যধনবাবু আজ ধমক খাইয়াছেন।

অবশ্য ন্যায় আমার পক্ষে।

কিন্তু তথাপি বয়স্ক লোকটীকে ধমক দিতে কষ্ট অনুভব হয়।

বাসায় ফিরিলে জংলি আসিয়া পোষাক খোলে—

জংলি অসভ্য, অপটু।

মনে জাগে একজন তরুণীর সেবাপরায়ণ হস্ত—

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ।

বিলাতী প্রবাদ আছে—চল্লিশের আগে যদি প্রেমে না পড়, তবে আর পড়িও না।

এই প্রবাদ আমাদের দেশে বদল করা প্রয়োজন

আমাদের দেশে ত্রিশই বোধ হয় যথেষ্ট।

প্রেমে পড়া দুরূহ—

আজিও সমাজের বাঁধা ধরা পথে প্রেমের কোনও স্থান নাই।

বৌদির চিঠি মনে পড়ে—

তাহারা যাহাকে ধরিয়া দিবেন—

সেই হবে অরসিক রসিকের জীবন-সঙ্গিনী

সেই হবে হৃদয়-মোহিনী—

চিরন্তনী প্রেয়সী।

আমার নিজের দুর্ব্বলতা আছে।

সে দুর্ব্বলতা জানি—কিন্তু ছাড়িতে পারি না।

সাধারণের সঙ্গে আমি মিশিতে পারি না।

মনের মধ্যে যে ভাব, তাহাকে superiority complex বলিলে ভুল হইবে হয়ত, তবে ভাবটি অনেকখানি অনুরূপ।

সংসারে বার্নাডশ বলেন, নব্বুই জন মানুষের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। এই অস্বাভাবিকের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের মিল করাই মুস্কিল।

সংসারে তাহারাই সিদ্ধিলাভ করে, যারা এই অস্বাভাবিকের মন জয় করিতে পারে।

সংসারে মিথ্যা আছে—তাহার জন্য তোমার এত মাথার ভাবনা কেন ?

আর দশ জন যেমন চলে, তুমিও তেমন চলিতে পার।

পারি না।

সেইখানেই গোল—।

চাতুরীর ছলনা, ফাঁকি দুনিয়ার স্বাভাবিক পরিবেশ।

তুমি কেন তাহা উল্টাইতে চাও ?

জংলি তখনও মোজা খোলে নাই।

আমি অবিন্যস্ত।

জুতার ঘন ঘন ধ্বনি আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কার্ড নাই, আহ্বান নাই—কে এই হঠকারী।

যিনি আসিলেন, তিনি শালপাংশু, মহাভুজ।

বয়স হইয়াছে।

কিন্তু তথাপি মুখে লাবণ্য যেন আছে—কিন্তু লাবণ্য ঠিক নয়। তাহার মধ্যে যেন মহিমা বিস্ফুরিত হচ্ছে।

তিনি সোফায় অবলীলাক্রমে বসিলেন—তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আমার নাম সুরেন চাটুয্যে'

মতিদার চিঠির কথা মনে জাগিল—

তাহাতে সুরেন চাটুয্যের আধ ডজন সংবাদ চাওয়া আছে।

"বসুন দাদা—ঠাকুর !"

ঠাকুরের পাত্তা নাই।

"ঠাকুর ডাকছ কেন ? আমি কোথাও কিছু খাইনে···

কোমল অথচ গম্ভীর—সত্যিই সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর। এই উপাধি যাহাদের ঘাড়ে চাপে, অনেকেই যেন তাহা বহনের যোগ্য নয়।

'কিন্তু দাদা সত্যিই রায় বাহাদুর।

দাদার বোধ হয় সিংহ রাশি।

বলিলাম—"কি দিয়ে অভ্যর্থনা করব আপনার?"

চাটুয্যের জলদগম্ভীর স্বর—তৃণানি ভূমিরুদকং বাক চতুর্থী চ সুনৃতা···

আমি অবশ্য শেষেরটি শুধু চাই অন্যের প্রতি লোভ নেই ··

কাপড় পরিয়া আসিযা বসিলাম—দাদা বলিলেন—এখন কিছু খাবে না?

বলিলাম—'না, আমার খাওয়া টিফিনেই শেষ হয়েছে···'

'"তাহলে এখন কি করবে?"

"টেনিস খেলতে যাব···"

'তাহলে তোমায় বিরক্তি করছি বল—?'

"কি যে বলেন একদিন না হয় নাই বা খেলব—আপনার কত নাম শুনেছি। আজ আপনার সঙ্গেই আলাপ করব—"

"তাই বুঝি গরীবখানায় পদার্পণ করার সুযোগ হয়নি—স্তোতবাক্য বল—কেন?···আমরা এখন অস্তমিত সূর্য্য—আমাদের তোমরা খাতির করবে কেন?

সে দিন আর নেই—"

হায়, হায়, এই দৃপ্ত মহিমার পিছনে এমনই অভিমান চঞ্চল হৃদয়।

সংসারে অসম্ভবই সম্ভব, সম্ভবই বোধ হয় অসম্ভব।

"মতির চিঠি পেয়েছ—?"

"হ্যাঁ, এই যে চিঠিটা দেই, আপনি পড়ুন—"

উঠিয়া চিঠি আনিয়া দিলাম—।

দাদার গুম্ফের মাঝে সুন্দর হাসি।

প্রশ্ন করিলাম—সান্ত্বনা হোমকে চেনেন ?

দাদা ভাবিতে বসিলেন—বলিলেন—'না', মনেও পড়ে না এ নামের কাউকে,...

এ প্রশ্ন করছ কেন ?"

সকল বলিলাম।

দাদা বলিলেন—সান্ত্বনা হোমকে চিনি না—তবে আমি যখন পাবনায় অফিসিয়েটিং ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন ওখানকার সাবজজ রেবতী বাবুর মেয়েকে চিনতাম, রেবতীবাবু খুব সদালাপী লোক, তার মেয়েটি চমৎকার সুন্দরী—ওখানে তখন ত্র্যম্বকরাও নামে একজন মাদ্রাজী আসে—লোকটি খুব ভাল ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানত।

রেবতী বাবুর মেয়ে এই ইন্দ্রজাল শিখেছিল—সে মেয়েটির নাম সান্ত্বনা—

"তার জীবনে এই ইন্দ্রজাল কোনও পরিবর্ত্তন এনেছিল—"

"একটা পরিবর্ত্তন দেখেছি—তার চোখদুটি জ্বলন্ত বিড়ালের

চোখ যেমন অন্ধকারে জ্বলে—আর ইন্দ্রজালের মোহে সে খুব পণ্ডিত হয়ে পড়ত, তখন সে অনেক আশ্চর্য্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত—কিন্তু ত্র্যম্বকরাওকে আমার ভাল লাগেনি—আমি ওকে শীঘ্রই বিদায় করে দেই—তারপর রেবতী বাবু বদলি হয়ে যান—তারপর তার কোনও পাত্তাই পাই নি, কিন্তু তারা হোম নয়, তাদের উপাধি সাধারণ—হয় ঘোষ নয় বসু—"

দাদা খানিক চুপ করিয়া বাললেন—"নেও —র‍্যাকেট বার করে,..."

"থাক আজ, আপনার গল্পই শুনি--"

"আমি আর কি গল্প করব, আমরা এখন আধুনিকতার বন্যাজলে ভেসে গিয়েছি—এখন নবযুগ—কারও সঙ্গে বড় মিশি না, থাকি একপাশে, মতি কেবল আমায়—কোণ থেকে টেনে বার করেছে—বুড়োদের প্রতি ওর শ্রদ্ধা আছে।"

"আমাদের কি অশ্রদ্ধা?"

"সে ত তোমার ব্যবহারেই বুঝি, এসেচ একমাস, কই আমাদের খোঁজ নেওনি ত"—দাদার নিরুদ্ধ অভিমান।

"সে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, আমি একটু লাজুক আর হৈচৈ আমি ভালবাসিনে···"

"যাক, কই দেখি তোমার হাত?"

"আপনি বুঝি জ্যোতিষ চর্চ্চা করেন?"

"চর্চ্চা করিনে, তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু দেখি···একটা

খেয়াল চাইত···বাড়ীতে করেছি ফুলের বাগান—সন্ধ্যেবেলায় নাতনিদের শিখাই গান=এই নিয়েই আছি···”

“আপনার বাসাটি কোনখানে, যাব একদিন···”

“ঐ যে হরিৎ-নিবাস, দেখনি ? সন্মুখে আছে একটী তোরণ, একেবারে ওরিয়েণ্টাল আর্ট···তারপর বাড়ীতে ঝুলছে স্বস্তিক চিহ্ন···”

“ওটা কি ভাল দাদা—ওতে যে নাৎসী গন্ধ আছে”

দাদা হাসিলেন··“স্বস্তিক আমাদের নিজেদেরই—হিটলার ওকে নিয়েছে উল্টা করে—

হাত বাড়াইলাম।

দাদা বলিলেন···“তোমার হস্তে চন্দ্রের প্রভাব আছে অথচ তুমি কবি নও···বিবাহে কিছু রোমন্টিক ঘটবে বুঝছি ···না চাকুরি তোমার সইবেনা ভায়া—স্বাধীন ব্যবসায়··· বিয়ের ফুল ফুটল বলে, কিন্তু সেখানে দেখছি একটু গণ্ডগোল ···আশ্চর্য্য এমন ত আর দেখিনি···

“কি ?”

দাদা হাত রাখিয়া দিলেন··বলিলেন ··“না কিছু নয়, তোমার কোষ্ঠী আছে কি ?”

“হয়ত হয়েছিল, তার কোনও খবরই নেই, আমরা ইঙ্গবঙ্গ এসব জিনিষের ত আর আদর করিনে দাদা—”

“তা ঠিক, তোমার জন্মতারিখ ও সময়টা আমাকে দিও—”

"কেন ?"

"তোমার জীবনে দেখছি দুইটি নারীর সঙ্ঘর্ষ—বিয়ের কথা কিছু হয়েছে ?"

"না, এখনও কিছু নিশ্চিত হয়নি…"

"না এটা ঠিক সে ধরণের নয়—তুমি সাবধানে থাকবে ..তোমার এই সান্ত্বনাহোমের চিঠিটা…আমার মনে একটা খটকা আনছে…যাই হোক মেয়েদের ব্যাপারে একটু সাবধানে থেকো . ভায়া"

মনে পড়িল সুরঙ্গমার কথা।

সে কি দাদার দৃষ্টা মায়াবিণী।

বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবন্ধ না পড়িলেই বোধ হয় ভাল হয়, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কেমন করিয়া করি।

দাদা উঠিলেন, বলিলেন…"ফুলগাছের বিশেষ যত্ন হচ্ছে না ত! মতির আর বছর খুব চমৎকার কার্ণেশণ হয়েছিল—অতি চমৎকার ফুল…যেও একদিন আমার ওখানে… হরিৎ-নিবাস, ডাক্তারখানার কাছেই.. যাকে জিজ্ঞাসা করবে দেখিয়ে দেবে…ক্লক-টাওয়ার দেখেছ ত—ওর থেকে দুশ হাত দূরে…,,

দাদা চলিলেন।

সেকালের এই সব আশ্চর্য্য মানুষ আজকাল বিরল হইতেছে।

ইহাদের আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে।

কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া র‍্যাকেট লইয়া টেনিস খেলিতে চলিলাম···।

গীস্পতি খুব ভাল খেলে অথচ নিরহঙ্কার।

আমি ভাল খেলিতে পারি না।

গীস্পতি আমাকে সতীর্থ ও সঙ্গী করে।

যুদ্ধের দরুণ বলের দাম বাড়িতেছে

অথচ খেলা চাই।

চাঁদার হার না বাড়াইলে চলেনা—সম্পাদক মহাশয় নিত্যই ইহা বলেন।

তরফদার নূতন আই, সি, এস।

কাজ নাই, কর্ম্ম নাই।

খুব সকালেই আসে, আর প্রায় সব সেটেই খেলে।

তাহার লোক পটাইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে

তরফদার আমাকে সঙ্গী নিল।

আজ আমার খেলায় মন ছিল না···

দাদার কথা মনের ভিতর ভাসিতেছিল।

তরফদার ক্রীড়ারসিক···

সে বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলে · "Cheer up, partner"

কথাগুলি মন্দ নয়, কিন্তু সমস্ত স্বরে প্রভুত্বের ব্যঙ্গ, মন তিক্ত হইয়া ওঠে।

খেলা শেষ হয়—তরফদার বলে..."আপনার আরও প্রাকটিস চাই..."

র‍্যাকেট হাতে বাসায় ফিরি...

গীষ্পতি বলে—"খেলবেন না রসিকবাবু,..."

"না শরীরটা ভাল নয়"

" কিন্তু খেললেই শরীর ভাল হ'ত..."

"না থাক"

বাসায় ফিরি।

মুক্ত ছাদে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়ি।

দাদার অস্পষ্ট কথা ভাবিতে বসি।

মানুষের জীবনে নারী—

কে এক রসিক বন্ধু বলিয়াছিল—'দিল্লীর লাড্ডু'

ঠিক তাই—যে খায় পস্তায়।

যে না খায়, সেও পস্তায়।

আত্মবিশ্লেষণ করিতে বলিলাম—

আকাশে সন্ধ্যার ধূসর মেঘ—

দূরে কৃষ্ণ চূড়ার সবুজ পাতার বাহার—আরও দূরে নদী।

কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম—সৌন্দর্য্য বন্ধন।

এই আকাশ, এই বাতাস, এই সুন্দর পৃথিবী সমস্তই যেন বাঁধিতে চায়।

সম্মুখের রাজপথ—

প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় ও নিশীথে সে আনে শত বৈচিত্র্য ও বিস্ময়।

আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা চলে

তার সাথে চোখে যেন ভাসে—কোনও অজানিতা তরুণীর চোখের আলো ছায়া।

সন্ন্যাসী হইব সে কল্পনা আমার নয়।

বৈরাগ্যসাধন—অসম্ভব।

তবে লজ্জানম্র কিশোরীর হস্তে হস্ত বাঁধিয়া বাসরশয়নের উদ্যোগ কি করিব?

না, না কি ভাবিতে বসিয়াছি!

জংলি আসিয়া বলিল—"এক বাবু দেখা করতে চান?"

কি করি, উঠিতে হইল।

আফিস ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় সুবেশ ও সুদর্শন ভদ্র-লোককে সম্বর্দ্ধনা করিলাম, কিন্তু আমার স্বরের মাধুর্য্য আমার নিকটেই বিশ্রী লাগিল।

ভদ্রলোক বুঝিলেন...তবু কণ্ঠ মোলায়েম করিয়া বলিলেন .."দেখুন আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতা আমরা কামনা করি··· বাংলাদেশে বাঙ্গালীর বীমার কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার···"

অর্দ্ধপথে উচ্ছাস কমাইবার জন্য বলিলাম..."এখন এসব বিষয় আমার কিছু করা সম্ভব নয়, সবে চাকুরী...আর এ চাকুরী করব কিনা তাও ঠিক নেই..."

"নাইবা থাকল, হাজার দুএক টাকার একটা পলিসি নিন...যাই করুন তার প্রিমিয়াম দিতে আপনাদের বাধবে না..."

বলিলাম—"অনর্থক বাক্য ব্যয়ে ত লাভ নেই..."

"নাইবা নিলেন পলিসি...একবার না হয় শুনুন..."

বলিলাম— "আপনাদের প্রস্পেকটাসটা রেখে যান, অবসর মত পড়ব..."

ভদ্রলোক বুঝিলেন—তিনি তাতারের দেখা পাইয়াছেন—

কাজেই সংসৃষ্টি পত্র দিয়া বিদায় লইলেন।

মনে হইল ক্লাবে যাই...

না আর ভাল লাগেনা।

ছাদে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

খানিক পরে জ্যোৎস্না উঠিল।

তরল জ্যোৎস্না···হৃদয় ভরিয়া ওঠে।

এই সৌন্দর্য্য বাঁধিতে চায়।

কিন্তু কেন?

সৃষ্টির আদি ও অনাদি প্রশ্ন— কেন?

কেন এই আয়োজন—কেন এই সমাবেশ?

লীলা?

কিন্তু কেবল এই বিরাট জগতের এক ক্ষুদ্রতম গ্রহে কেন?

বিজ্ঞান ও দর্শন—সমস্ত গোলমাল করিয়া দেয়।

ভাবিলে ইহার কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

অথচ এই সমস্যাময় জগতে ধ্রুবের মত স্থির ও অচঞ্চল কি?

ভালবাসা—

ওই একটি কথা বিশ্বের নর ও নারীর লেখায় ও কথায় বারংবার কলঙ্কিত হইয়াছে।

কিন্তু তথাপি মানুষ তাহাকে অমৃতের মত পবিত্র বলিয়া মানে

তাহারই আশায় চলে।

সৌন্দর্য্য অমৃত, অবিনশ্বর।

কিন্তু সে কি দেয় অমরতা ?

নারীর প্রেম-বিহ্বল চক্ষু তারা—

সেখানেই কি তার নিভৃত স্থির নিবাস ?

না ভাবনা শেষ হয় না।

জংলি ডাকে—"খাবার হয়েছে"

অমৃতত্বের স্বপ্ন স্বপ্ন—

ক্ষুধার তাড়না বাস্তব—

উঠিয়া ভাত খাইতে চলিলাম।

জংলি ঠাকুর, আর ক্ষুধায় অন্ন—ইহাই প্রত্যক্ষ। শাশ্বত যাহা, তাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা স্বপ্নের—তাহা কল্পনার।

পরদিন সকালে অনঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জংলিকে বলিলাম—'চা নিয়ে আয়'

"চা ত খাইনে"

"আরে অ জংলি..."

"আজ্ঞে বাবু"

"যা দুধ নিয়ে আয়, আর দৌড়ে নিয়ে আয় রসোমালাই..."

"তা মন্দ নয় আজ এসেছি ঘটকালি করতে...কলাপ ঘোষের কন্যা কণিকাকে না হয় একবার দেখ..."

"ভদ্রতনয়াকে কেন বিপদে ফেলবে ভাই...বিয়ের মালিক আমি নই—দাদা আর বৌদি যা করেন—"

অনঙ্গ মানিতে চায় না—এই পুরাতন বিধান নব্য ও আধুনিকের জীবনেও যে চলিতেছে একথা তাহার অবিশ্বাস্য।

বলিল—"তার সুবিধা হয়েছে, স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রী এসেছেন, রায় বাহাদুর যশোধর বসু তাকে উদ্যান সম্মেলনে আহ্বান করেছেন...সেখানেই দেখতে পাবে"...

বলিলাম..."নিমন্ত্রণ ত পাইনি,"

"পাবে এখন"

বরিশালের অনঙ্গ মানুষ হইল দেখিতেছি। পশ্চিম বঙ্গের আবহাওয়ায় সে ও কৌশল শিখিতেছে।

জানালা দিয়া হেমন্তের রৌদ্র আসে।

মানস চক্ষুতে অতীত জীবনের কথা স্মরণে আসে। ছায়া-ছবির মত, ইতিহাসের ক্রমধারা তাহাতে নাই। যেন কোনও অদৃশ্য শিল্পী কাট ছাঁট দিয়া তাহার খুসিমত জীবন লইয়া ছবি তুলিয়াছে।

বৃহৎ পরিবারের মাঝে গ্রামে মানুষ হইয়াছি।

শৈশবের সেই ভাবনাহীন প্রাচুর্য্য, সমারোহ—কোথাও যেন গ্লানি নাই।

সে যেন কোনও সুকবির গীতিকবিতা।

ছন্দের নৃত্যে তাহা মুখর, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাহা উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু সহসা এই আনন্দ নিবিয়া যায়।

তারপর নগরের নাগরিক জীবন।

বিদ্যালয়ে সতীর্থদের সঙ্গে সে কি প্রতিযোগিতা। শিখিবার, জানিবার, বড় কিছু করিবার, বড় কিছু দিবার সে কি দুরূহ সাধনা…

প্রতিযোগিতা, কিন্তু তাহাতে তিক্ততা ছিল না—তাহার মধ্যে রহিয়াছে কিশোর মনের মধুময় স্বচ্ছতা…

আবার ছবি মিলাইয়া যায়—

প্রতিযোগিতার শেষ—আজ সে কর্ম্মজীবনে দৈনন্দিন নাগর দোলায় দুলিতেছে।

কিন্তু এই কি নিবৃত্তি—?

না, প্রত্যহই মানুষ মনে করাইয়া দেয়—তাহার অপূর্ণতা।

পূর্ণতার জন্য চাই বধূ—

তাহাতে কি প্রাণে জাগিবে পরমোৎসব রাত্রি।

আনন্দ সরোবরের উচ্ছল তরঙ্গ কি তাহার চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিবে।

ভাবনায় বাধা পড়ে—অনঙ্গ দুধ ও রসোমালাই শেষ করিয়া বলিল—

"তোমার কাজ আছে এখন না হয় উঠি…"

বলিলাম…'না, না বসো, একটু গল্প করা যাক'—

অনঙ্গের বোধ হয় কাজ ছিল না—সে সোফায় আরাম করিয়া বসিল, তারপর সহাস্যমুখে বলিল…"কি শুনতে চাও, হ্যাভলক এলিস না ফ্রয়েড—?

উহার কথার ব্যঙ্গ আমকে একটু খোঁচাইবার জন্য।

সে খোঁচা নীরবে সহ্য করি।

"তা নয়, জানতে চাই, এতে তোমার স্বার্থ কি ?"

অনঙ্গ হাসিল—শুচি স্নিগ্ধ, দিল-খোলা হাসি।

"আমি মাষ্টার মানুষ, আমার কাছে বক্তৃতা চাও, দিতে পারি—মানুষের মনে বৃহৎ কি কাজ করেনা—পরার্থপরতা কি সংসারে একান্তই অসম্ভব ?"

"এ তাহলে পরার্থপরতা ?"

"সে প্রশ্ন কেন—আমি করছি তর্ক—আজকের দিনে কন্যাদায় পিতৃদায়ের চেয়ে কঠিন, কাজেই এ বিষয়ে সাহায্য প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য…

বলিলাম—"তুমি উকিল হ'লে বেশ পসার করতে পারতে ?"

অনঙ্গ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল…"তাহলে কি আজ এমনই চাটুবৃত্তি করতে হত ?" থামিয়া বলে :—

"কলাপ ঘোষ স্কুলের সেক্রেটারি, হেডমাষ্টারি কাজটা তারই হাতের দান…তার জন্যই চেষ্টা করছি…তুমি কি গরীবের এসব দুঃখ বুঝবে ?"

এতক্ষণে থলিয়া হইতে বিড়াল বাহির হইল।

প্রবচনটি ইংরেজী—কিন্তু আমাদের দেশেও অনুরূপ ঘটে না কি। আমদের মনে পড়ে ছোট বয়সে অবাঞ্ছিত বিড়াল ধরিয়া পরের বাড়ীর দরজায় ফেলিয়া আসিয়াছি।

সত্যই জীবনের এই পরিচয়।

বৃহৎ চিন্তা, বৃহৎ কল্পনা—সে শুধু কল্পনা।

সত্য এই হানাহানি সংঘর্ষ।

দয়া নাই, মায়া নাই—সুকঠোর কঠিন সংগ্রাম।

নির্ম্মম, নিষ্ঠুর—প্রতিযোগিতা।

অনঙ্গকে দোষ দেই না—।

সকরুণ কণ্ঠে বলিলাম…"আমি নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র…"

অনঙ্গ হাসিয়া বলে…'তা হলেই হবে…আমার মাত্র সেইটুকু দাবী—"

যাক, অনঙ্গ বুদ্ধিমান ও চতুর হইয়াছে।

সে উঠিল…'আসি এখন, বেলা হয়েছে…"

রায় বাহাদুর যশোধর বাবুর নিমন্ত্রণ চিঠি আসিল।

পড়িয়া দেখি আমার নাম নাই। দেখিলাম ভুল হইয়াছে —যেটা দিয়াছে সেটা নিমন্ত্রণের চিঠি—সান্ধ্যভোজনের। তাহাতে আমার নাম নাই—পরে আসিল উদ্যান সম্মেলনের নিমন্ত্রণ চিঠি।

মুন্সেফদের সাধারণে খাতির করে কম। কারণ তাহাদের

বিচার মামুলি—তাহারা কোনও অভিলষিত পূর্ণ করে না। তাহাদের আক্রমণ নাই—তাই তাহাদের প্রতিপত্তি নাই।

তাই তাহাদের বাড়ী ভেট আসে না—অর্দ্ধমূল্যে দোকানী জিনিষ দেয় না। মনে একবার রাগ হইল—যাইব না। কোথাকার কোন্ রায়বাহাদুর। এইসব রায়বাহাদুর দলের জন্য আমার একান্ত মর্ম্মবেদনা।

আপন মর্য্যাদাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা কেবল দিনের পর দিন চাটুতার তৈললেপনবিদ্যা শিখিয়াছে। ইহাতে তাহাদের অভ্যুদয় মসৃণ হইয়াছে, তাহাদের আপন প্রভুত্ব বাড়িয়াছে।

কিন্তু অনঙ্গের কথা মনে পড়িল।

তাহাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়িল।

নিজের মনের এই সঙ্কটে নিজেই পুড়িয়া মরিলাম।

মনে জাগিল তর্ক।

সংসারে অর্থ-বৈষম্য আছে— তাই সত্য বাঁচিতেছে না। তাহাদের সমস্ত আয়োজন মিথ্যা—সমস্ত চেষ্টা অন্তঃসার শূন্য—প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মবঞ্চনা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।

যদি ধনসাম্য হয়—যদি কোনও দিন এই অহেতুক বৈষম্য দূর হয়।

তখন জাগিবে সত্যকার প্রতিভা—

তখনই জাগিবে মানুষের অকলঙ্ক সাধনা—সত্যপূত তপস্যা

কিন্তু সে 'যদি' কোন দূর ভবিষ্যতে কে জানে?

সে স্বধু স্বপ্ন রহিবে, না বাস্তব হইবে,

একমাত্র মহাকাল তাহা জানেন।

সবাই নিজের মোটরে না হয় বন্ধুর মোটরে চলিয়াছে—

আমি চলিয়াছি হণ্টনে।

ভাগলপুব সিল্কের চলনসই পাঞ্জাবী—বাটা কোম্পানীর শ্লিপার আর চেরী কাঠের লাঠি—গলায় ক্রিমেঞ্জের সোনালি বোতাম—এইত সজ্জা।

জি, পি...মোটর থামাইয়া আহ্বান করিলেন।

তাঁহার ভদ্রতাকে ধন্যবাদ।

বলিলাম—'নমস্কার, বিকালে আজ ত খেলা হ'বে না...একটু হাঁটি'।

সময়ের কিছু পরে পৌঁছিলাম

সকলের পরিধানে চক চকে স্যুট—তাহাদের হরেক রকমের টাই যেন হরেক রকমের ঋতুপুষ্প।

আমাকে কেহ বিশেষ সমাদর করিল না...

একজন উদ্দিপরা চাপরাসা শুধু সেলাম বাড়াইয়া বসিতে অনুরোধ করিল।

আমি সজোরে যেখানে মন্ত্রী মহাশয়—সেইখানের একটী খালি সোফায় গিয়া বসিয়া পড়িলাম।

সেখানে কমিশনার মিঃ ব্রিটেন, মিসেস ব্রিটেন,—একটি বাঙ্গালী মহিলা ও একটি বাঙ্গালী তরুণী—

অনঙ্গের কথা স্মরণে পড়িল।

মহিলাটির বপু দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান···তাহার উপর হিল তোলা জুতায় তাহাকে অদ্ভুত দেখাইতেছিল।

তাহাকে হবু শাশুড়ী ভাবিতে মোটেই আহ্লাদ হইল না।

তরুণীটি অবশ্য তন্বী—গৌরী নহে, কিন্তু মুখে যৌবনের লাবণ্য জাগিয়াছে।

এইবার বিপুল বপু মিঃ ঘোষ আসিয়া বলিলেন—'আপনিই রসিক বাবু, আসুন আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করে দেই—"

একস্থানে মিসেস ব্রিটেন, মিসেস ঘোষ, মিস ঘোষ ছিলেন

মিঃ ঘোষ পরিচয় পর্ব্ব শেষ করাইয়া আমাকে সেখানে বসাইয়া বিদার লইলেন।

মহিলাদের পরিচর্য্যায় ও আলাপে খুসী করিবার দুর্ব্বহ ভাব আমার উপর পড়িল।

মিঃ ব্রিটেন পরিণত বয়স্ক, কিন্তু মিসেস তরুণী—মুখে লিপষ্টিক ও রুজ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহার সৌন্দর্য্য মনোহরণ করে।

মিসেস ব্রিটেন বললেন···"আপনার স্বদেশী পোষাকে আপনাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।"

বলিলাম···"আমার সহকর্ম্মীরা অন্যরূপ ভাবেন··· কাক ময়ূরের পোযাক পরলেই··"

কথা থামাইয়া মিসেস ঘোষ জায়া বলিলেন, 'তা ঠিক নয়,

তবে অনেকে এসব পার্টিকে অফিসিয়য়াল ফাংসন মনে করেন, তাই অফিসিয়াল ড্রেসে আসেন ·”

যাক বাঁচা গেল। মিসেস ঘোষ প্রশংসনীয়। জানিনা তাঁহারই ইঙ্গিতে মিঃ ঘোষ নানা আবর্ত্ত কাটাইয়া আজ এত উচ্চে উঠিয়াছেন কিনা—

কণিকা বলিলেন…“স্বাদেশিকতা ভাল, কিন্তু অপরের নিন্দা বোধ হয় ঠিক নয়…”

কণিকার কথা সুন্দর।

কণিকা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—“শারদীয়া দিনবার্ত্তায় আমার প্রবন্ধ পড়েছেন কি ?”

লজ্জায় লাল হইয়া বলিলাম…“না”

মিসেস ঘোষ লজ্জার তারিণী হইলেন, বলিলেন…“ওঁকে একটা কাপি পাঠিয়ে দিস না কণি…উনি নিশ্চয়ই পড়ে আনন্দ পাবেন…”

বলিলাম…“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই…”

আসিল চা পর্ব্ব।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গন…দীর্ঘিকার তটে, মাঝে মাঝে ফুলের কেয়ারি, তার মাঝে তৃণ ভূমি…স্থানটি সুরম্য।

রায় বাহাদুর ঝানু লোক। চা পর্ব্বে খরচ বিশেষ কিছু করেন নাই ··কচুরি—চিঁড়ে ভাজা, একটী করিয়া আইস-ক্রীম সন্দেশ—আর চা…„

তবে আর সব রাজকীয়।

রায় বাহাদুর শুনিলাম মোক্তারি করিতেন।

কিন্তু তাহার সাহেব বাড়ীর পোষাকে তাহাকে সুন্দর মানাইতেছিল।

গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত—প্রৌঢ়ত্বেও তাহা মলিন হয় নাই। সত্যই রাজা হইবার মত সুদর্শন সৌম্য চেহারা।

চা-পানের শেষে কণি ও আমি পরস্পর আলাপে মগ্ন হইলাম।

কণিকা বলিলেন…"মুন্সেফদের লোকে ঘৃণা করে কারণ তারা অর্থকৃপণ.. আপনি কি একটা মোটরে আসতে পারতেন না—আমাদের কেন খবর দিলেন না…আমাদের গাড়ীটা পাঠিয়ে দিতাম…"

থতমত খাইয়া গেলাম! কণিকা দেবী কি স্থির করিয়া লইয়াছেন যে তিনি আমার ভাগ্যবিধাতা হইবেন। একবার অপাঙ্গে অনঙ্গের দিকে চাহিয়া লইলাম—সে দূরে জুট, পাবলিসিটি, ডেট কনসিলিয়েসান অফিসারদের সঙ্গে আলাপে মগ্ন—চোখে চোখ মিলিল…সেখানে দুষ্ট হাসি।

অনঙ্গ আমাকে খুব জব্দ করিয়াছে।

আমায় নিরুত্তর দেখিয়া দেবীর বোধ হয় সহানুভূতি জাগিল। করুণা-সুন্দর কণ্ঠে বলিলেন—

"না, না, এটা আপনাকে আঘাত নয়, আপনি একজন অফিসার… আদব কায়দা আপনার শেখা দরকার—এইত এসে

৭

বাবার সঙ্গে আপনি আলাপই করেন নি···অথচ জানেন বাংলা-দেশে বাবার মত নামকরা অফিসার কেউ নেই···”

অরসিক রসিক আমি—এই শ্লেষ, এই ব্যঙ্গ, এই উপদেশ ও এই করুণার বন্যায় ভাসিয়া গেলাম। বলিলাম···“আমি একান্ত আনাড়ি—”

“তা জানি···অথচ অনঙ্গ বাবু বলছিলেন আপনারা ধনী···আপনাদের কলকাতায় বড় বাড়ী···”

বুঝিলাম অনঙ্গের লঙ্কাদহনে আমি দগ্ধ না হইয়া পারিব না

নিরুত্তর হইয়া রহিলাম।

মন্ত্রীমহাশয়ের নিকট কণিকার ডাক পড়িল।

কণিকা চালাক—কণিকা প্রগল্‌ভা—সে আপন ইংরাজী বকুনির লাভাপ্রবাহে মন্ত্রী ও কমিশনার মহোদয়কে অবাক করিয়া দিল।

মিসেস ঘোষ ধীরে ধীরে কাণে অমৃতবর্ষণ করিলেন···“কণির মত মেয়ে হয়না···শুনেছেন ওর ইংরেজী কথাবার্ত্তা···ও মেমের কাছে ইংরেজী শিখেছে···ওর কবিতার বই ব্যথা ও বেদনা কাগজে খুব প্রশংসা পেয়েছে···”

আমি গর্ব্বিতা জননীর গর্ববোধকে ক্ষুন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করিলাম···বলিলাম

“তা ঠিক, এরা সব ভাবীযুগের অগ্রদূত···”

মিসেস ঘোষ আমার দিকে তাহার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিলেন—

"না, না' ও আদৌ দেমাকী নয়, এতগুণ অথচ এমন নরম…আসবেন আমাদের বাড়ী একদিন…আপনাকে ব্যথা ও বেদনা একখণ্ড দেব—খানিক থামিয়া বলিলেন :—

"কবে আসছেন বলুন ?"

বলিলাম··"এখন ' কতকগুলি কাজে ব্যাপৃত…আসবে কয়েক দিনের মধ্যে…

"বেশ, আমি না হয় একদিন চায়ে ডেকে পাঠাবো… গাড়ী পাঠিয়ে দেবো·· "

অনঙ্গের নাগপাশ জড়াইতেছে। কিন্তু এই ভদ্র ও অতি সঙ্গত আচরণে আপত্তি করিবার কোনও হেতু নাই…তাই মৌন হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইল ।

মিঃ ঘোষ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন…কালসন্ধ্যায় ইমামবাড়ার মোতোয়ালি সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ করতে চান · আপনি যেতে চান ত বলুন …"

"না, না এসব ডিনারে আমি বিশ্রী হয়ে পড়ব, আমি না খাই মাংস…না খাই মুসলমানের হাতে…"

"ওঃ, তাহলে থাক…"

কণিকা উঠিয়া আসিয়াছিল, বলিল · "এ আপনার ঠিক নয়। মুসলমানদের আপনি ঘৃণা করেন…?"

"না আদৌ ঘৃণা করি নে—"

"তবে—? "

"তাদের হাতে খাই না···এটা ঘৃণা নয়। এটা আচার—আচারের উপর ধর্ম্ম···"

"আপনি তাহলে গোঁড়া হিন্দু···"

"গোঁড়া কি না জানি না···হিন্দু"

"আপনি বলতে চান—আমরা হিন্দু নই ··"

"ওসব ত আমি বলিনি···আপনারা আচার মানেন না—আমি মানি···"

"কুসংস্কারকে আপনি বিংশ শতাব্দীতে পূজা করেন—এর চেয়ে আশ্চর্য্য কি ?"

"কিন্তু আচার ত কুসংস্কার নয়···"

"আপনি এ সব বুঝবেন না···"

অন্য কথা পাড়িবার জন্য বলিলাম·· "আপনি সান্ত্বনা হোমকে চেনেন ?

কণিকা আপন ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল—"না, তিনি আপনার কে ?"

"কেউ না তবে খোঁজ করছি..যদি কেউ হতে পারেন···"

কণিকা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল···"আপনার কথা হেঁয়ালি হয়ে উঠছে···"

"হেঁয়ালি আদৌ নয়, আমার কাছে ভুল করে সান্ত্বনা হোমের একখানি চিঠি এসেছে···সেই থেকে তার খোঁজ করছি···"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কণিকা বলিল—"ওঃ তাই বলুন···"

আমি বলিলাম…"এ নিয়ে আপনার বিহ্বলতার কারণ বুঝি না…"

আয়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কণিকা বলিল…"সমস্ত কারণ কি আমরা জানি…"

তাহার নয়নে যেন বিদ্যুজ্জ্বালা খেলিয়া গেল।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

পার্টি ভাঙ্গিল। মিঃ ঘোষ বলিলেন…"চলুন মোটরে…"

বলিলাম…"না, অন্যদের সাথে সান্ধ্য ভ্রমণ করতে করতে যাবো।"

যশোধরবাবু আসিলেন—বলিলেন…"আমায় ক্ষমা করবেন আপনাকে আমি চিনতে পারি নি…"

হাসিয়া বলিলাম…"চিনতে পারবার মত আমার ত কিছু নেই রায়বাহাদুর…"

রায়বাহাদুর বিনয় সম্ভাষণে প্রতিবাদ করিলেন…

পুনরায় বলিলাম…"আমরা তেলাপোকা হাকিম…"

রায়বাহাদুর বোধহয় আমার ক্ষোভের কারণ বুঝিলেন… চুপ করিয়া গেলেন।

ইহার পর রায়বাহাদুরের গাড়ী সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ লইয়া ত্রুটি মার্জ্জনার জন্য আসিয়াছিল। আমি যাই নাই।

অনঙ্গ বলিল…"কেমন দেখলে?"

"চমৎকার—তবে আমরা মৃত্তিকার ধূলি…আর তিনি আকাশের তারা—তোমার স্বপ্ন মিছাই পোষণ করছ!

অনঙ্গ বলিল…"তুমি কি খালি রহস্য করবে?

হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"হাতী পোষা মুন্সেফের সাধ্য নয়…

"কিন্তু এ ত হস্তিনী নয়, এত কণিকা…"

"হাঁ বিদ্যুৎ কণিকা—যে বিদ্যুৎ রসে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে…"

অনঙ্গ বলিল…"কিন্তু আজকাল তোমরা ত মরতেই চাও…"

হাসিলাম…"তা চাই··সে দুর্দ্দশা যদি হয়, তবে তোমার শরণ নেব ভাই…"

অনঙ্গ রাগ করিয়া ভিন্ন পথ ধরিল।

(১০)

ছাদে জাপানী মসলন্দ বিছাইয়া শুইয়াছি।

হেমন্তে এখনও বিশেষ শীত পড়ে নাই—।

সুরঙ্গমা ও কণিকা

ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা আর ভিক্টোরিয়া লিলি।

দুষ্প্রাপ্য, দুরধিগম্য—অবর্ণনীয়, হয়ত অচিন্তনীয়।

কাম।

কাম আর প্রেম।

ইহারা কি—জীবনে যত কবিতা, যত আনন্দ, যত সুষমা, তাহা কি কামের অবদান নয়?

চৈতন্যচরিতামৃত—কাম ও প্রেমের বৈষম্য স্থির

করিয়াছেন…আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি তাহার নাম কাম—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি তাহার নাম প্রেম।

ইহার আধ্যাত্মিকতার নিন্দা করি না।

কিন্তু আসলে কি কিছু বুঝিলাম—

নর ও নারীর মিলনের সাথে এই কাম ও প্রেমের তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়।

নর ও নারীর স্বাভাবিক মিলনে যে আনন্দ সরোবর উচ্ছল হইবে—তাহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার কি আছে ?

সুরঙ্গমার ক্ষুধিত যৌবন দেহযমুনায় আবদ্ধ থাকিতে চায় না—সে কূল ভাঙ্গিয়া বিপ্লব বাধায়—কণিকার হৃদয় আশায় উজ্জ্বল—সেখানেও বাণ আসিয়াছে, কিন্তু তাহা তাহাকে ভাসাইয়া লইতে পারে নাই।

সুরঙ্গমা ও কণিকা—ইহারা জীবনে যে সাড়া দিল তাহার জন্য তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই, কিন্তু তাহাদিগকে ঘরণী করিয়া জীবন-সমুদ্র পাড়ি দিবার দুর্ব্বাসনা যেন না করি।

না, এ সব চিন্তা নয়।

বক্তৃতা দিবার দিন আগাইয়া আসিতেছে।

ঘরে গিয়া লিখিতে বসিলাম।

"শিক্ষায় ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব সুর ছিল—সে সুর তার ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ। বেদাধ্যয়ন—নব জন্ম—নব দৃষ্টি।"

মন অতীতে ফেরে—।

যতই সে ভাল করুক, অতীতের অমৃত পিপাসা বোধ হয় আজ চলিবে না। আজ চাই নূতন দৃষ্টিকোণ—

আমাদের নূতন পরিবেশ—নব নর ও নব নারীর সংগঠনে প্রবৃত্ত।

কিন্তু সেকালের অমরত্বের, সেকালের ভাগবত জীবনের বদলে ইহাদের জীবনে কি প্রেরণা দিব?

ভাবিতে বসি নদীর তরঙ্গের মত তরঙ্গ ওঠে—ভাবনা অনেকটা সেই প্রকার।

মহামানবতা—বিশ্বপ্রেম—বিশ্ববোধ।

কথাগুলি চমৎকার।

ইহাদের প্রত্যেকের ভিতর অনেক ভাবের অভিব্যক্তি আছে। নানাবিধ প্রকাশ আছে—নানাবিধ ভঙ্গী আছে।

সেই কথাটাই আমার বক্তৃতায় ফুটাইব।

কিন্তু কোনও কথাই লেখা হইল না, শরীর অবসাদে ভরিয়া উঠিল। শরীরে ক্লান্তি ও জড়তা। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—

একি জ্বর হইল—মাথাটা বিশেষ ধরিয়াছে।

বিছানায় পড়িলাম।

ডাকিলাম—"জংলি"

জংলি সেবা করিতে জানে—সে আমার হাত পা টিপিতে বসিল। ঠাকুর খবর পাইয়া আসিয়া বলিল..."কি খাবেন বাবু?"

"খান কতক লুচি করে দেও—"

সর্দ্দি জ্বর—বোধ হয়।

নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

লুচি সর্দ্দি জ্বরের উত্তম পথ্য—এ কথা কে শিখাইয়াছিল জানিনা—

যিনিই শিখান—তিনি ধন্যবাদার্হ।

আরদালি ভূপতি।

মাথায় টাক, লম্বা দোহারা চেহারা—গায় ছিন্ন জামা—গোয়ালা—বুদ্ধি বিশেষ নাই, কিন্তু সেবায় একান্ত-তৎপর।

সে ডাকিয়া আনিল—মিঃ সেনকে—আমাদের সিভিল সার্জন।

মিঃ সেনকে শ্যেনপক্ষীতে পরিণত করিবার ধৃষ্টতা আমার নহে, তিনি নিজে সর্ব্বপ্রকারে আপনার ভারতীয়ত্ব মুছিতে চান। বিবাহ করিয়াছেন শ্বেতাঙ্গিনীকে—কথায়, বার্ত্তায় আলাপে, আচরণে পূরাদস্তুর সাহেব।

নাড়ী টিপিলেন—বুকে ষ্টেথস্কোপ দিলেন—তারপর খস খস করিয়া পার্কার পেনে অফিসের স্লিপে প্রেসকৃপশান লিখিলেন…।

সরকারী চাকর আমি।

আমার জন্য ফি তাহার পাওনা নহে—কেবল চলিবার সময় ট্যাকসি ভাড়া বলিয়া চারটি টাকা পকেটস্থ করিয়া বিদায় লইলেন।

মল্লিক মহাশয় কৃপণ কিন্তু পরার্থপর।

ডাক্তারের গাড়ী দেখিয়া আমার সন্ধানে আসিয়াছিলেন…। ডাক্তার বিদায় লইল।

"এত ভাবনা করছেন কেন, কিছুই হয়নি—ঠাণ্ডালেগে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছে—বলেন ত একটু হোমিও ঔষধ দিতে পারি—"

শ্যেনের আলাপ মনে পড়িল—"হোমিওপ্যাথি কি একটা সিষ্টেম—Absolutely bogus affair—"

কিন্তু শ্যেনের দীর্ঘ ফর্দ্দ দেখিয়া দমিয়া গেলাম। বলিলাম—"দিন, যদি ভাল মনে করেন।"

মল্লিক মহাশয় সেবা, শুশ্রূষায় ও চিকিৎসায় লাগিয়া গেলেন।

তাহাকে কৃপণ যে বলি তাহা ভুল—তাহার নিজস্ব হিসাব আছে—সেই হিসাবের বাহিরে তিনি যান না…কিন্তু সেই হিসাবের মধ্যে আন্তরিকতায়, সহৃদয়তাব তিনি অতুলনীয়।

দুই দিন ভুগিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলাম।

অনঙ্গ আসিল…বলিল—"ওপাড়ায় ভাল নাপিত নেই—দেখনা চুল কেমন করে কেটেছে—সেই লজ্জায় বার হইনা—"

হায়রে হায় বরিশালের এই দুর্দ্দশায দুঃখ হইল।

মন ভাল ছিল না—অবসন্ন, ক্লিষ্ট ও ব্যথিত।

দুগ্ধ ও রসোমালাই আনিতে ভুলিয়া গেলাম। অনঙ্গ ধীরে ধীরে বলিল— "মিসেস ঘোষ তোমার জন্য ছোটখাট একটা চা পার্টিব আয়োজন করছেন।"

"কেন আমি ত এখন অসুস্থ..."

আরে এবুঝি অসুস্থতা—গরজ বড় বালাই—সেদিন কাগজে দেখছিলাম তারে বিয়ে হয়ে গেল—পাত্র আমেরিকান সৈনিক— রয়েছে ইংলাণ্ডে— সে টেলিগ্রামে আপন Sweet heart কে লিখল...আজ থেকে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী...পত্নী তারে উত্তর দিল...তথাস্তু আজ থেকে তুমি আমার স্বামী... তারের বিনিময়ে হৃদয় বিনিময় হল,..."

ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম—"কিন্তু আমার ত বিশেষ গরজ বুঝতে পারছিনা"—"হয়, Zanতি পার না—"

অনঙ্গও রসিকতা করে। তাও আবার রাজশেখর বসুর রসিকতা ধার করিয়া, আশ্চর্য্য হইলাম।

চুপ করিয়া বাহিরে চাহিয়া রহি।

বুগোনভিলিয়ার ফুল কাঠের জাফরীকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য লইয়া অনঙ্গের সঙ্গে আলোচনা চলেনা।

অনঙ্গ জানে বাস্তব সত্য, বোঝে নগ্নদারিদ্র্য ; পরে খদ্দর... রাখে টিকি, কাটে বিদ্যাসাগরী চুল।

তাহার আপটুডেট ফ্যাসনবেল ছাটাই, তার সজ্ঞান মনের ক্রিয়া কি তার নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া, বুঝিতে পারিনা।

টেবিলে আমার বক্তৃতার সারাংশ পড়িয়াছিল—অনঙ্গ তাহাতে চোখ বুলাইয়া বলিল—"এসব লিখছ কোন ছাই, গল্প লেখ—বর্ত্তমান যুগ উপন্যাসের—যা কিছু বলতে পার বলবে উপন্যাসের পরিমণ্ডলে।

হাসি পায়।

ঔপন্যাসিক রসিক—কিন্তু মন্দ কি ?

অবশ্য চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা নাই—কিন্তু সে দক্ষতার মূল্য চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ। নভেলের কারবার আদর্শ নিয়া নয়, ধর্ম্ম রাজনীতি নিয়া নয়—নভেল চায় মানুষের সাধারণ জীবন—তাহার সাধারণ ঘরোয়া কথা।

এই সাধারণকে রসময় করার একটা আর্ট আছে—সকলের হাতে সে কৌশল ধরা পড়েনা—যে জন গুণী তাহার হাতেই ধরা পড়ে।

বলিলাম ক্ষীণকণ্ঠে—"কিন্তু তার জন্য চাই অভিজ্ঞতা—"

অনঙ্গ বলিল—"অভিজ্ঞতা চাই এসব বাজে কথা, বলতে পার চাই সরস মন, যে মন—আড়ষ্ট নয় আমাদের মত অবসাদে ; যে মন সাড়া দেবে নিত্যদিনের এই লীলানাট্যে, প্রতিদিনের হাসিকান্নার আলোছায়া নিয়ে সে পাঠকের চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দেবে…"

অনঙ্গ কলেজ জীবনে সাহিত্য চর্চ্চা করিত। উহার বলিবার ভঙ্গী মন্দ নয়। উৎসাহিত হইয়া উঠি—বলি,—"চেষ্টা করব।"

"কিন্তু এ ত চেষ্টার ব্যাপার নয় ভাই, এ হল প্রেরণার, তাই বলছি কণিকাকে ঘরণী কর—আসুক জীবনে আস্বাদ, আসুক আনন্দ, তখন সেই নবলব্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখ এই বিশ্বকে, আর সেই সচেতন স্পর্শকে প্রকাশ কর অনবদ্য সাবলীল ভাষায়।"

হাসিয়া উঠি।

"হাসছ কেন; আমায় স্কুলমাষ্টার জেনে হেনস্থা করছ; এই জন্যই ত তোমাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলি..."

"ঠিক তা নয়..."

"তবে ঠিকটা কি ?..."

"ভাবছি, তুমিও ত এই রোমান্টিক দৃষ্টি একদিন পেয়েছিলে. তোমার মনে ছিল কাব্যের স্বপ্ন...অথচ..."

অনঙ্গ গম্ভীর হইয়া বলিল,—"হঁা তা বলতে পার ভাই; কলেজে স্বপ্ন ছিল; ভারতীর চরণবন্দনায় কাটাব জীবন... সাহিত্যের শতদলে করব বিচরণ ; কিন্তু জানই ত দারিদ্র্যদোষ, সংসারে প্রতিভা পায়না বিকাশ...এই জগদ্ব্যাপী অন্যায় ব্যবস্থার জন্য, লিখিনি কিছু তা নয়, কিন্তু প্রকাশ করবে কে ? সংসারে ধন আছে যার সে পায় সর্ব্বত্র সুগম সাফল্য; আর ধন যার নেই তার চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার...এই জন্যই ত পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন চাই..."

অনঙ্গের এই দীর্ঘনিঃশ্বাস নিরর্থক নয়। সত্য, অনঙ্গ প্রতিভাশীল জীবনসংগ্রামের তাড়নায় বিধ্বস্ত না হইলে সে সত্যই সৃষ্টি করিতে পারিত, কিন্তু অন্নচিন্তা সত্যই চমৎকার —মানুষকে সে নির্ব্বীর্য্য, আশাহীন, শক্তিহীন করিয়া তোলে।

অনঙ্গ বিদায় নিল।

আজিও ছুটি। কাছারী যাইব না।

শুইয়া শুইয়া হেমন্তের শীতসুন্দর মাধুর্য্য অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে ছিলাম

আর তাহার সঙ্গে ধন বৈষম্যের কথা ভাবিতেছিলাম।

কানে মল্লিক মহাশয়ের পাঠ শোনা গেল।

মল্লিক মহাশয় সুরসিক পাঠক—তাহার গলায় সুর ও বল উভয়ই আছে।

বোধ হয় দোঁহাবলী পড়িতে ছিলেন।

চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

ধনের সমস্যা ভক্তকেও পীড়ন করে দেখিতেছি।

মল্লিক মহাশয় পড়িতেছিলেন ;—

ধনতে কুলবুদ্ধি ধনবন্তা
ধনতে হোত পণ্ডিত গুণবন্তা
ধনতে হীন পুরুষ হয় কয় সে।
জীবহীন দেহ সব জয় সে॥
ধনতে হোত ধর্ম্ম প্রভু সেই
ধনতে হোত সুযশ সমুদাই
যো কুলহীন লভত ধন কুলতে
ধন বিনু রোও ত রাতি দিন বীতে।

সত্যিই ত।

যার ধন তারই কৌলীন্য—তারই বুদ্ধি। এই যে ধনিক সমাজ চলছে, সেখানে বারংবার এই ছবি দেখছি।

যে ধনহীন তার পাণ্ডিত্য নিস্ফল। ধনবানই পণ্ডিত বলিয়া মান লাভ করে।

যার ধন নাই সে শবের মত অনাদরণীয়।

এই যে আমাদের সমাজ—এখানে ধন আনিতেছে ধর্ম্ম, প্রভুত্ব ও সুযশ। ধন যার, সে হীনকুলজ হইলেও মহাকুলীনের সম্মান লাভ করে। যে দরিদ্র, ধনহীন তাহার কষ্টের সীমা নাই। জীবিকানির্ব্বাহের ক্লেশ তাহাকে দিন রাত দগ্ধ করে।

অনঙ্গ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চরিত্রবান্ প্রতিভাবান অনঙ্গ জীবনে সুযোগ সুবিধা পাইলে মহৎ হইতে পারিত, সে হয়ত পৃথিবীতে কল্যাণ ও আলো দিতে পারিত।

কিন্তু ভাগ্যচক্র বিরূপ—

গ্রের কবিতার কথা মনে পড়ে।

অনেক মণি অরণ্যে আপন দীপ্তি ছড়ায়, সুন্দরীর গলায় সে শোভা পায় না, বনফুল নির্জ্জন প্রান্তরে অনাদরে শুকাইয়া যায়।

অনঙ্গের ক্ষোভ অকারণ নয়।

এমন সময় জংলি উর্দ্দি পরা আরদালিকে শয়নকক্ষেই আনিল। মিসেস ঘোষ একটী ছোট সঙ্গীতের আসর করিয়াছেন। কাল সন্ধ্যা সাতটায়—

আমি না গেলে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন।

এই আয়োজন আমারই উদ্দেশ্যে ভাবে ও ইঙ্গিতে তাহাও জানাইয়াছেন।

স্নেহ ও প্রীতির এই উদ্বেলতাকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস হয় না।

লিখিয়া দেই—অসুস্থ তথাপি চেষ্টা করিব।

আরদালি কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া যায়।

দরজার পর্দ্দা পড়িয়া যায়।

চোখ বুজিয়া ভাবিতে বসি।

(১১)

আলোকোজ্জ্বল সঙ্গীতের আসর।

কণিকা গাহিতেছিল—সত্যই তাহার বীণানিন্দিত কণ্ঠ।

সঙ্গীত ও সুরগ্রাম আমি বুঝি না।

আমার সমালোচনা নয়, সেই সন্ধ্যায় কণিকার গান ভাল লাগিয়াছিল, ইহাই বলিতে চাই।

আসরে নানা মানুষ—নানা বর্ণ ও বেশ।

মহিলারাও ছিলেন—।

তাহাদের চন্দ্রানন—তাহাদের জর্জ্জেট শাড়ী—তাহাদের লাবণ্যমুখর দৃষ্টি—কিন্তু সব ছাপাইয়া কণিকার গলা কাজ করিতেছিল।

আমার বিশেষ অভ্যর্থনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

তাই লজ্জায় চুপ করিয়া বাহিরের তারকার দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করিয়া এক মনে গান শুনিতে লাগিলাম।

নারীর বহু রূপ—কণিকার এই রূপ প্রিয়।

এখানে সে বেত্রদণ্ডধারিণী নয়—এখানে সে সুররসিকা প্রিয়া।

সঙ্গীত আমি বুঝি না।

কণ্ঠের সুর, যন্ত্রের সুর মিলে যে ঐক্যতান সৃষ্টি করে, মূল্য আছে তার প্রকাশের মাধুর্য্যে—কিন্তু আমার মত আনাড়ি পাইনা সেই ভাবের স্পর্শ, যার সুর রসিকের চিত্তে ফুটে কথার ফুলঝুরিতে।

জলসা শেষ হল অনেক রাত্রিতে।

নীল আকাশের বুকে চলে, তারার মালার অভিযান।

কে জানে ওই দূর জগতের আলোপিণ্ডগুলি মানুষের ছেলেখেলা দেখে কি না?

আমাকে বাঁধিবার ও বিঁধিবার জন্য কণিকার এই চেষ্টা কি গ্রহনক্ষত্রে কোনও ভাবের তরঙ্গ তুলে? কে জানে?

কিন্তু আমি পুলকিত।

আত্মগরিমা স্বাভাবিক—বাঁচিবার ইহা মন্ত্র

তাই গরিমার উল্লাসে উল্লসিত রসিক—আর নিত্যদিনের রসিক এক নহে।

আসর শেষে আহারের আয়োজন।

পত্রল পুষ্পল কুঞ্জে আমি ও কণিকা

বর্ত্তমান কালের পূর্ব্বরাগের আয়োজন—অচল হিন্দু

সমাজেও সচলতা অবশ্যম্ভাবী। কালের দুরন্ত পদক্ষেপ, ঘুমন্তকেও জাগায়।

কণিকা সুন্দরী—সজ্জায় ও প্রসাধনে অসামান্যা।

আমি কবি নহি, কিন্তু মতিদার সহজ অধিকার যদি পাইতাম তবে এখন হয়ত একটা কবিতা লিখিতাম।

ছন্দে ও লয়ে প্রকাশ করিতাম—

"হে অনবদ্য অনাদি সুন্দরী ···কাল ও দেশের permutation এবং combination তোমায় আমায় মিলিয়েছে কত infinite dimension এ, কিন্তু এই ত বিস্ময়, এ কৌতুক নিভুহিনা। তাই ত কৌতুক অফুরন্ত—তাই ত আগ্রহ অনির্ব্বাণ। হে লীলাময়ী, তোমার লীলা কি কোনও কালে সংবরণ করিবে না—এই যে চিরন্তন প্রয়াস—ইহার অন্ত কোথায় ?"

হে প্রচণ্ড শক্তিময়ী ! তুমি কি শঙ্করাচার্য্যের মায়া—তুমি কি সাংখ্যের প্রকৃতি—তুমি কি বার্গস'র Elan vital—তুমি কি আইনষ্টাইনের Relativity—তুমি কি বার্নাড শর লাইফ ফোর্স—তুমি কি রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা—তুমি কি —এক কথায় কি নও ? হে অপ্রকাশিতে, তুমি প্রকাশ হও।

হে বিশ্বের চির সৌন্দর্য্যময়ী—বিশ্ববিধাতা তোমায় যে তিলোত্তমা করিয়া গড়িলেন—সে কি রবে একটী অনন্ত প্রচেষ্টা কোনও দিন কি শেষ হবে না ?

পদ্মের সুরভি—আকাশের বর্ণরাগ—কাঞ্চনজঙ্ঘার অনুপম

লাবণ্য— তুষারের শীতলতা আর অগ্নির লীলাদহন—এই অসম্ভবের মিলনে কি তোমার সৃষ্টি, হে আসামান্য অনির্ব্বচনীয় রূপময়ী।

রূপ? কোথায় সেই abstract কল্পনা—সে কি তোমারই concrete স্বরূপের মনোরূপ?

আমার কল্পনার স্রোতোধারায় বাধা পড়িল—কণিকার সুধানিন্দিত কণ্ঠের প্রশ্ন—

"কেমন লাগল?"

বলিলাম···"এমন এক এক অনুভূতি জীবনে আসে—যা দেয় গভীরতম আনন্দ—অথচ তার স্বরূপ বুঝি না—আজকের জলসা তেমনই···"

"আপনি প্রশংসা করছেন?"

"প্রশংসা? না, আদৌ নয়, এই পরিকল্পনার প্রতিটি অঙ্গ চারুতায় সুসীম, প্রকাশে সুন্দর, পূর্ণতায় হৃদয়-মোহন।"

"আপনি বুঝি অভিধান দেখে কথা বলেন?"

আঘাত লাগিল—এই প্রগল্‌ভা কিশোরীর মুখে কেবল মধু নাই, হুলও আছে।

বলিলাম—"ভাষার পারিপাট্য কি সৌজন্য ও আভিজাত্য নয়?"

"নয় বলিনা, তবে যা চলে না, তা চালালে একটু কাণে লাগে না কি?"

"কিন্তু প্রতিভা—সে কি নূতনকে আনে না, সে কি অপ্রচলিতকে ভাল করে না—"

"আপনি বুঝি প্রতিভার দাবী করছেন ?"

না, প্রেমালাপের পথ বোধ হয় এই ধরণের নয়।

কিন্তু বেরসিক আমি আর প্রগল্‌ভা কণিকা—

কুঞ্জবনের ঋতুপুষ্প মিথ্যাই হাসে—

নীল আকাশের তারা অকারণে ঝিলিমিলি করে

আর পূর্ব্বরাগের কৃত্রিম অভিনয় মিথ্যাই চলে।

আমি উত্তর করি না।

কণিকা আপন ভ্রম বোঝে—সুশিক্ষিতা সুবুদ্ধি তরুণী—অতি বেগের মাঝেও গতির projectile জানে।

কথা ঘুরাইয়া বলে…"আপনি কিছু খাচ্ছেন না যে ?"

"কেন ? তোমার বচনামৃত—?"

"যান, আপনি বড়—"

এই ত স্বাভাবিক চিরন্তনী নারী।

মানুষের সভ্যতা কি বৃক্ষত্বকের মত মানুষকে আবৃত করে না—সে কি শুধু পরিবর্ত্তনীয় ফ্যাসনের মত এক ঋতুতে আসে অন্য ঋতুতে চলিয়া যায়।

উত্তর না দিয়া আহারে মন দিলাম।

কণিকা বলিল—"এগুলি মা আর আমি করেছি…"

"তার চেয়ে বলুন মা করেছেন, আমি দেখেছি…"

"কেন আপনি কি মনে করেন···আমি কোনও কাজ পারিনা···মাকে ডাকব ?"

''না, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই···এখানে আমি রায় লিখতে পারব না ···'

কণিকা খিল খিল করিয়া হাসে, বলে ··"আপনি শ্লেষ করতে পারেন···"

''কারণ অশ্লেষায় আমার জন্ম ?''

"শুনেছি, ওটা অযাত্রা···"

"তা বটে, তাই আমি জীবন নাট্যের একপ্রান্তে পড়ে আছি, এই অযাত্রাকে কোনও যাত্রী সঙ্গী করতে চায় না···"

কণিকা বিদ্যুৎ আলোকে আভাময়ী হইয়া ওঠে..."এটা আপনার অন্যায় অভিযোগ···মেয়েদের আপনি ভালবাসেন না, ভালবাসতে জানেন না।"

নব্যা ও সভ্যাদের মুখে বোধহয় সরল প্রশ্ন এমনই নগ্ন আন্তরিকতায় বাহির হয়।

হায় কি উত্তর করিব ?

বৈষ্ণবপদাবলী একটীও মুখস্থ নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য অনুকরণ করিয়া বলিতে পারি না—

"হে নিরুপমা, আজ আসরের ত্রুটী ক্ষমা করিও, আজ াখি যদি অপরাধ করে, ক্ষমা করিও।"

কারণ সে বিহ্বলতা আসে নাই—সে আকুলতা জাগে নাই।

তথাপি—

এই শুক্লারজনীর নিভৃত অভিসার—

হেনার গন্ধমদির চঞ্চল বাতাস—কণিকার বাসন্তী রঙের বসন—তাহার যৌবনললিত মুখশ্রী—বিদ্যুৎ-আলোর স্নিগ্ধ সমারোহ—সমস্ত মিলিয়া কি হৃদয়ে কোনও পরিবর্ত্তন জাগায় না ?

ভালবাসার মধ্যে কবিরা ভাষাতীতের সন্ধান করেন। মহান্ রহস্যের অসীম ক্ষুধা, অসীম তৃষা আমার নাই।

নর ও নারীর সহজ মিলনে অনির্ব্বচনীয় অবোধ্য কোনও সত্যের পরিচয় আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই—এমন কিছু অলৌকিক আছে তাহাও বিশ্বাস করি না।

বলিলাম—প্রেমকে কবিরা বলেন অকূল পাথার—তার নাই দিশা, নাই ঠিকানা…

কণিকা প্রশ্ন করিল…"তাই বুঝি সান্ত্বনার সন্ধানে ফিরছেন ?"

"কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে—বঙ্কিমের মৃণালিনী মনে পড়িল। হায় কণিকা—পুষ্পপেলব তোমার মন, রুচিসুন্দর তোমার পরিবেশ, কিন্তু তোমার ভাষণে রয়েছে তীক্ষ্ণ কণ্টকাঘাত।

বলিলাম—"চাই ত সান্ত্বনা—পাই কই। জীবন চলছে দুঃখজর্জ্জর—"

কণিকা হাসে।

শুক্লারজনীর তারা হাসে।

হাসে অন্তরিক্ষ—হাসে ত্রিদিব লোক।

বেদের কবিরা আকাশকে দুই ভাগে দেখিতেন।

বায়ুমণ্ডল ছিল অন্তরিক্ষ—তাহার উপরে আলোকদীপ্ত স্বর্লোক।

কণিকার হাসি এই দুই লোক ভেদ করিয়া চলে।

আমি প্রশ্ন করি—"অনঙ্গকে আপনার কেমন লাগে ?"

কণিকা হতবুদ্ধি হয়। প্রশ্নের হেতু অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। সে প্রত্যুৎপন্নমতি—চট্ করিয়া বলে—"মাষ্টার মানুষ—ভালই—"

"অতএব তার উপর ভরসা রাখা আপনার মত বুদ্ধিমতীর যোগ্য হয় নি।"

"আপনি কি নাটক করছেন ?"

"আমি করছিনে, কারণ আমার জীবনের রঙ্গমঞ্চেই অভিনয় সুরু হয়েছে।"

কথার উত্তর পাওয়ার আগেই মিসেস ঘোষ আসেন।

সঙ্গে সুবেশ যুবক।

কণিকা লাফাইয়া উঠে, বলে—"হ্যালো মিঃ মুখার্জ্জি।"

"কেমন আছ কণি !"

"ভাল—আপনি ?"

যুবক উত্তর করে—"আমি এখানে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছি—পথে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা।"

"ওঃ কতদিন পরে দেখা। ঢাকায় পুরানো পল্টনে যখন ছিলেন—তখনই ত বিলাতে গেলেন"

"হাঁ। পাঁচ বৎসর—"

"কিন্তু মনে হয় যেন কত যুগ—"

এই একান্ত পরিচিত বন্ধু ও বান্ধবীর মাঝে আমি যেন ছন্দহীন অবাঞ্ছিত অতিথি।

মিসেস ঘোষ পরিচয় করাইয়া দিলেন।

সুবেশ যুবকের নাসিকা কুঞ্চিত হইল—আমার সহিত আলাপে তাহার আদৌ উৎসাহ নাই।

মিসেস ঘোষকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মাসিমা—অনেক দিন পরে এসেছি—আমি কণিকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাই…"

মিসেস ঘোষ শঙ্কিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম—"বেশ আমি বাসায় ফিরি—আমার শরীরটাও বিশেষ ভাল নয়।"

বিদায় লইলাম।

অরাতি।

তাহাকে দমনের জন্য কোথায় পাব অক্ষয় তূণ?

জানিনা যজ্ঞ, জানিনা মন্ত্র। আশ্রয় পাব কোথায়?

একান্ত কৌণিক স্থিতি।

শত্রু-শাতন-সূক্ত আবৃত্তি করিবার উপায় নাই।

তবে?

ডুয়েল—না সে বীরত্ব নাই।

কণিকাকে ভাল লাগিয়াছিল। সে স্বচ্ছ—সে তীক্ষ্ণ—সে মনস্বী।

উপেক্ষা যতক্ষণ করিতে পারি, ততক্ষণ উপেক্ষা করিয়াছি।

কিন্তু পরাজয়ের উপক্রমে সে এখন রমণীয়—সে এখন বাঞ্ছনীয়

মানুষের মন।

এমনই স্বস্তিহীন তাহার লীলা—এমনই দুর্ব্বোধ্যতার গতি-চক্র।

যে নাটক সুরু হইয়াছিল, প্রথম অঙ্কেই তাহার যবনিকা পড়িল।

হয়ত ভালই হইল।

রজনী ধ্যান স্তিমিতনয়না।

মোটর থামিলে জংলি দরজা খুলিল। বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

নয়নে উদিতা রাত্রি।

পুরানী অথচ চির-দীপ্ত তাহার রূপ।

ঘুম আসে না।

যে অপ্রাপ্য তাহাকে পাওয়ার জন্য এ মিথ্যা আকুতি কেন?

কণিকা চলুক—তাহার যাত্রাপথ সুন্দর ও অনবদ্য হউক।

আমার রহিয়াছে সান্ত্বনা—

অনাগতা অপরিচিতা—অনিন্দ্যসুন্দরী

হায় অর্থহীন প্রলাপ—হায় নিপীড়িতের বৃথা জল্পনা।

মানুষ তথাপি এমন করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করে।

ভদ্র অমৃত-বান্ধব দেবতারা হয়ত স্বর্গলোকে বসিয়া হাসেন।

এই বঞ্চনা রাত্রির অন্ধকারে আনে হৃদয়ে জ্যোতির দীপ্ত বিমান

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়ি।

(১২)

দুঃখ হয়।

তরুণী নারীর প্রত্যাখ্যান।

অসহ বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়ি।

কৌমুদীবসন নাই যে গাত্র জুড়াই।

বিধাতার নিশ্চয়ই কৌতুক।

কিন্তু হয়ত এ পবিত্র সৌহৃদ্য—তাহার প্রকাশ চমৎকারক। কিন্তু অসূয়া ও ঈর্ষ্যা এত যুক্তি মানে না। কণিকাকে আমি চাই নাই—সে ছিল পথ প্রান্তের চন্দ্রিকা, অনঙ্গের উপরোধে তাহাকে মানিতে পারি নাই। কিন্তু সে যখন জীবনের বাহিরে পড়িয়া গেল তখন লাগিল বিদ্যুতের মত ক্ষণিক চমক।

সুরঙ্গমার কথা মনে পড়িল। বাণী-মন্দিরে বক্তৃতার দিন আবার আজই—একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। প্রবন্ধ লিখিয়া শেষ করিবার সময় নাই—ভাবিলাম মুখে যাহা হয় বলিব।

ঠিক সময়ে গাড়ী আসিল।

তরুণী মেয়েদের নৃত্য, গীতি, আবৃত্তি ও আতিথ্য সত্যই বিস্ময়কর। যাহা বলিলাম মেয়েদের তাহা ভাল লাগিল। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে একজন আমাকে ধন্যবাদ দিল—তাহার বয়স অল্প—মুখে সুকুমার সৌন্দর্য্য। তাহার প্রশংসা আমার সত্যই ভাল লাগিল।

অনুষ্ঠান শেষে সুরঙ্গমার ওখানে চায়ের নিমন্ত্রনে গেলাম।

সুরঙ্গমা এই শিক্ষয়িত্রীকেও ডাকিয়াছিল। আলাপ হইল, তাহার নাম জ্যোৎস্না তালুকদার।

জ্যোৎস্নার সমস্তই জ্যোৎস্নার মত নিখুঁত ও সুন্দর। সে বলিল—"আপনি লিখুন। বলিষ্ঠ, সুন্দর, দীপ্ত রচনা বাংলা সাহিত্যে দুর্ল্লভ—আপনার ভাষার ছন্দ ও সুর গুরুগম্ভীর অথচ মাধুর্য্যময়।"

এই শিক্ষিতা রূপবতী নারীর প্রশংসা উন্মাদনা জাগায়।

আমার আত্মবিশ্বাস নাই।

আমি চাই এমনই একজন সহায়, যে চালাবে সচিবের মত, ভালবাসিবে সখীর মত—সৌভাগ্যে যে হবে রূপশতদল, দুর্ভাগ্যে যে হবে একান্ত আশ্রয়।

আমি বলিলাম—"এ আপনার অহেতুক প্রশংসা, মতিদা আমাদের মধ্যে লেখেন। তার আজীবন সাধনা—আমি শুধু ডিগ্রির জন্য শিক্ষা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছি…"

"আপনি অঙ্গার হবেন না আলো হবেন?"

সুরঙ্গমা বলিল—আমাদের কাছে তপ্ত-অঙ্গার, আর অনাগতা স্বপ্নসুন্দরীর কাছে আলোক—

জ্যোৎস্নার মুখে লজ্জার আরক্তাভা খেলিয়া যায়। তথাপি আত্মসংবরণ করিয়া সে বলে—"আপনি কি চান?"

কি উত্তর করিব—কি চাই?

সারা জীবনের তৃষ্ণা কোন পথে চলে?

সুখ, আনন্দ, পরিতৃপ্তি পরিপূর্ণতা—কি তাহা?

এহো বাহ্য, আগে কহ আর

সুখের পরে, কি চাই?

কৈশোর ও যৌবনে যে সুরনির্ঝর জীবনে কলতান বাজায় সেই ঐক্যতানের মাঝে কি সুখোত্তর অনুভূতি আছে।

ভগবান, প্রেম ও প্রীতি।

এগুলি কি কেবল থাকবে দর্শনের শুষ্ক তর্ক—জীবনে রসে ও গন্ধে তা কি কখনও পূর্ণ হবে না।

প্রশ্নকারিণী ব্যাকুল আগ্রহে চাহিয়া রহে। তাহার আয়ত সুন্দর চোখের আকূতি চিন্তা ভুলায়। বলি—"জীবনে যে পুষ্টি পেয়েছি, তাকে বুঝিনি, জানিনি।"

জ্যোৎস্না বলিল—"আপনি আপনাকে চেনেন না। আপনার মধ্যে উর্ব্বর প্রতিভা বিকাশের ব্যথায় কাঁদছে—চাইছে শত মুখে প্রকাশ পেতে—আপনি জাগুন।"

সুরঙ্গমা বলিল—"তোর ভুল চেষ্টা জ্যোৎস্না। উনি চান না আমাদের—"

তাহার কথা অপরিমেয় বিস্ময় আনে।

একি হেঁয়ালি, একি বঞ্চনার ব্যথা, অথবা স্বেচ্ছাকৃত আঘাত?

জ্যোৎস্না বলিল—"পৃথিবীর রথ-চক্র দুনির্ব্বার চলে, তাকে মেনে নেও, নয় পিষ্ট দলিত হয়ে পিছনে পড়ে রও।"

অসংলগ্ন উত্তর।

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল—"আপনার সান্ত্বনার খবর পেলেন?"

জ্যোৎস্নার মুখে কে যেন কালি লেপিয়া দিল। কিন্তু কেন? ক্ষণিকের অতিথিকে গাঁথিবার জন্য সে কাজ সুরু করিয়াছে—সুরঙ্গমার ইহা অনর্থক অসূয়া।

"নূতন কিছু জাগিতেছে।"

"কি নূতন জাগিতেছে—নব জীবন না নব যৌবন।"

নিজেকে আত্মস্থ করিয়া বলিলাম:—"পাইনি আজও, হয়ত কোনও দিন পাবনা..."

"তাতে দুঃখ কি?"

"দুঃখ আদৌ নেই, কারণ সে ত বস্তু নয়, সে ত বাক্য নয়, সে কল্পনা নয়, সে এক অপরিজ্ঞাত অপরিচিত নাম, তাই তাকে নিয়ে স্বপ্নজাল বুনি না।"

সুরঙ্গমা কহিল—"মানুষ নিজের মুখ আয়নায় কদাচিৎ দেখে,

যদি দেখেন, দেখবেন আপনার মন সান্ত্বনাকে নিয়ে এখনি ভাবমণ্ডল তৈরি করে যে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে বলি—"হয়ত মানুষ ত নিজেকে জানে না?

চায়ের সুরভি ধূম, আহারের পরিপাটী. আয়োজন।

কথা ডুবিল।

বিদায়ের সময় সুরঙ্গমা বলিল—"আমার শরীর ভাল নয়, জ্যোৎস্না তুই যা মা ওঁকে এগিয়ে দিয়ে আয়।"

সৌজন্যের জন্য বলি…'না, না, তার কি প্রয়োজন?

জ্যোৎস্নার সঙ্কোচ লাগে

সুরঙ্গমা বলে—"এতে লজ্জার কিছুই নেই, অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য—"

আমি বলিলাম—"ওকে বিরক্ত করবার প্রয়োজন নেই, বাহন লাগে আপনাদের, আমরা নিজেরাই চলি।"

সুরঙ্গমা বলিল—"এটা আপনার ভুল ধারণা, আপনাদের বাহন চাই পদে পদে, তবে এমন বাহন সুদুর্ল্লভ, এর অমর্য্যাদা করবেন না"

আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলাম। সুরঙ্গমা এক প্রকার ঠেলিয়া জ্যোৎস্নাকে ভরিয়া দিল।

গোধূলির স্তিমিত আলোকে তার সুন্দর মুখে আলো-ছায়া খেলিয়া যায়।

আমি অস্বস্তি অনুভব করি।

শুধু কি অস্বস্তি?

না, আনন্দও অনুভব করি।

শিক্ষিতা, রূপসী তরুণী, সুন্দর যান আর উৎফুল্ল চিত্ত।

যদি ধরণীর স্বর্গ কোথাও থাকে, তবে তাহা এখানে।

অজ্ঞাতে চিত্তে কবিত্ব জাগে।

কিন্তু ইহা কি ?

সুরঙ্গমার প্রতিশোধ, প্রগল্‌ভকে পরাজয়ের আনন্দ।

মোটর চলে, নীরবতা বিরক্তিকর।

কিন্তু কি বলিব ভাবিয়া পাই না।

মনে পড়ে ওয়াটসনের একটি কবিতা।

Beauty the vision when unto.
In joy, in the hantings from afar.
Through sound and odour, fain and hue.
And mindand day, and warm and star—
Now touching goal, now backward her led
Toils the indomitable world

সুন্দরের সেই সন্ধান আজ কি মিলিল ?

সঞ্চারিণী বিদ্যুৎ-শিখার মত জ্যোৎস্না—

শব্দ, গন্ধ, রূপ, রঙ—সকলই আহ্বান করে।

মুগ্ধ পতঙ্গের মত

কিন্তু জীবনের এইত চরম অভ্যুদয়।

ভাবনায় বাধা পড়িল।

"কি ভাবছেন ?"

কি অনির্ব্বচনীয় মধু জ্যোৎস্নার কণ্ঠে।

ইহাকেই কি বলে নিমেষের ভালবাসা ?

"আপনাদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আমাকে বিহ্বল করেছে"

"না আপনার শক্তিকে অবিশ্বাস করবেন না। আপনার মধ্যে রয়েছে কবি, আপনি সত্যকারের স্রষ্টা, আপনি দিতে পারবেন জগতে অবিনশ্বর আনন্দ বস্তু।

"এ আপনার অহেতুক প্রশংসা"

"না, আপনাকে যদি অন্তরের শ্রদ্ধা না করতে পারলাম, তাহলে আপনাকে এমন ভাবে বিরক্ত করতে সাহসী হতাম না...

গাড়ী আমার গৃহ-দ্বারে থামিল।

বলিলাম—"আসুন, বসবেন কি ?"

"আসব ? হাঁ চলুন, সান্ত্বনার রহস্য সমাধান করতে চাই"

"কিন্তু মিস তালুকদার। জানেন আমার শূন্য গেহ"

"জানি"

ইহার পর বারণ চলেনা।

ছাদে গিয়া বসিলাম, মতি দা কৌচ ফেলিয়া গিয়াছিলেন, কাজে লাগিল।

জ্যোৎস্না প্রশ্ন করিল—"সান্ত্বনা আপনার কে ?"

"আমার কেউত নয় ?"

"না, না সত্য বলুন, সুরঙ্গমা দিদি বলেন আপনি তার—"

"প্রেমে মসগুল—এই কথাই ত বলতে চান ?"

ঠাট্টা নয়, সত্য নয় কি ?"

"না, কারণ তাকে আমি আদৌ দেখিনি ?"

"তবে আপনার কবি মানসী—"

"না, সে একটী নাম।"

জ্যোৎস্নার কৌতুহল অসীম। তাহাকে সব খুলিয়া বলিলাম।

শুনিয়া সে হাসিতে লাগিল—তাহার নির্ম্মল পুলকিত হাসি সমস্ত স্থানটিকে যেন গানে ভরিয়া দিল।

থামিয়া বলিল—"চিঠিখানা দেখি ?"

চিঠি আনিয়া তাহার হাতে দিলাম—

সে পুনরায় হাসিয়া উঠিল—"ও হরি! এ যে সান্ত্বনা আশ্রমের চিঠি—চুচুড়াঁয় মাধবীতলায় বিধবাদের জন্য যে আশ্রম হয়েছে—"

অমৃতবাজারে এর বর্ণনা সান্ত্বনা হোম বলে বার হয়েছিল, তাই হয়ত কেউ চিঠি দিয়েছে…"

আমার মনে হইল, জ্যোৎস্নার চাতুর্য্য, বুদ্ধিমত্তা অসীম ও অসাধারণ। আবেগে বলিয়া ফেলিলাম—"আপনি বাঁচালেন আমাকে ?"

জ্যোৎস্না হাসিয়া বলিল—"শুধু আপনাকে নয়, আরও অনেককে ?"

আমি বোকার মত চুপ করিয়া রহিলাম।

জ্যোৎস্না বলিল—"বোঝেন নি ?"

"না"

"সুরঙ্গমা দিদির যে ঘুম নেই ?"

আমি বলিলাম—"একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির জন্য তাঁর চিন্তা—দয়া বলতে হবে ?"

"দয়া ? আপনি একান্ত অন্ধ, মেয়েদের আপনি বোঝেন না।"

বলিলাম—"তা বুঝি না—"

"এ আপনার গৌরব নয়, আপনি শিল্পী, আপনি বোঝেনা বিশ্বের মর্ম্মবাণী।

এইটেই আর বুঝেন না, সুরঙ্গমা দিদি চান গৃহ আর গৃহ-জীবনের শান্তি..."

"এ আলোচনা ভাল নয় মিস তালুকদার ?"

"কিন্তু আপনারা শিক্ষিত হয়েও যদি আমাদের দুঃখ না বুঝবেন, তবে কে বুঝবে বলুন ?"

"দুঃখ ?"

"দুঃখ নয়ত কি ? প্রথম জীবনে স্বপ্ন থাকে শিক্ষয়িত্রীর জীবন কত গরিমাময়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এর তিক্ততা, এর শুষ্কতা যে কত অসহ তা আপনারা বোঝেন না ?"

বলিলাম—"হয়ত বুঝলাম, কিন্তু তাই বলে গৃহ-বন্ধন ত সহজ নয় ?"

"সহজ নয়ই, আপনি তার যত পরিচয় পাবেন..."

"কিন্তু তার বয়স যে আমার চেয়ে বেশী ?"

"তাতে কি হয়েছে?"

"শুধু তাই নয়, কিন্তু আপনার সঙ্গে এ-তর্ক করা শোভন নয়।"

জ্যোৎস্না ক্ষণিকের জন্য অপ্রতিভ হইল।

জংলি দু পেয়ালা চা।করিয়া আনিয়া সমস্ত দিক হইতে বাঁচাইল।

ফিরিবার সময় জ্যোৎস্না প্রশ্ন করিল—"সুরঙ্গমা দিদিকে কি আশা করতেও বারণ করব?"

"আপনি কি কববেন, তা কি আমি বলতে পারি?"

"না পারেন বই কি? কেন পারবেন না, আমরা কি বন্ধু হয়ে উঠিনি?"

সৌজন্য প্রকাশের জন্য বলিলাম—"বন্ধু হয়েছি বই কি?"

"তবে বন্ধুকে বলুন মনের গোপন কথা?"

অমার কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল। বলিলাম—"বন্ধুকে যদি সব কথা বলা না যায়?"

"অর্থাৎ?"

"আমি যদি বন্ধুকেই চাই..."

জ্যোৎস্না বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"আপনি উপহাস করছেন—না বাড়ী পেয়ে অপমান?"

আমার উত্তর না নিয়াই সে গট্ গট্ করিয়া নামিয়া গেল। মোটরের শব্দে বুঝিলাম সে চলিয়া গেল।

(১৩)

সান্ত্বনার জ্যোতি-রেখা মুছিল।

জংলি চিঠি আশ্রমে দিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু জ্যোৎস্নাকে কেন ভালবাসিয়া ফেলিলাম।

মকর-কেতন অন্ধ।

কখন তাহার পুষ্প-শর আঘাত করে কেহ জানে না?

জ্যোৎস্নার আশা পূর্ণ করিব।

শুনিব সেই জগৎ-বীণার ধ্বনি, কাব্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে যাহা আপনাকে প্রকাশ করে।

কল্পনার সপ্তাশ্ব তার অরুণ-রাঙা রথে ছুটিবে।

অনঙ্গ আসিল, বলিল "একি শুনছি ভাই?

"কি শুনছ?"

"এই মেয়েদের সাথে মেলা-মেশা—

"তাতে ক্ষতি কি?

"ক্ষতি! বাঙাল রাগিয়া গেল—"বোঝবা ক্যামনে? মনু বলেছেন ' ঘৃত আর অগ্নি;"

"না হয় জ্বলব?"

"বেশ, তাহলে লোক সমাজ, পদমর্য্যাদা সব বিসর্জ্জন দাও"

"তা হয়ত দিতে হবে, কারণ আমি একজন শিক্ষয়িত্রীকে বিয়ে করব স্থির করেছি?"

"কাকে?"

"বলতে ভয় হয়, তুমি যে পাড়ার গেজেট;"

"না কাউকে বলব না, দিব্যি করছি ;..."

"কিন্তু সে বিয়ে করবে কিনা জানি না, তাকে আমার ভাল লেগেছে—আমাকে সে ভালবাসবে কিনা জানি না.. "

"ভালবাসার কথা ছাড়ান দেও, ওসব নভেল নাটকে খাটে, কাকে বিয়ে করতে চাও বল, আমি সব ঠিক করে দেব।"

"জ্যোৎস্না তালুকদারকে ;

"কেন সাস্ত্বনা হোমের সন্ধান পেলে না ; "

"পেয়েছি কিন্তু তাকেত বিয়ে করা যায় না, সে যে একটা আশ্রম।"

অনঙ্গ হাসিয়া উঠিল।

বলিলাম—"আজ কি হবে ভাই রসোমালাই না ফলাহার ?"

"অমৃতে অরুচি কার, দুইই হোক"

জংলি আদেশ নিয়া গেল

অনঙ্গ বলিল—"তোর রুচির প্রশংসা করি, মেয়েটি সত্যই তোর জীবনের সাস্ত্বনা হবে ?"

"কিন্তু এত আশাতুর হওয়ার কোনও কারণ দেখি না..."

"সে হবে, আমি আজই যাব..."

"কিন্তু ভাল লাগাই ত সব নয়, আমি যখন ভাবি অযোগ্যতার কথা.. "

"কেন এইত বেশ চাকুরী হয়েছে। মুন্সেফরা ত টাকার কুমীর হয়।"

"না চাকুরী আমার পোষাবে না···

"কেন ?"

''এটা শ্ববৃত্তি ত—তোরা বাইরে থেকে ভাবিস আমরা স্বাধীন···কিন্তু"

জানিস না আমাদের ওপরওয়ালা কত অবিচার করে। একবার যারা ফাঁদে পড়ে আর বার হ'তে পারে না বলে সহ্য করে, কিন্তু আমি কেন সহ্য করব···আমি এদের কলা দেখিয়ে যাব···মনুষ্যত্বের বিনিময়ে আমি অর্থ চাইনে···

"কিন্তু শুনেছি মিষ্টার···"

"না ব্যক্তিগত আলোচনা করে লাভ নেই—তবে এটা জানিস য়ুরোপীয় প্রভু তবু সহ্য হয় কিন্তু বাঙ্গালী প্রভু অসহ্য..."

জংলি খাবার নিয়া আসিল।

অনঙ্গ আহার করিতে করিতে বলিল—"এই নিন্দা তোর মহাপাপ, স্বদেশকে ভালবাসতে না শিখলে কোনও জাতই বড় হয় না। আমাদের স্বদেশীয়েরা অযোগ্য একথা আমি আদৌ মানতে রাজি নই..."

"এ ত তর্কের বিষয় নয় অনঙ্গ, এ হল অভিজ্ঞতার বিষয়। জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ভাল কিন্তু অক্ষমতার জয়গান বড় নয়। কালা আদমী যখন প্রভু হয়, তখন সে তার Inferiority complex নিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে অসম্মানের ভয় দেখে এবং নিষ্ঠুর

অবিচারী হয়ে ওঠে—যেখানে শক্তির প্রয়োজন সেখানে সে একান্তই অক্ষম· .”

বসোমালাই অনঙ্গকে নিরুত্তর করিল।

ডাক আসিল। মতি দাদা শীঘ্র ফিরিবেন, আমাকে হাইকোর্ট দক্ষিণ রাউজান যাওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছে—ভালই হইল। মুক্তির পথ ভগবান আপনিই আনিযা দিলেন।

যাইব না বলিযা জানাইযা দিব।

জানি নির্ঘাত পদ-চ্যুতি। কিন্তু যাহা দেখিলাম—সেই দাসত্বেব চেয়ে রাস্তার মজুরীও ভাল।

আদালতে গিয়া সেদিন অকারণ দুঃখ পাইলাম।

আমাব একটী দুর্ব্বিণীত আরদালিকে আমি শাস্তি দিয়াছিলাম। তাহার শাস্তি সমস্ত মকুব করিয়া প্রভু আমার প্রতি চোখা চোখা বাণ বর্ষণ করিয়াছেন।

আমি সহিতে পারিলাম না।

তাহার এক কড়া উত্তর লিখিয়া পাঠাইলাম।

বিকালে প্রভুর সহিত সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ আসিল!

গেলাম না।

চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। শুভানুধ্যায়ী সহকর্ম্মারা ছুটিয়া আসিলেন।

সদুপদেশ দিলেন।

নীরব রহিলাম।

জ্যোতি দাদা ধীর, গম্ভীর, খুব নাম-করা কাজের লোক। তিনি বলিলেন…

"ভায়া সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্।"

বলিলাম…"দাদা, প্রভুরা যদি আমাদের ভদ্রতা ও সত্যবাদিতায় সংশয়ী হন, তাহলে কি বিচারকের দায়িত্ব বহন করা উচিত?"

দাদা বলিলেন—"এসব ঝগড়া রেখে দাও,"

"না, দাদা, আপনার কথা আমি শুনব না, আমি অকৃতী ভ্রাতা, কিন্তু এই কথাটাই মনে রাখবেন, আপনারা প্রতি পদে দাস-মনোভাব পোষণ করেন বলেই এই ধরণের অসহ অত্যাচার সম্ভব হয়—"

"তা হয়ত ঠিক। কিন্তু কি করব বল।"

সহকর্ম্মী অন্য মুন্সেফ বলিলেন…"কিন্তু Discipline…"

"তার অর্থ খাম-খেয়ালি নয়, মাকড় মারলেই ধোকড় নয়"

জ্যোতিদাদা বলিলেন…"তাহলে তুমি চাকরী করতে চাওনা বল?"

"চাইনে, তবে যাওয়ার আগে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি নেব…এরা যে আমাদের মানুষ বলে জ্ঞান করেন না তার একটা বিচার চাইব…আমি সমস্ত ব্যাপার হাইকোর্টে জানাব…"

জ্যোতিদাদা গম্ভীর হইয়া বলিলেন…"ফল পাবেনা, যাক যা ভাল বোঝ তাই কর…"

সকলে চলিয়া গেলেন।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

উপরে নিঃসীম আকাশ—বাহিরে বিদ্যুতের আলো।

অন্ধকার ছাদে বসিয়া জীবন-নির্ঝরের কথা ভাবিতে বসি

পল বিপলে জীবনের যাত্রা চলে

তাহারা কখনও আনে দুঃখ

কখনও আনে সুখ

জীবনের সুখ-ভরা ধীর মুহূর্ত্তের শিহরণ,

জীবনে ব্যথা-ভরা যত আলোড়ন,

দুখের সম্মেলনই জীবন। সংঘর্ষ, বিরোধ, তুচ্ছ নয়;

জানি শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা নিন্দা করিবেন।

বৌদি হয়ত চোখের জল ফেলিবেন

না, ক্ষমতার অপব্যবহার মানিব না।

আসুক বিপদ, আসুখ দুঃখ, সত্যকে মানিয়া নিব।

অনঙ্গ আসিল।

বলিল,—'এ তোর কি দুর্ম্মতি ভাই?'

"দুর্ম্মতি নয় সুমতি, পথ পাবই।"

"কিন্তু আমাদের ভয় হয় ভাই, আবর্ত্তকে আমরা ডরাই"

"এটা ভুল অনঙ্গ—জীবন ত বিরোধের আবর্ত্ত। পরিপূর্ণতার যে স্বপ্ন দেখি তার সঙ্গে বাস্তব জগৎ কখনও মিলবে না, মিলতে পারে না, জগৎ চলছে, চলছে বলেই তাকে

জগৎ বলি। মর্ত্ত্যের এই বেদনাই মানুষকে মহৎ করে তোলে…"

"এ তোর কবিত্ব নয়?"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"না ভাই, প্রেম যখন আসে, তখন পদ্মকোরকের মত হৃদয় খুলে যায়, আজ তাই আমি অভয় মন্ত্রকে পেয়েছি—"

কিন্তু অনঙ্গ চুপ করিয়া যায়।

বলিলাম—"বল, আমি একান্ত অসহ বেদনাকেও আজ বহন করতে পারব"

"তোর হয়ত ওদিকে কোনও আশা নেই, জ্যোৎস্না বলল সে সুরঙ্গমার পথে কাঁটা হবে না"

"ভালই হল, এই দুর্ব্বল পথ যাত্রায় বোঝা বইতে হবে না…

"তুই সত্যই হাসছিস ?"

"হাসব না ত কি করব ?"

অনঙ্গ উঠিয়া বলিল—"যাই, হয়ত তোর হেঁয়ালি আমি বুঝব না"

বলিলাম—"বস না ভাই, আজইত বন্ধুর প্রয়োজন…"

অনঙ্গ বসিল।

কিন্তু কথা জমিল না।

আমরা দুই জগতের মানুষ। সাংসারিক সুখ সুবিধার

দিকে চাহিয়া অনঙ্গ সত্যই আমার জন্য ব্যথিত। কিন্তু আমার মনে জাগিতেছে—নব উত্তেজনা।

বিরাট বিশ্বের আয়তনে মানুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। কিন্তু তথাপি মানুষের অন্তরে রহিয়াছে অসীম আকূতি।

এই অসীমতার ক্রন্দন নিরর্থক নয়

বৃদ্ধি আর বিবর্দ্ধন অস্তিত্বের ধর্ম্ম। আমি আপনাকে প্রকাশ করব সুন্দরের ছন্দে, সত্যের জ্বলন্ত তেজে, রূপের রমণীয় বেশে, ধ্বনির মোহময় সুরে।

না দাসত্ব আমার নয়, কিন্তু মন বিহ্বল হয়।

যদি ?

যদি জ্যোৎস্নার মত কর্ম্মনিপুণা হাস্যময়ী বেগময়ী সহচরী পাই, তবেই হয়ত এই দুর্গম যাত্রা সুগম হবে।

বলিলাম—"অনঙ্গ আমায় ক্ষমা করিস, তোর ভালবাসাকে হয়ত তুচ্ছ করেছি, কিন্তু আজ একান্ত ভাবে ভালবাসাই প্রয়োজন—"

অনঙ্গের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। সে বলিল, "ভগবান তোর সহায় হবেন..."

অনঙ্গ চলিয়া গেল।

জ্যোতি-দাদার কথা মনে পড়ে—অসম-সাহসিকতা।

আমাদের জীবন কত তুচ্ছ, কত সংকীর্ণ—সামান্য একটু চাকুরী ছাড়িব তাহা নিয়া তোলপাড়।

কিন্তু ফিরিব না, ফিরিতে পারিনা।

জংলি আসিয়া প্রভুর পত্র দিল। তিনি দুঃখিত, আমি তাহাকে ভুল বুঝিয়াছি—। হঠকারিতা বয়োধর্ম্ম—তাহাকে বড় ভাবিয়া আমি যেন নিজের সর্ব্বনাশ না করি।

তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া চিঠি দিলাম। বলিলাম আমি আর কাজ করিব না।

তবে ভবিষ্যতে তিনি যেন বিচারকদের তাহাদের যোগ্য মর্য্যাদা দেন, তাহা হইলে আমি সুখী হইব।

জংলি আসিয়া খাবার হইয়াছে বলিল, খাইব না বলিয়া বিছানার আশ্রয় লইলাম।

মানুষের মনের মধ্যে দুর্ব্বল ভীরুতা বাস করে। এই ভীরুতায় যুগে যুগে শত সহস্র কুসংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। দুর্ব্বল মন বলিল সকলের নিষেধ না শুনিয়া তুমি ভাল করিতেছ না! দশজনে যাহাকে ন্যায় বলে, তুমি একাই তাহাকে অন্যায় ভাব কেন? আজ গণতন্ত্রের যুগে দশজনের যাহা মত, তাহাই ত ধর্ম্ম।

তাহাইত বিধান।

কিন্তু কে যেন তাহাতে সায় দিল না। পরদিন হাইকোর্টে জজের বিরুদ্ধে চিঠি এবং পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

সে বিরুদ্ধ পত্র হাইকোর্টে যায় নি। পদত্যাগ পত্র অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া

প্রভু আপন শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপ্তি প্রচার করিয়া সুখী হইলেন।

(১৪)

পদার্থ-বিদ্যার আসরে গেলাম।

তাহাদের মুখ বিষন্ন—তাহাদের আলাপ আন্তরিক নয়। কাজ ত্যাগ করিয়া তাহাদের যেন ক্ষুন্ন করিয়াছি এমনই মনোভাব।

সেখানে আনন্দ পাইলাম না। নদীতীরে বেড়াইতে চলিলাম—

এখানে বৃদ্ধেরা বসিয়া জরাজীর্ণ জীবনের রোমন্থন করেন। আমাকে দেখিয়া গোপাল দাদা বলিলেন—'সাবাস ভায়া, তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হোক।"

যাক্ দুই একজন হয়ত ভুলিবে না।

এই গঙ্গার তীর, এই প্রান্তর দু দিন পরে এখানে আমার পদচিহ্ন পড়িবে না।

কিন্তু তথাপি কেহ কেহ হয়ত মনে করিবে, ইহা ত কম সান্ত্বনা নয়।

চুপ করিয়া গঙ্গাতীরের পাশে ইষ্টক-আসনে বসিলাম।

কে চায় মৃত্যু ? কে চায় বিস্মৃতি ?

এই জীবনের চারিদিকে ধূমায়িত পর্ব্বতের মত শোকও দুঃখের অনির্ব্বাণ স্তূপ

তবু কেহই এই লীলার শেষ চাই না।

জীবনের রহস্য তাই অননুভবনীয়।

আমরা চাই না আমাদের চিন্তার বিলুপ্তি—আজ যে চিন্তা আমার বক্ষে আন্দোলিত হইয়া তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে সে অসীম কালের পারাবারে বহিয়া যাইবে—অপ্রত্যক্ষ তমোসাগরে গতিহীন শক্তিহীন হইয়া নিঃশেষ হইবে, ইহা ত চাহিনা।

বাড়ী ফিরিলাম।

মল্লিকের সহিত দরজাতেই দেখা…"কবে যাবেন ?"

"পরশু,"

"ভাড়াটা কখন দেবার সুবিধা হবে ?"

"কাল সকালেই নেবেন…"

"আচ্ছা।"

মল্লিক বৈষয়িক—তাহাকে দোষ দিতে পারি না।

রজনীগন্ধা টবে ফুটিয়াছে—সেখানে চুপ করিয়া বসিয়াছি।

মোটর থামিবার শব্দ কাণে আসিল।

কিন্তু সেদিকে কাণ দিলাম না। কে আসিবে এই ভাগ্যহত নির্ব্বান্ধবের কাছে—কেহ আসিবে না।

হঠাৎ ছাদের আলো জ্বলিল—জংলির সাথে সুরঙ্গমা ও জ্যোৎস্না।

আমি বলিলাম—"জংলি চেয়ার নিয়ে আয়।"

চেয়ার আনিল। বলিলাম—আলোর প্রয়োজন নেই এখানে…

জ্যোৎস্না হাসিয়া বলিল—"পোড়ালোকে বুঝি আর মুখ দেখাতে চান না ?"

সুরঙ্গমা তাহাকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"জ্যোৎস্না তুই থাম, পরিহাসের ত একটা সময় আছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এটা ত অসময় নয়। আমার জীবনে কোনও ট্রাজেডি ঘটেনি…"

সুরঙ্গমা বলিল—"আপনি চলে যাচ্ছেন, আপনার কাছে অনেক আশা করেছিলাম,"

'সব আশা ত জীবনে সফল হয় না মিস সেন ?"

"তা হয় না, কিন্তু আপনার কোমল হৃদয় এবং পাণ্ডিত্য আমরা ভুলব না, আমরা যদি কিছু অন্যায ব্যবহার করে থাকি, তবে ক্ষমা করবেন…"

"এ কথা কেন বললেন, আমাকে আপনারা যে শ্রদ্ধা দিয়েছেন, আমি ত তার যোগ্য নই…সে শ্রদ্ধা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি, তা থাকবে চির সঞ্চয়।…"

লক্ষ্মীছাড়া ঘরে আপনাদের সমাদর করব এমন সাধ্য নেই—তবে দু পেয়ালা চা কি কফি ?"

জ্যোৎস্না বলিল—"বলেন ত না বলতেই হবে সৌজন্যের জন্য, কিন্তু আনলে হয়ত ফেলে দেব না।"

জ্যোৎস্নার কথায় হাসি আসে।

জংলিকে কিছু খাবার ও চা আনিতে বলিলাম।

সুরঙ্গমা বলিল—"কিন্তু আমরা কি এতক্ষণ বসতে পারব ?"

"কেন পারবেন না ? আর পরশু ত চলে যাব—তবু আপনাদের সুখসঙ্গ যতক্ষণ পাই, ততক্ষণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করব..."

জ্যোৎস্না বলিল—"কিন্তু এত আপনার প্রাণের কথা নয়, আপনি ভাবছেন আপদ বিদায় হলেই বাঁচি"

"আপনি যদি দৈবজ্ঞ হন, তাহলে ত অনুপায়—"

সুরঙ্গমার কাছে জ্যোৎস্নাকে আরও সুন্দর মানাইতেছিল। আমি অলক্ষিতে হয়ত তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম। সুরঙ্গমা বলিল—"জ্যোৎস্নার কাছে আপনার বিপত্তির ইতিহাস শুনলাম আপনার কল্পনার রঙীন ফানুস বাস্তবের এক ঘায়ে ভেসে গেছে।"

"ওটা নিছক খেয়াল ?"

জ্যোৎস্না বলিল—"লোকে তাকে অন্যরূপ বলে, আপনি সেই অশরীরী কল্পনাকে দিয়েছিলেন হৃদয়ের অর্ঘ্য..."

জংলি খাবার ও চা নিয়া আসিল।

সুরঙ্গমা বলিল—"আপনি খাবেন না"

"না, আমি একটু আগেই খেয়েছি..."

জ্যোৎস্না বলিল—"আপনাকে রেখে কি আমরা খেতে পারি ?"

জংলিকে বলিলাম…"আমার জন্য এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।"

সুরঙ্গমা বলিল—"আমরাও খেয়ে বেরিয়েছি, আর আমরাও রাক্ষুসী নই—"

জ্যোৎস্না প্লেটের খাবার তিন জনের মত ভাগ করিয়া দিল। খাইতে খাইতে গল্প চলিল।

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল—কি করবেন ঠিক করলেন?

"ঠিক কিছুই করিনি…তবে এটা দৃঢ় বিশ্বাস যে জীবনের চরম সার্থকতা চাকুরী নয়। বাঁচবার মত করে যদি না বাঁচি, তাহলে বিধাতার অমর দানকে তুচ্ছ করা হ'বে। প্রাণ-শক্তির লীলাচঞ্চল নাট্যের সৈনিক আমরা তখনই যখন প্রাণ-ধর্ম্মকে অটুট ভাবে আঁকড়ে ধরেই আমরা বাঁচি।"

জ্যোৎস্না উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—"হাঁ তাই বাঁচুন। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে মানুষ চায় শুধু স্বস্তির পথ। স্বস্তির বর্ত্ম মৃত্যুর, জীবনের পথ নিত্য-বিজয়ের…"

সুরঙ্গমা বলিল—"এসব কবিত্ব যৌবনের, যতই বড় হবি বুঝবি সব মিথ্যা, সব অসার, মানুষ ধূলিমুষ্টি তার বড়াই সাজেনা—"

আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম—"তা সাজে সুরঙ্গমাদি, আপনাকে দিদি বলব, কিছু মনে করবেন না, আমার ব্যাকুল মন আজ চায় স্নেহের স্পর্শ…"

সুরঙ্গমা চকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু অচিরেই আত্মসংবরণ

অটুট সংকল্প· ·”

সুরঙ্গমা হাসিয়া বলিল—“জ্যোৎস্নার মতের সঙ্গে তোমার মত খুব মিলবে ভাই, তুমি যদি রাগ না কর, তাহলে একটা কথা বলব···”

আমি বলিলাম···“কি ?”

“টমাস হার্ডির একটা ছোট্ট কবিতা আছে পাঠ্যে, সেটার ভাব খুব ভাল, “যে কোনও পুরানো গানে হলেই আমার চলবে,

হোকনা সে পুরাতন দিনের আনন্দের গাথা, কিংবা ভাবী কালের কথা। বলুক না সেই প্রিয় মুখের কথা যা দেখতে আমরা চিরদিন ভালবাসি। আমি চাইনে নূতন গান, চাইনে নব নব উত্তেজনা, নূতন গানের মাদকতা আমি চাইনে, আমি চাই একান্ত পরিচিত হৃদয়ের আকৃতি—"

"মন্দ নয়, কিন্তু এর তাৎপর্য্য কি ?"

"হায় কবি, এর তাৎপর্য্য তোমায় এখনও বোঝাতে হবে, সে দিন যে বাহন দিয়েছি তার অমর্য্যাদা তুমি করবে না বলে-ছিলাম, সেই বলাই আমি বলতে চাই…

"কিন্তু এত শুধু আমার একার কথা নয় দিদি—"

সুরঙ্গমা হাসিয়া জ্যোৎস্নার একটা হাত ধরিয়া বলেন—"তা ত নয়ই, তবে আমি জ্যোৎস্নাকে জানি ভাই…তুমি যে সান্ত্বনাকে বারংবার চেয়েছ—পাবে এর কাছে সেই সান্ত্বনা—

জ্যোৎস্না বলিল—"না, না একি উপহাস সুরঙ্গমা দিদি—

এত ছেলেখেলা নয়—আমি উঠলাম "

জ্যোৎস্না নামিয়া গেল।

সুরঙ্গমা বুঝিল না—

"আমি কি ভুল করলাম ভাই ?'

আমি বিব্রত কণ্ঠে বলিলাম—"কি করে বলব দিদি, মেয়ে-দের মন ত আমি জানিনা।…"

সুরঙ্গমা যেন আপন মনেই বলিল 'কিছুই সহজ নয়, এ জীবনে। আমরা যে সুর বাজাতে চাই, তা ভেঙ্গে যায়

বারে বারে—, আজ উঠি. তুমি নিরাশ হয়োনা, দিদির দান, সে ব্যর্থ হবে না একথাটাই স্মরণ করো—”

আমি কথা বলিলাম না—উঠিয়া সুরঙ্গমা দিদির পায়ের ধূলি লইলাম।

উহারা চলিয়া গেল।

সুরঙ্গমা দিদির কথাই মনে জাগিল।

জীবনে কিছুই সহজ নহে—

জ্যোৎস্না চলিয়া গেল, হয়ত একান্তই নিঃশেষ হইয়া নিভিয়া গেল।

দূরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজিতেছিল।

আকর্ণ হইয়া স্তব্ধহৃদয়ে তাহার দিকে মন ফিরাইতে চেষ্টা করিলাম।

জ্যোৎস্না হয়ত জীবনের শেষ রামধনু।

তাহার প্রদীপ্ত বর্ণচ্ছটা আর আসিবে না।

নাই বা আসিল।

তাহার সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিস্ময়রস মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও তাহার অপরিসীম অমৃত জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকুক।

রামধনুও শেষ হইয়া যায়

তাহার বর্ণচ্ছটা বিলুপ্ত হয়।

বসন্তের পুষ্প-মদির সুরভি—

তাহাও বাতাসে মিলাইয়া যায়।

কিন্তু বুঝিনা জ্যোৎস্নার ছলাকলা—একি অসূয়া? একি ঈর্ষ্যা?

দুজ্ঞেয় নারী চরিত্র।

রজনীগন্ধার গন্ধ ভাসিয়া আসে।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতা মনে জাগিল :—

প্রতি ফুল দল হাসে খল খল,
ভোগ করে সুখে বাতাস নির্ম্মল।

রজনী গন্ধা কি তার সুরভি উপভোগ করে?

প্রকৃতির শিরায় শিরায় কি চলে স্পন্দন?

রূপে রূপে প্রাণের যে বিচিত্র লীলা তার সকলের মধ্য দিয়াই কি প্রেমময়ের লীলানাট্য অভিনীত হইতেছে না?

কে জানে?

জ্যোৎস্না সুন্দরী। রুচি, রূপ, যৌবন, শিক্ষা, সভ্যতা সকলদিক দিয়াই সে অপূর্ব্বা, সে কি নিজের মাধুর্য্য নিজেই উপভোগ করে? তাহার উপেক্ষা ব্যথা দেয়, কিন্তু সে ব্যথায় যেন আনন্দ লুকানো।

না, না, রাগও হয়। জ্যোৎস্না হয়ত চায় না এমন একজন লক্ষ্মীছাড়াকে নিতে!

আমার জীবনের সান্ত্বনা, তাই কল্পনার সান্ত্বনা হউক।

কল্পনার অলীক প্রাসাদেই আমি বাঁধিব সুখের নীড়

কাব্যের পেলব নীড়

তাই হবে সংসারের কুটিল কঠোর পথে

আমার আশ্রয়—আমার সান্ত্বনা হোম।

(১৫)

ঘুম ভাঙ্গিতে বেলা হইল।

জংলি আসিয়া খবর দিল, এক সন্ন্যাসী দেখা করিতে চান।

অবসাদ—অন্তর পরিপূর্ণ অবসাদে ভরা।

তথাপি বাহিরের ডাক শুনিতে হইবে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইবার জন্য উঠিলাম। চোখে প্রান্তর-ছবি জাগে—অশ্বত্থের চিক্কণ পাতার ফাঁকে শ্যামতৃণাসন—দূরে দেখা যায় কাছারির বাড়ী

সামান্য কয়দিনের সামান্য অভিনয়।

তুমি কি তথাপি করিবে স্মরণ?

কেন এই অতৃপ্ত বেদনা, মানুষের মন চায় সে রহিবে বাঁচিয়া যুগ যুগান্তের স্মৃতির মাঝে।

গঙ্গার শীকর-বাহী প্রভাত-সমীরণ—সে, কি বার্ত্তা আনে?

আমি রহিব তোমার স্নিগ্ধতায়, আমি বাঁচিব তোমার সুরভি নিঃশ্বাসে।

কিন্তু এ স্বপ্ন দেখি কেন?

অশ্রুত জীবনে কবে শ্রুত হয়, অপ্রত্যক্ষ কখন প্রত্যক্ষ হয়? সেই অকথিত বাণী,

সেই অদৃশ্য স্বপ্নছবি।

আমি, জংলিকে বলি—"স্বামীজী চা খান ত চা দিয়ে আয়।"

প্রাতঃকৃত্য শেষ হইলে সন্ন্যাসীকে উপরেই ডাকিলাম।

সন্ন্যাসী রুগ্ন, কৃশ, তথাপি নিস্তেজ দেহে একটি দৃঢ়-সংকল্পের পৌরুষ তাহাকে শোভন করিয়া তুলিয়াছে।

বলিলাম—“কি চান আপনি ?”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“আমার নাম সেবানন্দ—চুঁচুড়া সান্ত্বনা আশ্রমের স্থাপয়িতা আমি—

“কি করেন সেখানে ?”

“এখানে পথভ্রষ্টা, লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা নারীদের থাকবার ব্যবস্থা করেছি।”

“কিসে চলে আপনার”

“ভগবানের কাজ ভগবানই চালান, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।”

“ভাল কাজ কিছু হয় বলে আপনার মনে হয় ?”

“কাকে ভাল বলব, কাকে মন্দ বলব, সংসারে সেই বিচার সব চেয়ে তর্কের। আমি যা ভাল মনে করি, করে যাই, ফলাফল ভগবানের ”

আমি বলিলাম—“কিন্তু আমার মনে হয়, বিপথে যারা পা দেয়, তাদের আশ্রমের নীরস অনুষ্ঠানের মধ্যে বাধা দায়, তারা চায় উত্তেজনা, তারা চায় উন্মাদনা…”

সন্ন্যাসী মুখ নীচু করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন “আপনি যা বলছেন তা সত্য। প্রতি আত্মায় ভগবান রয়েছেন এই আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু সে নারায়ণ যে এত চঞ্চল, এত বিদ্রোহ করেন তা আমার জানা ছিলনা ”

"হাঁ, মেয়েদের মন নিত্যচঞ্চল, তার সঙ্কট ও আবর্ত্ত গৃহত্যাগী আপনাকে বিব্রত করবেই, কিন্তু এত সকালে কি মনে করে এসেছেন, তা ত বললেন না।

সন্ন্যাসী চুপ করিলেন " আপনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

কিন্তু এই চিঠিটা নিয়ে বিপদে পড়েছি, এটি একটি দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমের একটি মেয়ের উদ্দেশে লিখেছে। সে মেয়েটীর জীবন-ইতিহাস নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক নয়, কিন্তু বর্ত্তমানে সে মনে হয় আপনাকে সামলে নিয়েছিল, কিন্তু প্রলোভন এলে সে কি করে বসবে জানিনা। এই সব অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হলে আশ্রমের কয়েকজন উচ্চপদস্থ পৃষ্ঠপোষক চাই, এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই···"

মন রি রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল

হায় একজন কামাতুরের লালসা-পঙ্কিল চিঠি নিয়া এতদিন এত শুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। কি করিব ভাবিয়া পাইনা।

সময়ের যবনিকা ফিরিবে না—চিঠিখানি আমার জীবনে যে বিপ্লব, যে কৌতুক আনিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না।

কিন্তু শুভ আর অশুভ···

এ কেবল আমাদের চিন্তার ও কল্পনার ফল নয় কি? একের যাহা বিষ, অপরের তাহা অমৃত—যে চিঠি ছিল অপরের

অন্যায় ইচ্ছার প্রেরণা, সে আমার জীবনে উৎসাহ আনিয়াছে।

সন্ন্যাসী আমার নীরব মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন "আপনি সম্মত নন বুঝি ?

লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"আমি অন্য কথা ভাবছিলাম·। আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারব না, কারণ আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আপনার এই চিঠিটা হয়ত তার একটা কারণ, সেই কথাই ভাবছি···"

সেবানন্দের মুখে কৌতুহল জাগিল, কিন্তু তিনি প্রশ্ন করিলেন না।

খানিক হাসিয়া বলিলেন—"জীবনে নিদ্রার শান্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য নয়। দুঃখ ও দুর্দ্দৈবের পথেই ভগবান আসেন।"

"হয়ত হবে, কিন্তু সে কথা আমরা সব সময় মানতে পারি না।"

সেবানন্দের মুখে প্রভাতের স্নিগ্ধ মেঘল রৌদ্র আসিয়া পড়ে। সেবানন্দ ধীরে ধীরে বলেন "মানুষের বুদ্ধি অপূর্ব্ব। তার ধী ও মনীষা পরম বিস্ময়ের বস্তু, কিন্তু এটা মনে রাখবেন সেখানে সে বড় নয়' সে বড় যখন তার দৃষ্টি ভূমার পথে চলে যখন সে অসীমকে উপলব্ধি করে।"

"পশ্চিম এ কথা মানে না—"

"নাইবা মানল, এই অদেখা আনন্দময়ের জন্য, এই আশা ও আকাঙ্খার জন্য ভারতবর্ষ চির যুগ কত তপস্যা করেছে

সে কথা ভুলবেন না—সে চায়নি সুখের আরাম-শয্যা, সে চায়নি ভোগ বিলাসের আনন্দ—সে পেয়েছে দুঃখ, সে বরণ করেছে ক্লেশ ও বিঘ্ন ; এই অমৃত যদি না থাকে, তবে মানুষ কিসের জন্য বা বাঁচবে, কিসের জন্যই বা মরবে ?"

আমি বলিলাম,—"যন্ত্রযুগের নাস্তিকতায় আমরা হারিয়েছি এই অমৃতের আশা···

"তা হয়ত, কিন্তু শাশ্বত যদি কিছু না থাকে তবে কেন এই অফুরন্ত সংগ্রাম ?

কেন এই অনন্ত আয়াস ?"

সেবানন্দ কথা বলিতে জানেন, কিন্তু আজ এই সুন্দর কথোপকথনও আমার ভাল লাগিতেছিল না, বলিলাম—"আপনি কলাপ ঘোষের কাছে যান, তিনি হয়ত আপনার সাহায্য করতে পারেন, তিনি যদি এবিষয়ে দৃষ্টি দেন, তাহলে হয়ত আশ্রম সকলের স্নেহ ও সেবা পাবে।"

"নমস্কার, এখনই যাই,"

সন্ন্যাসী উঠিলেন। জংলি আনিয়া খবরের কাগজ দিল। কিন্তু পড়িবার পূর্ব্বেই মল্লিক মহাশয়ের দর্শন মিলিল। বুঝিলাম, অর্থনীতি ধর্ম্মনীতির চেয়ে বড়।

উঠিয়া আঢ্য মহাশয়ের দেনা শোধ করিলাম।

"তাহলে কালই যাচ্ছেন ? কখন যাবেন ?"

"সন্ধ্যা সাতটার গাড়ী···"

"বেশ বেলাবেলি আমার এখানেই দুটো খেয়ে যাবেন—"

"না তার আর প্রয়োজন কি, কলকাতায় পৌঁছেই খেতে পারব।"

"তা পারবেন, তবে আমাদের এখানে একটু জলটল খেয়ে যাবেন, কেমন ?"

মানুষের মধ্যে দেব ও দানব এক সঙ্গেই বাস করে।

মল্লিককে নিরাশ করিতে মনে ব্যথা জাগিল।

স্বীকার করিলাম, তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিব।

খবরের কাগজে ইতিমধ্যেই আমার কাহিনী বাহির হইয়াছে।

না, গালাগালি দেয় নাই, আমার কাজকে বরং তাহারা প্রশংসা করিয়াছে। বিচারকদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য তাহাদিগের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন এই নিয়া একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধও দিয়াছে।

কাগজ বন্ধ করিয়া নিশ্চুপ হইয়া বসিলাম।

জীবনে কিছু দেখিয়াছি, কিছু শুনিয়াছি, কিন্তু সম্মুখে দুরারোহ পর্ব্বতমালার পর দুরারোহ পর্ব্বতমালা বহিয়া চলে—সমস্তই অজ্ঞাত—অধিকাংশই হয়ত অজ্ঞেয়। এই বিরাট রহস্যের পাদভূমিতে বিভ্রান্ত পথিক আমি।

হঠাৎ জুতার শব্দে চমক ভাঙিল।

রায় বাহাদুর আসিয়াছেন। সত্যই এই মানুষটীর আশীর্ব্বাদ না নিয়া গেলে আমার এই ক্ষণিকের খেলা ঘরের সমস্ত আস্ফালন একান্ত নিস্ফল হইত।

দাদা বলিলেন—"আমি সব শুনেছি, ভায়া, বেশ করেছ।"

"আমি আশ্বস্ত, আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়েই জীবনের পথে রওনা হতে চাই···

দাদা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "তোমরা আধুনিক, তোমরা আশীর্ব্বাদ চাও না।

তবু আশীর্ব্বাদ করব তোমার জীবন সার্থক হোক··· আজই যাচ্ছ ?"

"না কাল ?"

"তাহলে আজ আমার ওখানে দুটি খাবে, কি বল ?"

"সেত অনুরোধ নয় দাদা, সেত আদেশ···'

দাদা হাসিয়া বলিলেন "তোমরা পয়োমুখ, কিন্তু বিষকুম্ভ, তোমাদের মিষ্ট বাক্যে আমি ভুলব না···তবে যাবে রাত আটটায়, কি বল ?"

দাদা উঠিলেন।

এই মানুষটির অহেতুক স্নেহ হৃদয়কে সিক্ত করিয়া দিল। মানুষের হৃদযে বিষ আছে একথা সত্য, কিন্তু যে অমৃত আছে—তাহার সন্ধান করিব না কেন ?

বিকালে বৌদির চিঠি আসিল।

"তোমার কীর্ত্তি কাগজে দেখেছি, কিন্তু এ দিকে সব ঠিক হয়ে গেছে। আগামী শনিবার বিয়ের ভাল দিন, মেয়েকে তোমার দেখা হল না, কিন্তু আমারা দেখেছি, তাকে পেলে তুমি সত্যই সুখী হবে। যেমন সুন্দরী তেমনই শিক্ষিত,

তোমার মত ক্ষ্যাপাকে এমনই একজন শক্তের হাতে বেঁধে দিলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারব।

বৌদির শুভাকাঙ্খা ভুলিবার নয়। মনে জাগিল জ্যোৎস্নার ছবি, না যে উপেক্ষা করে, তাহার জন্য মৃগতৃষ্ণা করিয়া লাভ নাই।

জংলি আসিল। তাহার হাতে চিঠি—সুরঙ্গমা দিদি লিখিয়াছে—

"আমি লাঞ্ছিত ভাই, জ্যোৎস্নার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—, সে কথা আমি জানতাম না। সে আজ চলে গেল। তুমি তাকে ভুল বুঝে তার প্রতি অবিচার করবে না। জ্যোৎস্না অসামান্যা—তাকে পেলে তুমি জীবনে সুখী হতে—

কিন্তু তাকে না পেলেও দুঃখ পেওনা ভাই। জীবনের ঐক্যতানের পরিচালক একজন নিশ্চয়ই আছেন, তিনি অলক্ষ্যে বসে নিয়ন্ত্রিত করছেন, কাজেই আমরা যেখানে দেখছি ছেদ সেখানে তিনি গড়ে তুলছেন মিলনের অখণ্ড সুর—পাবে, তোমার দিদির আশীর্ব্বাদ সফল হবেই, তারই মত একজন সত্যকারের সহচরী—যে হবে না বাধা—যে হবে একান্ত ভাবে তোমার সহায়।"

স্বপ্ন ভাঙ্গিল।

জ্যোৎস্নালোক আমার নয়।

বৌদিকে রাগ করিয়া চিঠি লিখিব ভাবিয়াছিলাম—সে রাগ পড়িয়া গেল।

ভাগ্য-দেবতার হাতে নিজেকে সমর্পণ করিব।

ছট্‌ফট্‌ করিয়া লাভ নাই।

যে প্রতিভাবলে কবি জগৎ-কাব্যের স্রষ্টা, তাহার বুদ্ধি ও মনীষাকে সম্মান করিতে হয়।

তাহার নৈপুণ্য অসীম, তাহার চাতুর্য্য অসাধারণ, তাহার দক্ষতা অতুলনীয়।

আশাবাদী ও ভাবুক হয়ত তর্ক করি, হয়ত সুন্দরতর ও মধুরতর জগতের কল্পনা করি।

ভয়, ব্যাধি, জরা, ক্ষয়, শ্রম, দুঃখ পৃথিবীতে না থাকিলে হয়ত ভাল হইত, কিন্তু তাহাতে বিধাতার গৌরব নষ্ট হইত না, আমাদের যাহা কিছু গৌরব একেবারেই নষ্ট হইত।

কিন্তু এত নিরর্থক যাত্রা নয়।

এই শোভাযাত্রার সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধ মিলিয়াই কবির কাব্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

তাহার নিকটই আত্ম-সমর্পণ করিব।

দুঃখের বিষ-পানেই অমৃতের সন্ধান করিব।

বৌদিকে চিঠি দিলাম, তাঁহার আদেশ নির্ব্বিচারে মানিব।

শান্তি আসিল।

আমরা দুর্ব্বল, আমরা ভীরু, আমার সহজে ক্ষান্ত হই।

বৌদির অত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় হুগলী ত্যাগ করিলাম।

ক্ষণিকের জন্য চোখে জল আসিল।

গঙ্গার তীর, শ্যাম প্রান্তর, মল্লিকের দ্বিতল গৃহ, পরিচিত বন্ধু ও বান্ধব সব পিছনে পড়িয়া রহিল।

সুরঙ্গমা দিদির কথা মনে বার বার জাগিল।

তার জীবনের ব্যর্থতা বিধাতার কাব্যের কি শেষ কথা ?

যে ফুল ফুটিল না, সে কি কোথাও ফুটিবে না ?

না, না মৃত্যু ও ধ্বংস শাশ্বত নয়—আছে, আছে এক লোক যেখানে সমস্ত বিরোধ শেষ হয়, সমস্ত উচ্চাবচ যাত্রা এক অখণ্ড সুরে গীতিকবিতা হইয়া উঠে।

কলিকাতায় নিজের গৃহে ফিরিয়াছি।

দাদা ভালমন্দ কিছু বলিলেন না, বিবাহে আমার দিক হইতে কোনও সাড়া বা উত্তেজনা হইল না দেখিয়া বৌদি দুঃখিত হইলেন।

বলিলেন—'ভাই রাগ করেছ কি ?

"না"

"কিন্তু তুমি যে একান্ত মৌনী হয়ে গেলে, যে বোনটিকে আদর করে আনছি, তুমি তার অমর্য্যাদা করতে পারবে না ভাই..."

নীরস কণ্ঠে বলিলাম..."সে আমার ভাগ্য..."

বৌদি দমিয়া গেলেন, কথা বলিলেন না।

বিবাহ দুর্গম এভারেষ্ট যাত্রার মত।

চির তুষারের রাজ্যে রহে চির বিস্ময়ের রস।

প্রতি যাত্রী যায় নব আশায়, নব কৌতুকে নব অভিযানে।

তাহারা প্রেমের সেই গহন রাজ্যে কি চায়?

কি নব বাণী তাহারা আবিষ্কার করিতে জীবন পণ করে?

না, নূতনত্ব কোথায়। পৃথিবী চির পুরাতন, প্রেম পুরাতন।

তবু তার সুষমা তুষারের মত চির নবীন—

প্রেমের পথে মানুষ নূতন কি আবিষ্কার করিবে?—

তার যাত্রা সার্থক, তার অভিযান সফল, যদি সে পায় সেই প্রত্যয়,

সেই বিশ্বাস—যাহা চিরদিনের প্রণয়ীকে মুগ্ধ করিয়াছে—

আমি চাহিব না, আমি তর্ক করিব না,

আমি শুধু গ্রহণ করিব।

জ্যোৎস্নার সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে।

শয়নে, স্বপনে।

জীবনের সুগম পথের শেষে সেই তরুণীর লাবণ্য-ললাম মুখ কান্তি, তার বিদগ্ধ মন, তার সুরভি পরিবেশ, না একথা কেন ভাবিতেছি?

যাহা ক্ষণিকের, তাহা নিত্যকালের হইবে এ দুরাশা কেন?

বৌদি ভীত হইলেন, বলিলেন—"ঠাকুর পো, সত্যইকি ভুল করেছি ?"

"ভুল হোক, ভ্রান্তি হোক, পথ ত আর নেই—"

"তা নেই, কিন্তু ভগবান আমায় বিমুখ করবেন না—"

"না, তা করবেন না হয়ত—"

"একি হেঁয়ালি তোমার ঠাকুরপো, তুমি কি আর কাউকে ভালবেসেছ ?"

হাসিয়া বলিলাম—"একথা কেন বৌদি ? আমাদের দেশে বিয়ে আছে।...

ভালবাসা ত নেই..."

"ওরে আমার যাদুমণি, নভেল পড়েই পাগল হয়েছ—, ভালবাসা এদেশে নেইত কোন দেশে আছে ? টকি সিনেমায় যা দেখ সেটা ন্যাকামি..."

বৌদি চলিয়া গেলেন।

জীবন, প্রমত্ত জীবন, দুরন্ত, ভীষণ...তার তরঙ্গভঙ্গ শান্ত তটকে বিক্ষিপ্ত করে।

আসুক সংশয়, আসুক দাবদাহ—

তবু আসুক প্রস্ফুট পরিপূর্ণ জীবন।

ত্যাগবুদ্ধি নিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর নির্ব্বাসনা নিয়া বিচার করিতে চলিলাম।

শুভদৃষ্টি।

নিস্তব্ধ নির্ম্মল আকাশ...চন্দ্রাতপের কাজ করে।

পট্টবস্ত্র পরিহিতা তরুণীর মুখচ্ছবি।

একি স্বপ্ন, একি মায়া, একি বিভ্রম ?

এ যে জ্যোৎস্না।

তাহার মুখে দুষ্ট হাসি। নিষ্ঠুর নির্ম্মম হাসি...সে সত্যই আমায় বোকা বানাইয়াছে। নিশ্চয়ই সে সব জানিয়া আমার সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছে।

সানাইয়ের বাঁশী কানে যেন অমৃত ঢালে।

কল-কোলাহল ভাল লাগে।

আকাশে জ্যোৎস্না হাসে

নীচে মাধুরীময়ী জ্যোৎস্না।

না, না, আমার ভুল নয়। সুরঙ্গমা দিদির আশীর্ব্বাদ সফল, বৌদির কামনা সার্থক।

আমি বাঁধিব শান্তির নীড়—প্রেমের দুর্ভেদ্য দুর্গ।

জীবনের গতি এই প্রাসাদের রূপ ও গঠন দিবে, কিন্তু এই হবে আমার চরম সান্ত্বনা।

ভয়হীন, ভ্রান্তিহীন শ্রান্তিহীন এই আমাদের নিরাপদ দুর্গ।

জ্যোৎস্নার কৌতুকোচ্ছল হাসি আমার সর্ব্বাঙ্গে পুলক জাগাইয়া তোলে।

চুঁচুড়ার জীবন ব্যর্থ হয় নাই—

ব্যর্থ হয় নাই—সেই পথ-ভোলা চিঠি।

আমি গড়িব শান্তির, প্রীতির, অমৃতের, আনন্দের আশ্রম।

জ্যোৎস্না ও আমি গড়িব—সান্ত্বনা-আশ্রম।

চুপি চুপি বলিলাম—"তুমিই তাহলে সান্ত্বনা হোম?"

জ্যোৎস্না কথা কহিল না—শুধু স্মিত হাস্যে বিদ্যুৎ-জ্যোতি খেলাইয়া দিল।

—o—

ডাঃ মতিলাল দাশের
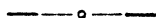
বর্ণাঢ্য ভাবাঢ্য রচনা সম্ভার।

গল্প ও উপন্যাস

১। মন্দার পর্ব্বত ২। চলার পথে ৩। মনীষা ৪। জীবনের চলস্রোত ৫। শিশু-মনের চলচ্চিত্র ৬। বিদ্যুৎ শিখা ৭। পত্নীব্রত ৮। ডাকবাংলো ৯। সহচরী ১০। অগ্নি শুচি ১১। বন্ধন ও মুক্তি ১২। স্বাধিকার (যন্ত্রস্থ) ১৩। সান্ত্বনা হোম

কাব্য ও নাটক

১। নব্যা ও সবিতা ২। হাসির মূল্য ৩। প্রিয়া ৪। শিশুভগবান ৫। গীতাস্মৃতি ৬। চিরস্বনী ৭। দীপশিখা ৮। বিরহ-শতক ৯। মহানিষ্ক্রমণ ১০। চার্ব্বাক ১১। ঋগ্বেদ ১ম ১২। ঋগ্বেদ ২য় ১৩। একলব্য ১৪। মেঘমুক্তি (যন্ত্রস্থ)

ইংরেজী

১। Bankim Chandra—His life and Art

২। The sons of India

৩। The Hindu law of Bailment

বাঙলা সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ কয়েক-
খানি বিশিষ্ট উপন্যাস আধুনিক দৃষ্টি-
ভংগী নিয়ে রচনা করেছেন ঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ
মিত্র, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র
নাথ গুপ্ত, জ্যোতিপ্রসাদ বসু, তারাশঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা